নগর সংস্করণ
প্রথম আলো
মঙ্গলবার
১২ নভেম্বর ২০২৪
২৭ কার্তিক ১৪৩১, ৯ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬
৮ পৃষ্ঠার নকশাসহ মোট ২৪ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com
বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৯

মিটার বাণিজ্যে সাবেক মন্ত্রীর 'ভাই-বন্ধু' চক্র

বিদ্যুৎ খাত

চীনের তিন কোম্পানি বাংলাদেশি প্রতিনিধি নিয়ে মিটার সরবরাহ করত। এসব প্রতিনিধি সাবেক প্রতিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

বিদ্যুৎ খাতে সাড়ে চার কোটির বেশি গ্রাহককে প্রিপেইড মিটার দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছিল গত আওয়ামী লীগ সরকার। একে একে ছয়টি বিতরণ সংস্থা মিটার আমদানি করতে থাকে। এ নিয়ে কয়েক হাজার কোটি টাকা বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি হয়। আর এ বাণিজ্যের পুরোটার নিয়ন্ত্রণ নেয় সাবেক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের 'ভাই-বন্ধু' চক্র।

ছয়টির মধ্যে চারটি বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থার প্রিপেইড মিটার কেনার তথ্য সংগ্রহ করেছে *প্রথম আলো*। সংস্থাগুলোর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা ও মিটার আমদানির সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরা বলছেন, কিছু মিটার কেনা হয়েছে সরাসরি ক্রয়পদ্ধতি অনুসরণ করে। আর কিছু কেনা হয়েছে উন্মুক্ত দরপত্র ডেকে। তবে অভিযোগ আছে, সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তাঁর বারিধারার বাসায় বসে ঠিকাদার চূড়ান্ত করে দিতেন। এরপর দরপত্র ডেকে কাজ দেওয়া হতো ওই ঠিকাদারের কোম্পানিকে।

প্রিপেইড মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০১০ সালে। মিটার সরবরাহ বাড়তে থাকে ২০২০ সালের পর। চীনের তিনটি কোম্পানি সেনজেন স্টার, হেক্সিং ও ওয়াসিয়ন গ্রুপ একটি চক্রে যুক্ত হয়ে সব মিটার সরবরাহ করে। মিটার-বাণিজ্যের নামে টাকা পাচারেরও অভিযোগ আছে এ চক্রের বিরুদ্ধে। যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধন পরিদপ্তর থেকে মিটার সরবরাহে যুক্ত একাধিক স্থানীয় কোম্পানির তথ্য সংগ্রহ করেছে *প্রথম আলো*। এসব কোম্পানিতে প্রতিমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে।

প্রিপেইড মিটার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ২০১০ সালে।

- বিভিন্ন সংস্থাকে বিভিন্ন দামে সরবরাহ করা হয়েছে মিটার।
- প্রিপেইড মিটারে অনেকেই বাড়তি বিল আদায়ের অভিযোগ করেছেন। এসব মিটার এখন যাচাই করে দেখা হচ্ছে।

> মিটার কেনার ক্ষেত্রে চক্রের কথা জানি। বিভিন্ন অভিযোগে প্রিপেইড মিটারে এডিবি একপর্যায়ে অর্থায়নও বন্ধ করে দিয়েছিল।
>
> **মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান**, বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

আগের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই ২০১৯ সালে নেসকোতে মিটার সরবরাহের কাজ পায় 'অকুলিন টেক' নামের একটি কোম্পানি। চীনের সেনজেন স্টারের সঙ্গে যৌথভাবে ১০৭ কোটি টাকার এই কাজ পায় তারা। এরপর ২০২১ সালে তারা আবার নেসকোতে পায় প্রায় ৯২ কোটি টাকার কাজ। আর নেসকোতে কাজের অভিজ্ঞতা সনদ নিয়ে সবচেয়ে বড় বিতরণ সংস্থা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে (আরইবি) মিটার সরবরাহের কাজ নেয় অকুলিন। এখানে আরও বড় বাণিজ্য করে তারা।

নেসকোর একটি দায়িত্বশীল সূত্র বলছে, তাদের কাজ দিতে তৎকালীন বিদ্যুৎসচিব আহমদ কায়কাউস চাপ প্রয়োগ করেন নেসকোর বোর্ডকে। কায়কাউস পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, দায়িত্ব পান মুখ্য সচিবের। বর্তমানে তিনি দেশের বাইরে আছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'প্রিপেইড মিটার কেনার ক্ষেত্রে চক্রের কথা জানি। বিভিন্ন অভিযোগে প্রিপেইড মিটারে এডিবি (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক) একপর্যায়ে অর্থায়নও বন্ধ করে দিয়েছিল।' তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নেওয়া প্রিপেইড মিটারের প্রকল্পগুলো যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে। আর কোনো চক্র তৈরির সুযোগ দেওয়া হবে না।

প্রতিযোগিতা ছিল না দরপত্রে

যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধন পরিদপ্তরের তথ্য বলছে, অকুলিন টেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন শাবাদ সাজিদ। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, এই কোম্পানির প্রধান কারিগরি কর্মকর্তা হিসেবে হংকং থেকে যোগ দেন কে রুম্মান আখতার। তাঁরা দুজন শেখ রেহানার ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের বন্ধু। অকুলিন মূলত মিটার ব্যবহারের প্রযুক্তিগত সহায়তা ও সফটওয়্যার সরবরাহের কাজটি নেয়। এর মাধ্যমে তারা দরপত্র নিয়ন্ত্রণ করে। এর বাইরে কেউ অংশ নিতে চাইলেও তাকে ভয় দেখিয়ে আটকানোর কাজটি করতেন নসরুল হামিদ।

নেসকোর তথ্য বলছে, সাতটি দরপত্রের মাধ্যমে মিটার সরবরাহের কাজ দেয় নেসকো। এর মধ্যে কোনো দরপত্রে দুটির বেশি কোম্পানি অংশ নেয়নি। ৪টি দরপত্রে ৫৫০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে চীনের সেনজেন স্টার আর তিনটিতে ৪৫০ কোটি টাকার কাজ পেয়েছে ওয়াসিয়ন। সেনজেন স্টারের সঙ্গে দুটিতে অংশীদার ছিল অকুলিন আর দুটিতে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল ঢাকায় হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে 'প্রবাসী লাউঞ্জ' উদ্বোধন শেষে অভিবাসী কর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ছবি : পিআইডি

সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু প্রশ্ন

বাংলাদেশে সংস্কারের আলোচনা ও উদ্যোগ নতুন কিছু নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা যায়নি। আগের অভিজ্ঞতা থেকে সংস্কারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত, তা নিয়ে লিখেছেন **রেহমান সোবহান**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

খুচরা বাজারে আলুর দর কেজিতে ৭০-৭৫ টাকা

বাজার পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাজারে এবার বেড়েছে আলুর দাম। গত দুই সপ্তাহে পণ্যটির দাম কেজিতে ১৫ টাকার মতো বেড়েছে। তাতে খুচরা বাজারে এক কেজি আলু ৭০ থেকে ৭৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে দুই মাস আগে পণ্যটির আমদানি শুল্ক কমিয়েছিল অন্তর্বর্তী সরকার। এরপর আমদানিও হয়েছে। তবে বাজারে এর প্রভাব দেখা যায়নি; বরং দাম বেড়েছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে হিমাগারে থাকা আলুর সরবরাহ শেষের দিকে। পাইকারি বিক্রেতারা চাহিদা অনুসারে আলুর সরবরাহ পাচ্ছেন না। অন্যদিকে এ বছর অক্টোবর মাসে অতিবৃষ্টির কারণে আলুর বীজ রোপণে দেরি করেছেন কৃষকেরা। এতে বাজারে আগাম আলু আসতে দেরি হচ্ছে। এসব কারণে আলুর দাম বাড়ছে।

গতকাল সোমবার রাজধানীর শেওড়াপাড়া, আগারগাঁও-তালতলা ও মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজার ঘুরে ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বর্তমানে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ টাকায়। তবে বড় বাজার থেকে পাল্লা (৫ কেজি) হিসাবে কিনলে কিছুটা কমে পাওয়া যায়। ১৫ দিন আগে আলুর কেজি ছিল ৫৫-৬০ টাকা।

কারওয়ান বাজারে আলুর পাইকারি বিক্রেতা জাহাঙ্গীর শিকদার বলেন, 'হিমাগার থেকে চাহিদা অনুসারে আলুর সরবরাহ পাচ্ছি না আমরা। আবার দাম বেশি থাকায় আলুর বিক্রিও আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে।'

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

গাজীপুরের শিল্প এলাকা

পাওনা না পেয়ে বারবার সড়কে নামছেন শ্রমিকেরা

মাসুদ রানা, *গাজীপুর*

গাজীপুরের শিল্পকারখানাগুলোয় শ্রমিক অসন্তোষ থামছেই না। বিভিন্ন দাবি নিয়ে বারবার মহাসড়ক আটকে দিচ্ছেন শ্রমিকেরা। গত তিন মাসে অন্তত ২৫ বার ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-টাঙ্গাইল ও চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। কয়েক দিন পরপর অবরোধের কারণে অসহনীয় দুর্ভোগে পড়ছেন এসব পথে চলাচলকারী হাজারো যানবাহনের যাত্রীরা।

সর্বশেষ বকেয়া বেতন আদায় করতে গত শনিবার সকাল নয়টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার সহস্রাধিক শ্রমিক। টানা ৫২ ঘণ্টা পর গতকাল সোমবার দুপুরে শ্রমিকেরা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। তবে দুই ঘণ্টা পর বিকেল চারটার দিকে আবারও তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। আগামী রোববারের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের আশ্বাসে রাত সোয়া ১০টার দিকে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন শ্রমিকেরা। এর আগে নগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায় এ অবরোধের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েন সড়কটিতে চলাচলকারী মানুষেরা। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আশপাশের মোট ১২টি কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সড়কে কেন আন্দোলন করছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিক মো. সুলতান উদ্দিন বলেন, 'হোনেন, দেশের কোনো আন্দোলনই সড়কে না করলে ফল পাওয়া যায় না। আমরা সড়ক বন্ধ করছি আপনারা দেখাইতেছেন, ওপরের অফিসারও দেখতাছে। এহন দেখবেন ঠিকই একটা সমাধান হবে।' সড়ক কখন ছেড়ে দেবেন, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'যতক্ষণ না বেতন পামু,

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য লাউঞ্জ, থাকছে বিশেষ সুবিধা

শাহজালাল বিমানবন্দর

বিদেশে যাওয়া-আসার সময় বিমানবন্দরে প্রবাসীদের অসম্মানের শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এখন থেকে তাঁরা লাউঞ্জ-সুবিধা পাবেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

- প্রবাসীরা দেশে বছরে ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার পাঠান।
- বিমানবন্দরে তাঁদের অসম্মান করার অভিযোগ রয়েছে।
- শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য এটিই প্রথম লাউঞ্জ।

বাংলাদেশিরা বিদেশে গিয়ে কাজ করে বছরে ২ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স পাঠান। দেশীয় মুদ্রায় যা ২ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকার সমান। এই অর্থে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুতের বড় অংশ গড়ে ওঠে। কিন্তু বিদেশে যাওয়া-আসার সময় বিমানবন্দরে প্রবাসীদের নানাভাবে অসম্মানের শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগে এবার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য চালু হলো বিশেষ একটি লাউঞ্জ। গতকাল সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এই লাউঞ্জের উদ্বোধন করেন।

বাসসের খবর ও প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড. ইউনূস বলেন, 'আমাদের প্রবাসী শ্রমিকেরা দেশ গড়ার কারিগর। জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে তাঁরা বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা তাঁদের কাছে সব সময় কৃতজ্ঞ।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, এই লাউঞ্জ তাঁদের (প্রবাসী শ্রমিকদের) ভ্রমণকে সহজ করবে।'

প্রবাসীদের উদ্দেশে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আপনাদের যে প্রাপ্য সম্মান, সেটি যেন জাতি দিতে পারে। সেই সম্মান দেওয়ার জন্য আজকের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রবাসী লাউঞ্জ উদ্বোধন করা হলো। আশা করি, আরও বহু রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।'

বিমানবন্দরে প্রবাসীরা যথাযথ সম্মান ও সেবা পান না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, 'আপনি (প্রবাসী) এখানে মেহমানের মতো থাকবেন। আপনি সম্মান নিয়ে থাকবেন।'

বাসসের খবরে জানানো হয়, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য এটিই প্রথম লাউঞ্জ। সেখানে প্রবাসী শ্রমিকদের বিশ্রামের জন্য জায়গা থাকবে এবং সুলভ মূল্যে

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া'র নামে মামলা, বাদী কিছু জানেন না

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর রামপুরায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সোহান শাহ নামের (৩০) এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় করা মামলায় আসামির তালিকায় নাম রয়েছে 'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া' নামের এক ব্যক্তির। এই ব্যক্তি অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিন কি না, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে।

প্রশ্ন উঠেছে, 'শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া' নাম দিয়ে সেখ বশির উদ্দিনকে আসামি করা হয়েছে কি না। বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন নতুন বাণিজ্য উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেছেন, নামের আংশিক সংগতি ও অসংগতি থাকলেও তিনি নিশ্চিত নন, মামলাটি তাঁর নামে হয়েছে কি না।

পুলিশ বলেছে, শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া ও সেখ বশির উদ্দিন একই ব্যক্তি কি না, তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।

মামলার বাদী নিহত সোহান শাহর মা সুফিয়া বেগম *প্রথম আলোকে* বলেছেন, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও পুলিশ তাঁর ছেলে হত্যার জন্য দায়ী। তিনি তাঁর ছেলে হত্যার ন্যায়বিচার চান।

মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা সদরের আলতাফ হোসেন মহিলা কলেজ রোডের বাড়িতে সুফিয়া বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি মামলা করেছেন। আসামির তালিকা কে ঠিক করেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আসামি কারা হয়েছে, কে করেছে, তা তিনি বলতে পারবেন না। মামলা করার সময় তাঁর সঙ্গে কে কে ছিলেন, জানতে চাইলে সুফিয়া বেগম বলেন, তা তিনি জানেন না।

সোহান হত্যা মামলাটি গত ১৮ অক্টোবর রাজধানীর রামপুরা থানায় রেকর্ড হয়। মামলার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

'ছাত্র-জনতার অংশীদারত্ববিহীন সিদ্ধান্তে উপদেষ্টা নিয়োগের' প্রতিবাদে রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ ও মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহসহ অন্যরা। গতকাল বিকেলে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

'ফ্যাসিবাদের দোসরদের' উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সরানোর দাবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

ঢাকার বিক্ষোভ সমাবেশে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার অংশীদারত্বের বাইরে গিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নিলে মানবে না বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে 'ফ্যাসিবাদের দোসর' রয়েছেন বলে মনে করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তাদের দাবি, উপদেষ্টাদের মধ্যে যাঁরা 'সফট আওয়ামী লীগার' বা ফ্যাসিস্ট দলের প্রতি সহানুভূতিশীল, অবিলম্বে তাঁদের সরিয়ে দিতে হবে। ছাত্র-জনতার অংশীদারত্বের বাইরে গিয়ে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেটি মেনে নেবে না বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

'ছাত্র-জনতার অংশীদারত্ববিহীন সিদ্ধান্তে উপদেষ্টা নিয়োগের' প্রতিবাদে গতকাল সোমবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। কাছাকাছি সময়ে প্রায় একই বিষয়ে একই জায়গায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ'-এর ব্যানারে মানববন্ধনের পৃথক কর্মসূচি ছিল। পরে দুটি কর্মসূচি যৌথভাবে পালন করা হয়।

'ফ্যাসিবাদের দোসরদের' উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের প্রতিবাদে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে গতকাল বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল হয়েছে।

ঢাকার বিক্ষোভ সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, শিক্ষার্থীরা যখন আওয়ামী দোসরদের তাড়াতে ব্যস্ত, ঠিক তখন খবর আসে, নতুন করে উপদেষ্টা নিয়োগ (রোববার সন্ধ্যায়) দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা ধানমন্ডি ৩২-কে 'কাফেলা' মনে করেন, তাঁদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের রক্তকে পুঁজি করে যদি কেউ ভেবে থাকেন তাঁরা উপদেষ্টা হবেন, পদ বাগিয়ে নেবেন, তাহলে তাঁরা ভুল ভাবছেন। কাদের 'প্রেসক্রিপশনে' আওয়ামী দোসরদের পুনর্বাসন হচ্ছে, সে প্রশ্নও তোলেন তিনি।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'যে শিক্ষার্থী ও শ্রমিকেরা নিজেদের তাজা রক্ত রাস্তায় ঢেলে দিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থান সফল করেছেন, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে, তাঁদের অংশীদারত্ব নিশ্চিত না করে আপনারা কাদের পুনর্বাসনের ম্যান্ডেট নিয়েছেন? শিক্ষার্থী, নাগরিক, শ্রমিক-জনতার সঙ্গে মশকরা বন্ধ করুন। ফ্যাসিবাদের সব প্রতীক, বৃত্তি, ল্যাম্পেন্সার (সহযোগী), উত্তরসূরি—আমরা সবকিছুরই রিমুভাল (অপসারণ) চাই।'

সরকারকে বাঁচানোর জন্য শিক্ষার্থীরা আর আসবেন না উল্লেখ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই আহ্বায়ক বলেন, 'আপনারা বিপদে পড়বেন, আওয়ামী পুনর্বাসন হবে আর আপনারা বললে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে আসবে, এটি আর বেশি দিন থাকবে না। ফ্যাসিবাদের যারা দোসর, ফ্যাসিবাদের সঙ্গে যাদের দূরতম সম্পর্ক আছে, গত ১৬ বছর ফ্যাসিবাদের নুন খেয়ে যারা গুণ গেয়েছে, '২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে কোনো ফরম্যাটেই আমরা তাদের পুনর্বাসন দেখতে চাই না। উপদেষ্টাদের স্পষ্ট করতে হবে, যাঁদের আপনারা নিয়োগ দিচ্ছেন, গত ১৬ বছরে তাঁদের অবদান কী।'

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, 'আপনারা যদি মনে করে থাকেন আমাদের কণ্ঠরোধ বা প্রতিরোধ করবেন, ক্ষমতাকে প্রশস্ত করার জন্য বাধা মনে করলে আমাদের মাইনাস করে দেবেন, তাহলে আপনারা ভুল ভাবছেন। খুনি ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনাকে আমরা উৎখাত করেছি তার

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

আজকের আবহাওয়া
অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১২ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : সন্দ্বীপে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়াতে ১৭.৭° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৫৫	মাগরিব	৫:১৭
জোহর	১১:৪৬	এশা	৬:৩৩
আসর	৩:৩৮	কাল ফজর	৪:৫৫

লক্ষ করুন
অনিবার্য কারণে আজ পৃষ্ঠা ৫-এ 'একটু থামুন', 'ভালো থাকুন' ও 'বিচিত্র' প্রকাশিত হলো না। **বা.স.**

বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে সপ্তম সেনাপ্রধান হিসেবে 'হল অব ফেম'-এ অন্তর্ভুক্তকরণ অনুষ্ঠানে উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গতকাল চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে। ছবি : আইএসপিআর

উপদেষ্টাদের দপ্তর থেকেও সরছে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানোর পর এবার সচিবালয়ে উপদেষ্টাদের দপ্তর থেকেও ছবি সরানো শুরু হয়েছে। গতকাল সোমবার কয়েকটি মন্ত্রণালয়ে খবর নিয়ে জানা যায়, উপদেষ্টাদের দপ্তর থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে।

এর আগে বঙ্গভবনের দরবার হল থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে বলে অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম গতকাল তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে জানিয়েছেন।

মাহফুজ আলম তাঁর ফেসবুক পোস্টে একটি ছবি যুক্ত করেছেন। ছবিটি আরেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ তুলেছেন বলে পোস্টে উল্লেখ (ক্রেডিট) আছে। ছবিতে মাহফুজ আলমকে দরবার হলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তিনি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছবিটি তুলেছেন, সেখানকার দেয়ালে আগে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল। তিনি সোমবার যে ছবিটি পোস্ট করেছেন, সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায়নি।

মাহফুজ আলম লিখেছেন, 'একাত্তর-পরবর্তী ফ্যাসিস্ট নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দরবার হল থেকে সরানো হয়েছে। এটা আমাদের জন্য লজ্জার যে আমরা ৫ আগস্টের পর বঙ্গভবন থেকে তাঁর ছবি সরাতে পারিনি। ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু মানুষের মধ্যে জুলাইয়ের চেতনা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তাঁকে কোথাও দেখা যাবে না।'

গতকাল সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে যান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। এ সময় তাঁর দপ্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেখা যায়নি। এ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন *প্রথম আলো*কে বলেন, উপদেষ্টার দপ্তরে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল না।

বঙ্গভবনের দরবার হলে অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। ছবি : মাহফুজ আলমের ফেসবুক থেকে নেওয়া

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনের দপ্তর থেকেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনসংযোগ কর্মকর্তা আরিফ বিল্লাহ।

এ ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকারের নতুন বস্ত্র ও পাট এবং বাণিজ্য উপদেষ্টা ব্যবসায়ী সেখ বশির উদ্দিন শপথ নেওয়ার পর সচিবালয়ে যান। তাঁর দপ্তরেও শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি ছিল না বলে জানান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা আসিফ আহমেদ।

বিএমএর 'হল অব ফেম'-এ অন্তর্ভুক্ত হলেন সেনাপ্রধান

আইএসপিআর

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গতকাল সোমবার চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) সপ্তম সেনাপ্রধান হিসেবে গৌরবমণ্ডিত 'হল অব ফেম'-এ অন্তর্ভুক্ত হন। এ সময় সেনাবাহিনী প্রধানের সহধর্মিণীও উপস্থিত ছিলেন।

বর্ণাঢ্য সামরিক জীবনের অধিকারী জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। তিনি ১৯৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি থেকে ১৩ বিএমএ দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে কোর অব ইনফ্যান্ট্রিতে কমিশন লাভ করেন। জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান গত ২৩ জুন দেশের ১৮তম সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

গতকালের অনুষ্ঠানে জিওসি, আর্টডক; কমান্ড্যান্ট, ইবিআরসি; জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন; অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল; কমান্ড্যান্ট, বিএমএ; সামরিক সচিবসহ সেনা সদর, চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং বিএমএর উর্ধ্বতন ও বিভিন্ন পদবির সেনা কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই

সাবেক সিইসি আবু হেনা

গতকাল নির্বাচন ভবনে সাবেক সিইসি আবু হেনার সঙ্গে মতবিনিময় করে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতি পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই বলে মনে করেন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) আবু হেনা। তিনি বলেন, দেশের চলমান নির্বাচনপদ্ধতিই কার্যকর হতে পারে। এ পদ্ধতির সঙ্গে দেশের মানুষ পরিচিত। নির্বাচনের সফলতা নির্ভর করে নির্বাচনী আইন প্রয়োগের ওপর। নির্বাচন কমিশনে যোগ্য মানুষ দরকার।

গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাবেক সিইসি আবু হেনার সঙ্গে মতবিনিময় করে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। বৈঠক শেষে আবু হেনা সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতির পরিবর্তনে সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু করার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আবু হেনা বলেন, যেসব দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু আছে, সেসব দেশ যে ভালোভাবে চলছে, তা কিন্তু নয়। নেপাল, ইসরায়েল—এসব দেশে ভালো চলছে না। দেশে বর্তমান যে নির্বাচনপদ্ধতি, সেটার সঙ্গে মানুষ পরিচিত। এই পদ্ধতিকেই কার্যকর করে তোলা দরকার।

১৯৯৬ সালে সপ্তম সংসদ নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করা আবু হেনা বলেন, আইন কার্যকর করা না হলে যত সংস্কার বা ভালো আইন করা হোক, তা অর্থবহ হয় না। নির্বাচনের সফলতা নির্ভর করে নির্বাচনী আইন প্রয়োগের ওপর। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন কমিশনে যোগ্য মানুষ দরকার। তাঁরা যদি যোগ্য না হন, তাহলে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নয়নের ওপর জোর দিয়ে আবু হেনা বলেন, প্রার্থী মনোনয়ন আরও সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। ওপর থেকে আরোপ নয়, প্রার্থীর মনোনয়ন নিচ থেকে আসতে হবে। স্থানীয়ভাবে ভোটের মাধ্যমে প্রাথমিক নির্বাচনের মতো করে যোগ্য প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া দরকার।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ প্রয়োজন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আবু হেনা বলেন, সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হবে, নাকি বর্তমান পদ্ধতিতে চলবে, তা রাজনৈতিক দলগুলো ঠিক করবে। এটি রাজনৈতিকভাবে ঠিক করলেই ভালো।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'আমরা আইনবিধি পর্যালোচনা করছি। আশা করছি, যথাসময়ে সরকারের কাছে কমিশন প্রস্তাব পেশ করতে পারবে। আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে অনেক প্রস্তাব পেয়েছি। আরও পাব বলে আশা করছি।'

বিভিন্ন দলকে চিঠি দেওয়া শুরু

নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে আনুষ্ঠানিক মতামত ও প্রস্তাব চেয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে চিঠি দেওয়া শুরু করেছে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। গতকাল থেকে চিঠি দেওয়া শুরুর এ তথ্য কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ফ্যাক্টচেক

বাংলাদেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেনি

বাসস, *ঢাকা*

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কোনো সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং তাঁদের ওপর কোনো দমন অভিযানের ঘটনাও ঘটেনি।

গত রোববার রাজধানীতে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগে দেশে গণহত্যা, দুর্নীতি ও কোটি কোটি ডলার পাচারের জন্য অভিযুক্ত এবং গণ অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কয়েক ডজন নেতা-কর্মী, কর্মকর্তা ও সদস্যদের রাজধানী ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংয়ের ফ্যাক্টচেকিং ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এ বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পলাতক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনা তাঁর সমর্থকদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের পোস্টার বহন করার এবং গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়ার কারণে তাঁরা সেগুলো বহন করছিলেন।

প্রেস উইংয়ের পোস্টে বলা হয়েছে, আটক ব্যক্তিরা পুলিশকে বলেছেন, তাঁরা মার্কিন রাজনীতি অনুসরণ করেন না। শুধু শেখ হাসিনার নির্দেশে ট্রাম্পের পোস্টার বহন করেছিলেন।

গত আগস্টে অভূতপূর্ব বিপ্লবের পর শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে কিছু ভারতীয় সংবাদপত্র ছাত্র নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে আক্রমণাত্মকভাবে ভুল তথ্য প্রচার করছে।

পোস্টে বলা হয়, ভারতের কিছু গণমাধ্যম বিপ্লবোত্তর দিনগুলোয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কথিত সহিংসতার ঘটনাগুলোকে ব্যাপকভাবে অতিরঞ্জিত করেছে। আজ (রোববার) আওয়ামী লীগ সমর্থকদের গ্রেপ্তারের ঘটনাও তারা একইভাবে অতিরঞ্জিত করেছে।

মতবিনিময় শুরু করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধান সংস্কার নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় শুরু করেছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। গতকাল সোমবার ১৬টি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে কমিশন। জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে ওই মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মতবিনিময় সভায় সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ কমিশনের সদস্যরা অংশ নেন।

সাবেক এমপি শম্ভু, সিরাজুল ও কাদেরের পিএস মতিন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা* ও **প্রতিনিধি**, *কেরানীগঞ্জ*

বরগুনার সাবেক সংসদ (এমপি) সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ শম্ভুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে রাজধানীর উত্তরা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

এদিকে গতকাল রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে নরসিংদীর সাবেক সংসদ সদস্য সিরাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তারের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

এর আগে রোববার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ব্যক্তিগত সহকারী আবদুল মতিনকে (৫০)। কেরানীগঞ্জের চরওয়াশপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রধান উপদেষ্টাকে সিপিজের চিঠি

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার আহ্বান

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষায় পদক্ষেপ নিতে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট (সিপিজে)। গতকাল সোমবার এক চিঠিতে এ আহ্বান জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সংগঠনটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জোডি গিনসবার্গ।

চিঠিতে গিনসবার লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সংবিধান এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদে যেসব মৌলিক অধিকার রয়েছে, সেগুলো রক্ষায় বাংলাদেশ যেন পদক্ষেপ নেয়, সে জন্য আপনার নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।'

মিটার বাণিজ্যে সাবেক মন্ত্রীর 'ভাই-বন্ধু' চক্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছিল মিটার ডি টেক। সেনজেন স্টারের বাংলাদেশের স্থানীয় প্রতিনিধি (এজেন্ট) ছিলেন নসরুল হামিদের স্ত্রীর বড় ভাই প্রয়াত মোহাম্মদ সুজাত ইসলাম। করোনা মহামারির সময় তাঁর মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব নেন তাঁর নিকটাত্মীয় মাহবুব রহমান ওরফে তরুণ। ওয়াসিয়নের সঙ্গে দুটিতে ছিল টেকনো ইলেকট্রিক্যাল ও একটিতে ছিল এসকিউ ট্রেডিং। এই তিন কোম্পানি এসকিউ গ্রুপের, যার মালিকানায় আছেন আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আবু জাফর মো. শফিউদ্দিন ওরফে শামীম। ওয়াসিয়নের স্থানীয় প্রতিনিধি হলো এসকিউ।

একাধিক সূত্র বলছে, বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে আলোচিত খাম্বা সরবরাহের ব্যবসায় অন্যদের সঙ্গে যুক্ত ছিল এই শামীমের কোম্পানি। ২০২৪ সালের জানুয়ারির নির্বাচনে তিনি প্রথমবারের মতো নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে জয়ী হন। তিনি বর্তমানে আত্মগোপনে আছেন।

নেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকিউল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, মিটার কেনায় কাগজে-কলমে কোথাও কোনো অনিয়ম হয়নি। শুরুতে তিন দফায় ওরাকল সফটওয়্যারের লাইসেন্স ফি যুক্ত করে ৪১ ডলারে কেনা হলেও পরের চার দফায় ৩৫ ডলারে কেনা হয়েছে প্রতিটি মিটার।

তবে নেসকোর দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, দরপত্র জমার আগে নেসকোর প্রাক্কলিত দর প্রতিমন্ত্রীর বাছাই করা কোম্পানিকে বলে দেওয়া হতো। তাই তারাই সর্বনিম্ন দরদাতা হতো। যদিও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে এটি গোপন রাখার কথা। এ ছাড়া ঘুরেফিরে দুটি কোম্পানি প্রতিমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে কমবেশি দর দিয়ে কাজ ভাগাভাগি করে পেতেন। নসরুল হামিদের নির্দেশের বাইরে কেউ দরপত্র জমা দিত না।

এর সত্যতা খুঁজে পাওয়া গেছে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় ডাকা দরপত্রে। নতুন করে আট লাখ মিটার কিনতে প্রথম দফায় গত ২৪ অক্টোবর দরপত্র জমা নেওয়া হয়েছে। এবার সাতটি কোম্পানি অংশ নিয়েছে। এর আগপর্যন্ত ৭টি দরপত্রের মাধ্যমে সাড়ে ১৪ লাখ মিটার সরবরাহের কাজ দিয়েছে নেসকো।

পল্লী বিদ্যুতে মিটার কেনায় 'হরিলুট'

মিটার-বাণিজ্যের জন্য আরইবিকে মূলত 'টার্গেট' করেছিল চক্রটি। ৩ কোটি ৬০ লাখের বেশি গ্রাহক আরইবির। এরা মূলত গ্রামের গ্রাহক, যাদের বিদ্যুতের ব্যবহার কম। ৮০টি সমিতির মাধ্যমে এ কাজটি করে তারা। এ পর্যন্ত ১৭ লাখ মিটার বসানো হয়েছে; আর ৫ লাখ ৬০ হাজারের কাজ চলছে। প্রকল্প করে মিটার কেনার কাজটি করে আরইবি, তারপর তা ভাগাভাগি করে বিভিন্ন সমিতিতে পাঠানো হয়। আবার সমিতির নামে দরপত্র দেয় আরইবি। ওই সমিতিকে তার অংশের বিল পরিশোধ করতে হয়। আরইবির বাড়তি দামে কেনাকাটা নিয়ে সমিতির কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। ২০২০ সালে পাঁচটি সমিতির নামে আরইবির অস্বাভাবিক দামে কেনাকাটার কিছু তথ্য *প্রথম আলোর* হাতে এসেছে।

আরইবির নথি যাচাই করে দেখা গেছে, আরইবি ৫ লাখ স্মার্ট প্রিপেইড মিটার কিনতে ২০২২ সালে দরপত্র আহ্বান করে। এখানেও দুটি দর প্রস্তাব জমা পড়ে, দুটিই শামীমের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে যৌথভাবে কাজ পায় অকুলিন টেক ও শামীমের এসকিউ ওয়্যার অ্যান্ড কেব্‌লস। দরপত্রে অংশ নেওয়া অন্য কোম্পানি ভিকার ইন্টারন্যাশনাল হলো আওয়ামী লীগের ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা এনামুল হকের ভাই নাজমুল হকের।

মিটার ও কমিউনিকেশন সিস্টেম সরবরাহের নামে ১ হাজার ২৩৫ কোটি টাকা দর দিয়ে যৌথভাবে কাজটি পায় অকুলিন ও এসকিউ। এতে প্রতিযোগিতামূলক দামের চেয়ে অন্তত ৬১৭ কোটি টাকা বাড়তি নিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা। তাঁরা বলছেন, এ প্রকল্পের মিটার সরবরাহ এখনো শুরু হয়নি, চাইলে সরকার এটি বাতিল করতে পারে।

পুরোনো বঞ্চিত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাড়ে চার হাজার টাকার মিটারের দাম ধরা হয়েছে ৬ হাজার ২২০ টাকা। মিটারের জন্য এনআইসি কার্ডের দাম ধরা হয়েছে ৫ হাজার ২৯৫ টাকা, যেটির দাম কোনোভাবেই ২ হাজার টাকার বেশি হবে না। একটি ডেটা কনসেনট্রেটর ইউনিট (ডিসিইউ) বসাতে এক লাখ টাকা খরচ হওয়ার কথা, আরইবি কাজ দিয়েছে ৩ লাখ ১৩ হাজার টাকায়। এমন ১ হাজার ৬০০টি ডিসিইউ বসানো হয়েছে। এভাবে সবকিছুতে বাড়তি দাম ধরা হয়েছে।

এসকিউ গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক নাফিজা ইসলাম গত ৩০ অক্টোবর প্রথম আলোকে বলেন, 'শামীম সাহেবের ভাইদের একসঙ্গে ব্যবসা আছে, আবার সবার আলাদা ব্যবসাও আছে। তবে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমেই তাঁরা কাজ পেয়েছেন।'

স্বজনদের সুবিধায় নতুন দুই কোম্পানি

মিটার উৎপাদন করে দরপত্র ছাড়াই সরাসরি সরবরাহের জন্য দুটি নতুন সরকারি কোম্পানি তৈরি করা হয় নসরুল হামিদের নির্দেশে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে বাংলাদেশ স্মার্ট ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড (বেসিকো)। বিতরণ খাতের ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) ৫১ শতাংশ ও চীনের হেক্সিং ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড ৪৯ শতাংশ শেয়ার নিয়ে বেসিকোর নিবন্ধন নেয় ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে।

হেক্সিংয়ের স্থানীয় প্রতিনিধি হলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের বন্ধু ও রিহ্যাবের সাবেক সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামীন। দুজনই আবাসন খাতের পুরোনো ব্যবসায়ী।

বাংলাদেশ পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেড (বিপিইএমসি) নামে আরও একটি কোম্পানি তৈরি করা হয় স্মার্ট প্রিপেইড মিটার তৈরির জন্য। বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতের রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড (আরপিসিএল) ৫১ শতাংশ শেয়ার ও চীনের সেনজেন স্টার ইনস্ট্রুমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড ৪৯ শতাংশ শেয়ার নিয়ে এটি নিবন্ধিত হয়। সেনজেন স্টারের স্থানীয় প্রতিনিধি নসরুল হামিদের আত্মীয় মাহবুব রহমান ওরফে তরুণ।

সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, উৎপাদনের বদলে আমদানি করে মিটার সরবরাহ করেছে ওই দুটি কোম্পানি। বাজারদরের চেয়ে বেশি আমদানি মূল্য দেখিয়ে বিদেশে টাকা পাচার করেছে তারা। দরপত্র ছাড়াই বিভিন্ন সংস্থায় সরাসরি মিটার সরবরাহের সুযোগ পেয়েছে তারা।

টাকা পাচারের অভিযোগ

বেসিকোর মিটার সরবরাহ কার্যক্রম নিয়ে ২০২১ সালে একটি নিরীক্ষা কার্যক্রম চালায় ওজোপাডিকো। এতে দেখা যায়, নিজেরা তৈরির কথা থাকলেও আমদানি করে মিটার সরবরাহ করেছে তারা। আর আমদানি বাণিজ্যের আড়ালে বিভিন্ন পণ্যের দাম বাড়তি দেখিয়ে ৩৬ কোটি টাকা পাচার করেছে বেসিকো। এরপর টাকা পাচারের বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে ২০২২ সালের জুলাইয়ে একটি চিঠি দেন ওজোপাডিকোর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক (অর্থ) রতন কুমার দেবনাথ।

ওই একই সময়ে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হেক্সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। এরপর ওই বছরের সেপ্টেম্বরে মামলা তুলে নিতে ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশনা দেয় ওজোপাডিকোর বোর্ড। অক্টোবরে আবেদনের পর নভেম্বরে মামলাটি প্রত্যাহার হয়ে যায়। ওই সময় বোর্ড সভাপতি ছিলেন বিদ্যুৎ বিভাগের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব নূরুল আলম। যিনি পরে জ্বালানি বিভাগের সচিব হন। টাকা পাচারের বিচার থামানোয় তিনি ভূমিকা রেখে পুরস্কৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ আছে। তবে অন্তর্বর্তী সরকার ইতিমধ্যে তাঁকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করেছে।

গত ২৯ অক্টোবর নূরুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁর প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ সত্য নয়। মিটারের কারখানাটি যাতে বন্ধ না হয়, তাই কোম্পানির স্বার্থে বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একই মিটারের বিভিন্ন দাম

ঢাকায় দুটি বিতরণ সংস্থা হচ্ছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ডিপিডিসি) ও ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)। এর মধ্যে ডেসকোর মিটার কেনার তথ্য সংগ্রহ করেছে *প্রথম আলো*। এতে দেখা যায়, ২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সরকারি টেলিফোন শিল্প সংস্থা (টিএসএস) থেকে চার লাখ মিটার কেনা হয়। সর্বশেষ সিঙ্গেল ফেজ মিটার কেনা হয় ৫ হাজার ৫০ টাকা করে। এরপর একই বছরে (২০১৯) চীনের হেক্সিং থেকে ২ লাখ মিটার কেনা হয় ২৮ ডলার করে। ওই সময় ডলারের দাম ৮৫ টাকা ধরলে মিটারের দাম ২ হাজার ৩৮০ টাকা। একই বছরে টিএসএস থেকে কেনা মিটারের দাম পড়েছে ৫ হাজার ৫৫০ টাকা।

২০২২ সালে বিপিইএমসি, টিএসএস ও বেসিকো থেকে ৭৫ হাজার মিটার কেনা হয় ৫ হাজার ২০০ টাকা করে, প্রতিটি কোম্পানি থেকে একই দামে। ২০২৩ সালে ওই তিন সংস্থা থেকে একই সংখ্যক মিটার কেনা হয় ৬ হাজার ৩০০ টাকা করে। একই দামে ২০২৪ সালে তিনটি কোম্পানিকে ৮০ হাজার করে মিটার সরবরাহের ক্রয়াদেশ দিয়েছে ডেসকো।

আরইবি এখন ৫ লাখ মিটারের প্রতিটিতে খরচ করছে ১২ হাজার টাকার বেশি। মিটার সরবরাহ ও স্থাপনে ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা খরচ হয় বলে জানিয়েছেন এ খাতের অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা।

মিটার কেলেঙ্কারির বিচার চায় ভোক্তা

গত ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে মোট গ্রাহক ৪ কোটি ৭২ লাখ। এর মধ্যে প্রায় ৭১ লাখ ২০ হাজার গ্রাহকের কাছে মিটার পৌঁছেছে। ২০২৫ সালের মধ্যে শতভাগ প্রিপেইড মিটার করার লক্ষ্য ছিল গত সরকারের। তবে প্রিপেইড মিটার নিয়ে গ্রাহকের মধ্যেও ক্ষোভ আছে। অনেকেই বাড়তি বিল আদায়ের অভিযোগ করেছেন বিভিন্ন সময়ে। 'ভুতুড়ে' বিলেরও অভিযোগ আছে। এসব মিটার এখন যাচাই করে দেখা হচ্ছে। খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, মিটার-বাণিজ্যের সঙ্গে সাবেক বিদ্যুৎ সচিব, সংস্থা ও কোম্পানির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকেরাও যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কেউ আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন, আবার কেউ নিয়েছেন পদোন্নতির সুবিধা।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) এম শামসুল আলম *প্রথম আলো*কে বলেন, নিম্নমানের মিটার দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। মিটার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত সচিব, ব্যবসায়ীসহ সবার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে, ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে।

> যেসব দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু আছে, সেসব দেশ যে ভালোভাবে চলছে, তা কিন্তু নয়।

আবু হেনা, সাবেক সিইসি, গতকাল নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের

সংক্ষেপে

১০ ব্যাগে পাওয়া গেল ১২৩টি ককটেল

শরীয়তপুরের ডামুড্যায় সড়কের পাশে থাকা ১০টি ব্যাগ থেকে ১২৩টি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ছয়টার দিকে ককটেলগুলো উদ্ধার করে ধ্বংস করা হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ককটেলগুলো ধ্বংস করেন। এর আগে সকাল ১০টার দিকে ডামুড্যার আকালবরিশ এলাকায় সড়কের পাশে ১০টি ব্যাগে বোমাসদৃশ বস্তু দেখে স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দেন। ডামুড্যা থানার পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন জানান, সকালে উপজেলার আকালবরিশ এলাকায় ১০টি হাতব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। এ সময় একটি ব্যাগের ভেতরে বেশ কিছু বোমাসদৃশ বস্তু দেখে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের একটি দল। পরে সেনাবাহিনীর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সন্ধ্যায় ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের ৭ সদস্যের বোমা নিষ্ক্রিয়করণ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছান। শরীয়তপুরের সহকারী পুলিশ সুপার (ভেদরগঞ্জ সার্কেল) মুশফিকুর রহমান বলেন, ১০টি ব্যাগ থেকে উদ্ধার হওয়া ১২৭টি ককটেল ধ্বংস করা হয়েছে।
প্রতিনিধি, *শরীয়তপুর*

পান সংগ্রহ
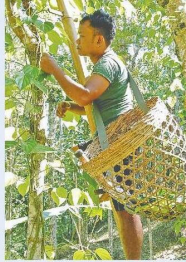
জুমের গাছ থেকে পানপাতা সংগ্রহ করছেন এক কৃষক। গতকাল দুপুরে মৌলভীবাজারের লাউয়াছড়া পুঞ্জিতে।
ছবি : প্রথম আলো

পুলিশের ঊর্ধ্বতন আরও ৬৩ কর্মকর্তার বদলি

পুলিশের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি) মো. নাজমুল করিম খানকে গাজীপুর মহানগর পুলিশের কমিশনার করা হয়েছে। এ ছাড়া ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি ও পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আরও ৬৩ কর্মকর্তাকে গতকাল সোমবার বদলি করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পৃথক প্রজ্ঞাপনে এসব কর্মকর্তাকে দেশের বিভিন্ন স্থানে বদলির তথ্য জানানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেন জননিরাপত্তা বিভাগের উপসচিব আবু সাঈদ। এর আগে ১৬ অক্টোবর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৪৭ কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিটে বদলি করা হয়। তাঁদের মধ্যে ২৬ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং ২১ জন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা ছিলেন; আর ৬ অক্টোবর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে পুলিশের একজন উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি), ৯ জন অতিরিক্ত উপমহাপরিদর্শকসহ ৩০ জনকে বদলি করার কথা জানানো হয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিশুর জন্মসনদ পেতে হিমশিম অবস্থা

ঢাকার দুই সিটি

স্কুলে শিশুর ভর্তির জন্য জন্মসনদ প্রয়োজন। এ সনদ পেতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে অভিভাবকদের।

আবৃতি আহমেদ ও জান্নাতুল নাঈম, *ঢাকা*

মহুয়া সুলতানার তিন সন্তান। ছোট দুজন যমজ। বয়স চার। নতুন বছরের শুরুতেই সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। তাই দরকার সন্তানদের জন্মসনদ। নিবন্ধনের জন্য গত সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে দৌড়ঝাঁপ করছেন রাজধানীর মিরপুর এলাকার এই বাসিন্দা। কিন্তু প্রায় এক মাস পার হলেও সনদ হাতে পাননি তিনি।

গত ২৭ অক্টোবর মহুয়া সুলতানার সঙ্গে কথা হয় ঢাকা উত্তর সিটির আওতাধীন মিরপুর ১৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে। পরদিন ঢাকা দক্ষিণ সিটির আঞ্চলিক কার্যালয়-২-এ গিয়ে বেশ ভিড় দেখা গেল। অনেক অভিভাবক সন্তানের জন্মসনদ করাতে এসেছেন। মুগদা থেকে এসেছিলেন বেসরকারি চাকরিজীবী হৃদয় আহমেদ। জন্মসনদ পেতে অনেক দিন ধরে ঘুরতে হচ্ছে বলে জানালেন এই অভিভাবক।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অক্টোবরে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির তোড়জোড় শুরু হয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী, বিদ্যালয়ে ভর্তির সময় শিশুর বয়স শনাক্ত করতে আবেদন ফরমের সঙ্গে জমা দিতে হয় জন্মসনদের অনুলিপি। এ কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তি ঘিরে প্রতিবছরই সেপ্টেম্বর বা তার আগে থেকেই শিশুর জন্মসনদ সংগ্রহে অভিভাবকদের তোড়জোড় শুরু হয়।

তবে এবার পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় দফায় দফায় ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় গত জুলাইয়ে দেশজুড়ে জন্মনিবন্ধনের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। এরপর ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পরিবর্তনের পর স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের (ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান) অনেকে আত্মগোপনে চলে যান। সিটি করপোরেশনগুলোর কাউন্সিলরদের অপসারণ করা হয়েছে। এসব কারণে আগস্ট ও সেপ্টেম্বরের বড় অংশজুড়ে অনেক জায়গায় জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের কাজ বন্ধ থাকে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে এসে জন্মনিবন্ধনের আবেদন বাড়তে থাকে।

'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন'-এর তথ্য অনুযায়ী, এ বছরের ৬ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে জন্মনিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩ হাজার ৩৯৮। গত ৩০ সেপ্টেম্বর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৪ হাজার ২৬১টিতে। সর্বশেষ ১০ নভেম্বর জন্মনিবন্ধনের আবেদনের সংখ্যা ছিল ৩৮ হাজার ৫৫। জন্মনিবন্ধন হয়েছে ৩৩ হাজার ৯১৮টি।

ঢাকা দক্ষিণ সিটির অঞ্চল-২-এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা রেজাউল করিম *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রতিবছর বিদ্যালয়ে ভর্তির মৌসুমের শুরু থেকেই জন্মসনদ সংগ্রহের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে এ সময় কাজের চাপও বাড়ে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত জনবল দিয়ে হলেও বাড়তি চাপ সামলাতে হয়।

> প্রতিবছর বিদ্যালয়ে ভর্তি মৌসুমের শুরু থেকেই জন্মসনদ সংগ্রহের চাহিদা বেড়ে যায়। ফলে এ সময় কাজের চাপও বাড়ে।
>
> **রেজাউল করিম**, নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটির অঞ্চল-২

প্রক্রিয়া ও বাড়তি সময় নিয়ে ক্ষোভ

জন্মসনদ পেতে দেরি হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে যমজ সন্তানের মা মহুয়া সুলতানা জানালেন, পাঁচ বছর আগে প্রথম সন্তানের (এখন বয়স ৮ বছর) জন্মনিবন্ধন করার সময় মা-বাবার জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দিয়েই করা গেছে। কিন্তু এখন মা-বাবারও জন্মসনদ লাগছে। তাঁর নিজের ও স্বামীর জন্মসনদ নেই। তাই আগে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর জন্মসনদ করাতে হবে। এরপর সন্তানদের।

২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে করা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২০০১ সালের পর জন্ম নেওয়া ব্যক্তিদের জন্মনিবন্ধন করাতে হলে মা-বাবার জন্মসনদ থাকা আবশ্যক। অনেক অভিভাবকের জন্মসনদ না থাকায় এ নিয়ে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে।

১১ বছর বয়সের ছেলের জন্মসনদ পেতে দক্ষিণ সিটির আঞ্চলিক-২ কার্যালয়ে এসেছিলেন জুলেখা বেগম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর নিজের ও স্বামীর জন্মসনদ ও জাতীয় পরিচয়পত্রে থাকা নামে কিছুটা তারতম্য আছে। ছেলের জন্মসনদের জন্য ঢাকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে মিল রেখে তাঁরা নিজেদের জন্মসনদ সংশোধনের আবেদন করেন। সেখানে শুনানি শেষে সনদ হাতে পাওয়ার পর ছেলের নতুন নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেন। সব মিলিয়ে এক বছর সময় লেগে গেছে।

জুলেখা বেগম বলেন, 'এই একটা বছর অনেক কষ্ট হইছে। আল্লাহ এত দিন পর মুখ তুইলা চাইছে।'

বাড়তি ব্যয়ের অভিযোগ

পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে ঢাকা উত্তর সিটির ১৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এক নারী। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, সন্তানের জন্মনিবন্ধন করতে এসে জানতে পারেন, আগে সন্তানের বাবার নামের ভুল সংশোধন করতে হবে। জন্মসনদ সংশোধনের ফি ১০০ টাকা। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ৫০০ টাকা নিয়েছেন ওই কার্যালয়ের এক কর্মী।

ওই কার্যালয়ের এক কর্মীকে 'জন্মনিবন্ধন করতে চাই' বলতেই একটি কাগজ ধরিয়ে দিলেন। কাগজে বনানী সুপারমার্কেটের একটি স্টেশনারি দোকানের ঠিকানা লেখা। ঠিকানায় গেলে এক ব্যক্তি জানান, আবেদনকারীদের হয়ে তাঁরা কাজ করে দেন। জন্মসনদ তুলে দেওয়া পর্যন্ত তিন হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেন তাঁরা।

সামগ্রিক বিষয় নিয়ে উত্তর সিটির ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কার্যালয়ের সচিব শাহ আলম কবির বলেন, সব তথ্য ঠিকঠাক থাকলে জন্মনিবন্ধন আসলে খুবই সহজ বিষয়। সময় ও শ্রম বেশি লাগে না। তবে সনদের তথ্য সংশোধন করতে গেলে কিছুটা সময় লাগে।

মুনতাহা হত্যায় ৪ জন রিমান্ডে

প্রতিনিধি, *সিলেট*

মুনতাহা আক্তার

সিলেটের কানাইঘাটে শিশু মুনতাহা আক্তার (৫) হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার চারজনের পাঁচ দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল সোমবার বেলা পৌনে তিনটার দিকে সিলেট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (চতুর্থ) আদালতের বিচারক কাজী মো. আবু জাহের বাদল এ আদেশ দেন।

চার আসামি হলেন শামীমা বেগম ওরফে মার্জিয়া (২৫), তাঁর মা আলিফজান বেগম (৫৫), ইসলাম উদ্দিন (৪০) ও নাজমা বেগম (৩৫)। তাঁরা সবাই মুনতাহার প্রতিবেশী। মুনতাহা কানাইঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের বীরদল ভারারিফৌদ গ্রামের শামীম আহমদের মেয়ে। খেলতে গিয়ে ৩ নভেম্বর শিশুটি নিখোঁজ হয়। নিখোঁজের সাত দিন পর গত রোববার ভোরে তার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

বাদীপক্ষের আইনজীবী আবদুল খালেক বলেন, 'শিশুটিকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করে লাশ ডোবায় লুকিয়ে রাখা হয়। আমরা ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য গ্রেপ্তারদের রিমান্ড আবেদনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছি।'

সিলেট জেলা পুলিশের আদালত পরিদর্শক জমশেদ আলম বলেন, মুনতাহার বাবা প্রথমে মেয়ে নিখোঁজের ঘটনায় জিডি করেছিলেন। পরে অপহরণ মামলা করেন। লাশ উদ্ধারের পর এটি হত্যা মামলায় রূপান্তরিত করার জন্য মামলার তদন্ত কর্মকর্তা আবেদন করেন। বিচারক আবেদন মঞ্জুর করেন।

লিভ টু আপিলের ওপর আদেশ আজ

বেক্সিমকো গ্রুপে রিসিভার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেক্সিমকো গ্রুপের কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনায় রিসিভার নিয়োগের আদেশের বিরুদ্ধে করা লিভ টু আপিলের ওপর আজ মঙ্গলবার আদেশের জন্য দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের ওই নির্দেশনার বিরুদ্ধে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে লিভ টু আপিলটি করা হয়।

লিভ টু আপিলের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল সোমবার আদেশের এই দিন ধার্য করেন।

এর আগে গত ৫ সেপ্টেম্বর এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুলসহ আদেশ দেন। তাতে বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত (অ্যাটাচ) করতে এবং গ্রুপটির কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য রিসিভার নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা সালমান এফ রহমানের নেওয়া অর্থ আদায় করতে ও বিদেশে পাঠানো অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়।

বেক্সিমকো গ্রুপে রিসিভার নিয়োগ দিতে হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের পক্ষে লিভ টু আপিল করা হয়। ১ অক্টোবর লিভ টু আপিলটি চেম্বার আদালতে শুনানির জন্য ওঠে। সেদিন আদালত লিভ টু আপিলটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানির জন্য নির্ধারণ করেন। এর ধারাবাহিকতায় গতকাল শুনানি হয়।

মোহাম্মদপুরে গুলি উদ্ধার | রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে রোববার শটগান ও চায়নিজ রাইফেলের ১০টি গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

এমন উদ্যোগ প্রশংসনীয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘জিততে হলে পড়তে হবে’ স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের সপ্তম দিন গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সপ্তম দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এ আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

সপ্তম দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন সাতক্ষীরার মাছুম বিল্লাহ; চট্টগ্রামের মোহাম্মদ আসিফুর রহমান, মো. আবদুল আলিম, মো. আরাফাতুল ইসলাম, মো. মোর্শেদ ও জয় চৌধুরী; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান; কুমিল্লার জাহিদ হাসান; ঢাকার মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ, আয়শা আক্তার ও তানবিম আকরাম; ঝালকাঠির মারজান হোসেন; সিরাজগঞ্জের তানভীর রহমান; রাঙামাটির মোহাম্মদ সোহাগ ও গাজীপুরের মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সরকার।

বিজয়ী তানবিম আকরাম বলেন, ‘*প্রথম আলো* একগুচ্ছ আলো আমার কাছে। *প্রথম আলো* যে কতটা পাঠকবান্ধব, তা তাদের এই পাঠক কুইজ আয়োজনই বলে দেয়। জিততে পেরে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।’

বিজয়ী মাছুম বিল্লাহ বলেন, প্রতিবছর *প্রথম আলোর* এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। *প্রথম আলোকে* অনেক ধন্যবাদ।

সপ্তম দিনের পাঠক কুইজ

মাছুম বিল্লাহ, তানবিম আকরাম, মিজানুর রহমান

বিজয়ী মো. মিজানুর রহমান বলেন, *প্রথম আলো* কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাঠকের জ্ঞানচর্চার সুযোগ ঘটে।

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে ১৫০ বিজয়ী পাবেন ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

খুচরা বাজারে আলুর দর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আলু সাধারণ তাপমাত্রায় বেশি দিন ভালো থাকে না। এ জন্য পণ্যটি দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য হিমাগারে রাখা হয়। ব্যবসায়ীরা জানান, সাধারণত নভেম্বরের শুরুতে নতুন আলু আসা শুরু করে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে সরবরাহ পুরো স্বাভাবিক হয়ে যায়। এরপর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস নাগাদ হিমাগারে আলু সংরক্ষণ শেষ হয়। কয়েক মাস বিক্রির পরে বছরের এ সময় এমনিতেই হিমাগারে থাকা আলুর সরবরাহ কমে আসে। এতে দাম কিছুটা বাড়ে। তবে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় এখন আলুর দাম অনেকটা বেশি।

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের হিসাবে, গত বছর এই সময়ে খুচরা বাজারে আলুর কেজি ছিল ৪৫-৫০ টাকা, যা এখন ৬৫-৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। সে হিসাবে এক বছরে দাম বেড়েছে প্রায় ৪৭ শতাংশ। গত বছরও আলুর দাম বেড়ে ৮০ টাকা হয়েছিল, তবে সেটা ডিসেম্বরের শেষ দিকে। অর্থাৎ এ বছর বেশ আগেই আলুর দাম বাড়ল।

আলুর মূল্যবৃদ্ধির পেছনে আরও কিছু কারণের কথা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা জানান, সাধারণত বছরের এ সময়ে বাজারে আগাম (নতুন) আলু আসতে শুরু করে। এতে আলুর দামে একধরনের ভারসাম্য থাকে। তবে গত অক্টোবরে অতিবৃষ্টির কারণে আলুবীজ রোপণে দেরি করেছেন কৃষকেরা। এতে বাজারে আগাম আলু আসতে দেরি হচ্ছে। অন্যদিকে চলতি বছর ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকেরা আগামী মৌসুমে আরও বেশি জমিতে আলু চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। তবে বীজ আলুর সংকট থাকায় তাঁরা খাবারের জন্য রাখা আলুও বীজ হিসেবে কিনছেন। এসব কারণে আলুর সরবরাহে সংকট তৈরি হয়েছে এবং বেড়েছে দাম।

উৎপাদনের তথ্যে গরমিল

আলু উৎপাদনের সরকারি-বেসরকারি তথ্যে গরমিল রয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে আলুর চাহিদা ৯০ লাখ টন। চলতি বছর আলু উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩ লাখ টন। তবে হিমাগারমালিকেরা বলছেন, এ বছর আলু উৎপাদন হয়েছে ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টন। সে হিসাবে চাহিদার তুলনায় ১০-১৫ লাখ টন আলুর ঘাটতি রয়েছে।

এদিকে স্থানীয় বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে গত সেপ্টেম্বর মাসে আলুর আমদানি শুল্ক কমানোর উদ্যোগ নেয় সরকার। গত ৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক প্রজ্ঞাপনে (এসআরও) আলুর আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ করে। পাশাপাশি আলু আমদানিতে থাকা ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়। কম শুল্কে আলু আমদানি হচ্ছে। যেমন গত ২৪ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ভারত থেকে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ১০ হাজার টনের বেশি আলু দেশে এসেছে। আশা করা হয়েছিল, এর মাধ্যমে বাজারে আলুর দাম কমবে। কিন্তু বাস্তবে দাম বেড়েছে।

মজুতদারেরা দাম বাড়াচ্ছেন

হিমাগারমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী জানান, গত জুন মাসে হিমাগার থেকে প্রতি কেজি আলু ৪২-৪৫ টাকায় পাইকারি বিক্রি হয়েছিল। সেই দাম এখন বেড়ে ৬২ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। হিমাগার পর্যায়ে এমন দাম আগে কখনো দেখা যায়নি। আলুর বাড়তি চাহিদার কারণে মজুতদারেরা ইচ্ছেমতো দাম বাড়াচ্ছেন।

মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বলেন, হিমাগার থেকে আলুর কেজিতে বাড়তি যে লাভ রাখা হচ্ছে, তার পুরোটাই মজুতদারেরা নিচ্ছেন। গত বছর এমন সময়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসনের তদারকির কারণে মজুতদারেরা এমন সুযোগ পাননি। কিন্তু এ বছর সে ধরনের অভিযান দেখা যায়নি।

উপদেষ্টা পরিষদ থেকে সরানোর দাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লিগ্যাসি মেইনটেইন করার জন্য নয়।...ছাত্র-নাগরিকের অংশীদারত্বের বাইরে গিয়ে আপনারা যদি কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তা মেনে নেওয়া হবে না এবং অতীতে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলোর আমরা রিভিশন (পুনর্বিবেচনা) চাই। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, ছাত্র উপদেষ্টারা আমাদের হতাশ করবে না।’

বিক্ষোভ সমাবেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল বলেন, ‘আমাদের কাউকে বিন্দুমাত্র অবহিত না করে উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়া হলো।...এভাবে চলতে থাকলে নতুন আরেকটি সরকার তৈরি করতে আমাদের বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না।’

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন যে গণ-অভ্যুত্থানে হয়, তার নেতৃত্বে ছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

‘সফট আওয়ামী লীগারদের’ সরানোর দাবি

যেসব ‘সফট আওয়ামী লীগারকে’ উপদেষ্টা পরিষদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের অবিলম্বে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ। তিনি বলেন, সর্বশেষ যাঁদের উপদেষ্টা করা হয়েছে, তাঁদের ব্যাপারে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এর আগে যাঁরা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁরা গত তিন মাসে কী কাজ করেছেন, তার শ্বেতপত্র জাতির সামনে প্রকাশ করতে হবে। কী কী সংস্কার হচ্ছে, কী কী উন্নতি হচ্ছে, প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে তা বলতে হবে। মন্ত্রণালয়ের কী কী ডেভেলপমেন্ট (অগ্রগতি) হয়েছে, তা সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে জাতিকে জানাতে হবে। দায়বদ্ধতা দেখাতে না পারলে উপদেষ্টার চেয়ার ছেড়ে দেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, ‘আমরা আপনাদের এখন যেমন ওন (ধারণ করা) করি, আগামীকালকে ডিজওন করতেও আমরা দুবার ভাবব না। আপনারা যদি আমাদের কাছে জবাবদিহি না দেন, সেই চেয়ার থেকে নামাতেও আমরা দুবার ভাবব না। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আপনাদের কাছে কোনো দায়বদ্ধতা নেই।’

প্রয়োজনে লাল কার্ড

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাহিন সরকার বলেন, উপদেষ্টা নিয়োগে ছাত্র-জনতার মতের কোনো প্রতিফলন না থাকলে লাল কার্ড দেখানো হবে অন্তর্বর্তী সরকারকে। উপদেষ্টাদের মধ্যে যাঁরা ফ্যাসিবাদের দোসর, তাঁদের অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করার সমালোচনা করেন তিনি।

নতুন উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী সংস্কৃতির ‘কী বোঝেন’, সেই প্রশ্নও তোলেন মাহিন সরকার।

উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের পর থেকে গণ-অভ্যুত্থানের বিপ্লবী চেতনা ব্যাহত হচ্ছে বলে মনে করেন শিক্ষার্থী আহমদুল্লাহ নোমান। তাঁর মতে, রাতের ভোটে যেভাবে আগে সংসদ সদস্য নির্বাচন করা হতো, একই কায়দা উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে।

সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা তারিকুল ইসলাম, আবদুল কাদের, হাসিব আল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য দেন। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থী বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

‘সুবিধাভোগীরা ঢুকে যাচ্ছেন’

‘আওয়ামী সুবিধাভোগীদের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের পুনর্বাসনের প্রতিবাদে’ বিক্ষোভ মিছিল করেছে ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবী ছাত্র-জনতা। গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ মিছিল মৎস্য ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল শুরুর আগে সমাবেশে বক্তব্য দেন গণ অধিকার পরিষদের বিভিন্ন পদে থাকা নেতারা। তাঁরা বলেন, উপদেষ্টা পরিষদে আওয়ামী সুবিধাভোগীরা ঢুকে যাচ্ছেন। কয়েকজন উপদেষ্টার সমালোচনা করে বলা হয়, তাঁরা বিগত সরকারের সুবিধাভোগী। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করার দাবি জানান তাঁরা।

অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু কার্যক্রমে উদ্বিগ্ন জাতীয় নাগরিক কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রতিক কিছু কার্যক্রমে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। তারা বলেছে, সরকারের উপদেষ্টা নিয়োগসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এবং অভ্যুত্থানের অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে না।

সোমবার রাতে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলেছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। সংগঠনের মুখপাত্র সামান্তা শারমিন এই বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুলাই অভ্যুত্থানে যে ন্যায়বিচার, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্বের আহ্বান জানানো হয়েছিল, সরকারের বর্তমান কর্মকাণ্ডে তা অনেকাংশেই প্রতিফলিত হচ্ছে না। উপদেষ্টা নিয়োগসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো সঠিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এবং অভ্যুত্থানের অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে নেওয়া হচ্ছে না বলে মনে করে নাগরিক কমিটি।

অভ্যুত্থানের অংশীজনদের মতামত ও পরামর্শকে গুরুত্ব না দিয়ে নেওয়া যেকোনো সিদ্ধান্ত জুলাই অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। এতে বলা হয়, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারকে ভবিষ্যতে অভ্যুত্থানের অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে জাতীয় নাগরিক কমিটি।

বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য লাউঞ্জ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খাবার পাওয়া যাবে। খাবার পরিবেশনের জন্য ভর্তুকি দেবে সরকার। ইন্টারনেট-সুবিধাও থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও জানানো হয়, বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের সহায়তা করতে জাতিসংঘের অভিবাসীবিষয়ক সংস্থা আইওএম লাউঞ্জটির পৃষ্ঠপোষকতা (স্পনসর) করছে। বিমানবন্দরে অভিবাসীদের সহায়তা করার জন্য প্রায় ১০০ স্বেচ্ছাসেবকের পৃষ্ঠপোষক আইওএম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি লাউঞ্জ চালু করা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় এই লাউঞ্জ প্রতিষ্ঠার কাজটি সম্পন্ন করেছে। সহায়তা করেছে আইওএম ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য আরও ১০০ জন সহায়তাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।

আসিফ নজরুলের ফেসবুক পেজে আরও জানানো হয়, বিমানবন্দরে ‘ড্রপ-অফ’ অঞ্চলে যাত্রী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিশ্রামের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ প্রায় এক হাজার আসনবিশিষ্ট আরেকটি লাউঞ্জের ব্যবস্থা করছে। এটি চালু হবে সাত দিনের মধ্যে।

আসিফ নজরুল জন্মভূমির জন্য আত্মত্যাগ করা প্রবাসী শ্রমিক ও কোটি প্রবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ‘প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে আমরা বিমানবন্দরে প্রবাসী শ্রমিকদের ভিআইপি সেবা দিতে বদ্ধপরিকর।’

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে আসিফ নজরুল প্রধান উপদেষ্টাকে লাউঞ্জ ঘুরিয়ে দেখান। প্রধান উপদেষ্টা লাউঞ্জে উপস্থিত প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত আইওএম মিশনের ডেপুটি চিফ ফাতিমা নুসরাত গাজালি এবং প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

১৬৮টি দেশে যান বাংলাদেশি কর্মীরা

কাজ নিয়ে বিশ্বের ১৬৮টি দেশে যান বাংলাদেশি কর্মীরা। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই বাংলাদেশি কর্মীদের মূল ঠিকানা। এরপর এশিয়ার মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া আছে শীর্ষ তালিকায়।

বাংলাদেশে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) বলছে, ২০০৪ সাল থেকে গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে গেছেন সোয়া কোটির বেশি কর্মী। গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে প্রবাসী আয় এসেছে প্রায় ২ হাজার ৪০০ কোটি ডলার।

প্রবাসী কর্মীদের বড় সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদেশ থেকে বিপুল খরচ, চক্রের কবলে পড়া, বিদেশে বাংলাদেশি মিশনগুলো থেকে যথাযথ সেবা না পাওয়া এবং বিমানবন্দরে অসম্মান।

অভিবাসীদের কাজ করা সংস্থা রামরুর নির্বাহী পরিচালক সি আর আবরার *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সমর্থনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে বিক্ষোভ করে শাস্তির মুখে পড়া ৫৭ বাংলাদেশির সাজা মওকুফ ও দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে। মালয়েশিয়া চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এবার বিমানবন্দরে লাউঞ্জ চালু হলো। এসব ইতিবাচক দিক।

সি আর আবরার মনে করেন, বাংলাদেশি মিশনগুলোয় যাতে প্রবাসীরা যথাযথ সেবা ও গুরুত্ব পায়, সেটা নিশ্চিত করতে সরকারকে কাজ করতে হবে। বিদেশ যেতে ব্যয় কমাতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার কাজটি অন্তর্বর্তী সরকার শুরু করতে পারে।

পাওনা না পেয়ে বারবার সড়কে নামছেন শ্রমিকেরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ততক্ষণ ছাড়তাছি না। খাইয়া না-খাইয়া এইবার নামছি। বেতন নিয়াই বাড়িতে যামু।’

তৈরি পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সহায়ক কমিটির সদস্য আ ন ম সাইফুদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, টিএনজেড অ্যাপারেলসের ছয়টি কারখানার প্রায় তিন হাজার শ্রমিক বেতন পাচ্ছেন না। এ বিষয়ে গ্রুপের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হেদায়তুল হক *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংক থেকে টাকা না পাওয়ায় বেতন দিতে পারছেন না। টাকা পেলেই শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা হবে। এর জন্য তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের পর গাজীপুরে গত তিন মাসে অন্তত ২৫ বার ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-টাঙ্গাইল ও চন্দ্রা-নবীনগর মহাসড়ক অবরোধ করা হয়েছে। অবরোধ ছাড়াও অনেক স্থানে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। তবে সেগুলো কারখানা এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময়ে জেলায় অন্তত ৪০টি কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বলে শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

গাজীপুরের সারাবো এলাকার বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা চার-পাঁচ দিন সড়ক অবরোধ করে বেতনের দাবিতে আন্দোলন করেছেন। জিরানী এলাকার রেডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল ও আইরিশ ফ্যাশন কারখানার শ্রমিকেরা হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল ও নাইট বিল বৃদ্ধির দাবিতে অন্তত চার দিন চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। এসব এলাকায় শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের হস্তক্ষেপে কারখানা কর্তৃপক্ষ দাবিদাওয়া মেনে নিলে পরিবেশ শান্ত হয়। অপর দিকে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করেন কোনাবাড়ী তুসুকা গ্রুপের ছয়টি কারখানা, ইসলাম গার্মেন্টস লিমিটেড, রেজাউল অ্যাপারেলস লিমিটেড, ফ্যাশন সুমিট লিমিটেড, কেএম নোভেলি লিমিটেড, ফ্যাশন পয়েন্ট, রিপন নিটওয়্যার, লাইফট্যাক্স লিমিটেড, কানিজ ফ্যাশন, এবিএম ফ্যাশন লিমিটেড, পিএন কম্পোজিট, মুকুল নিটওয়্যার, কটন ক্লাব, এ্যামা সিনট্যাক্স, বেসিক ক্লোথিং ও অ্যাপারেল প্লাসের শ্রমিকেরা। চন্দ্রা এলাকায় মাহমুদ জিনস ও নূরুল স্পিনিং কারখানার শ্রমিকেরাও বিক্ষোভ করেছেন সড়ক অবরোধ করে। এ ছাড়া পানিশাইল এলাকার ডরিন ফ্যাশন, চন্দ্রা এলাকার মাহমুদ জিনস, নূরুল ইসলাম স্পিনিংয়ের শ্রমিকেরা নানা দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন।

গাজীপুরে সবচেয়ে বেশি শিল্পকারখানা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী থেকে শ্রীপুরের বাঘেরবাজার এলাকা পর্যন্ত। এ মহাসড়কে গত তিন মাসে ১৯ থেকে ২০ বার অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। সেগুলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে গাজীপুর শিল্প পুলিশের একজন পরিদর্শক বলেন, ‘মালিকেরা যখন বেতন দেন না বা শ্রমিকদের নির্যাতন করেন, তখন তাঁরা দূরে কোথাও না গিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এতে প্রশাসনের লোকজন নড়েচড়ে বসেন। আমরাও সড়ক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কারখানা কর্তৃপক্ষকে চাপ সৃষ্টি করি। এতে সহজেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।’

শিল্প পুলিশ, স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণাও আসে। তবে বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি কারখানা কর্তৃপক্ষ খরচ কমানোর জন্য ধীরে ধীরে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু করে। ছাঁটাই শ্রমিকেরা পরে আর চাকরি ফিরে পাননি। আবার নতুন করে চাকরি নিতে গিয়ে দেখেন বেতন আগের চেয়ে কম পাচ্ছেন। যার কারণে তাঁরাও আর চাকরিতে ফিরতে পারেননি। সরকার পরিবর্তনের পর তাঁরাই কারখানাগুলোয় জড়ো হয়েছেন চাকরি ফিরে পেতে। আবার কিছু কারখানায় নতুন নতুন দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন হচ্ছে। দাবি আদায় করতে শ্রমিকেরা অবরোধ করছেন মহাসড়ক। এতে দুর্ভোগে পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

শ্রমিকনেতা আরমান হোসাইন বলেন, ‘আশুলিয়া আর গাজীপুর মিলে ৮ থেকে ১০টি কারখানায় মূলত ঝামেলা দেখছি। তাদের পাওনাও খুব বেশি না। প্রয়োজনে ওই সব মালিকদের কিছু সম্পদ বিক্রি করে হলেও পাওনা পরিশোধ করুক। মূলত শ্রমিকেরা মনে করে একমাত্র রাস্তা অবরোধ করে রাখলেই দাবি আদায় হবে। এই ধারণাটা পাল্টাতে হবে।’

অবরোধের কারণে প্রায়ই দুর্ভোগে পড়ছেন গাজীপুরের বলাকা পরিবহনের চালক সুলতান মিয়া। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘গাড়ি চালাই ১০ থেকে ১২ বছর ধরে। কখনোই শান্তিমতো গাড়ি চালাতে পারলাম না। নানা কারণে শ্রমিকেরা রাস্তায় নামছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সড়ক অবরোধ করছে। এতে আমাদেরও আয় কমছে, মালিকদেরও লোকসানে পড়তে হচ্ছে।’

প্রভাতী-বনশ্রী পরিবহনের চালক মো. সোলাইমান বলেন, গত তিন মাসে অনেকবার সড়ক অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুর করা হয়েছে। কিছু হলেই শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করলে গাড়ি চালানোই বাদ দিতে হবে।

গাজীপুরে একেক সময় একেক কারণে শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করছেন উল্লেখ করে শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘আমারও একই প্রশ্ন, বেতনের দাবিতে সড়ক কেন অবরোধ করে তারা? শ্রমিকেরা ইচ্ছা করলে বিজিএমইএর ভবনে যেতে পারে। কারখানায় আন্দোলন করতে পারে। হাজার হাজার মানুষকে কষ্ট দিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখা ঠিক হচ্ছে না।’

গাজীপুরে বেশির ভাগ কারখানায় বড় কর্মকর্তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের একটা দূরত্ব ছিল। দাবির বিষয়ে কথা বলতে শ্রমিকেরা সেই সময় ভয় পেতেন। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকেরা তাঁদের দাবি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন বলে মনে করেন জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোটের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আশরাফুজ্জামান। তিনি বলেন, সড়ক অবরোধ করলেই সবার টনক নড়ে, সমস্যার সমাধানও হয়। শ্রমিকেরা বিজিএমইএর ভবনে গিয়েও কোনো সুরাহা পাননি। তাই বাধ্য হয়েই শ্রমিকদের রাস্তায় নামতে হয়।

‘শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া’র নামে মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নথিপত্র বলছে, এতে মোট ৫৭ জন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়েছে আরও ২০০ থেকে ৩০০ জনকে।

মামলার ৫৭ জন আসামির মধ্যে ৪৯ নম্বর তালিকায় নাম রয়েছে শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়ার। পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতা। বাবার নাম শেখ আকিজ উদ্দিন ভূঁইয়া। ৪৮ নম্বরে আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে শেখ আফিল উদ্দিন ভূঁইয়া। পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সাবেক সংসদ সদস্য, যশোর-১। বাবার নাম শেখ আকিজ উদ্দিন ভূঁইয়া।

প্রয়াত সেখ আকিজ উদ্দিন আকিজ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি আকিজ। সেখ আকিজের ছেলেদের মধ্যে সেখ আফিল উদ্দিন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন।

সেখ আকিজের সন্তানেরা আলাদাভাবে ব্যবসা করেন। সেখ বশির উদ্দিন আকিজ-বশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারে উপদেষ্টা হিসেবে রোববার শপথ নেন তিনি। এর পর থেকে মামলার বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হচ্ছে।

এ বিষয়ে গতকাল সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন বলেন, ‘আমি খুব ভালো জানি না। আমাদের লিগ্যাল টিম বিষয়টি দেখছে। ওখানে (মামলার এজাহার) আমার নামের, আবার বাবার নামের কিছু সংগতি আছে, কিছু অসংগতি আছে। এটা আসলেই আমি কি না, আমি নিশ্চিত নই। নিশ্চিত হলে লিগ্যালি ফেস (আইনিভাবে মোকাবিলা) করা হবে।’

যা বলছে থানা-পুলিশ

মামলার এজাহারের তথ্য অনুযায়ী, সোহান শাহর গ্রামের বাড়ি মাগুরা জেলায়। তিনি ভারগো গার্মেন্টস কারখানায় মেকানিক্যাল বিভাগের প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি করতেন। গত ১৯ জুলাই রাজধানীর রামপুরা সিএনজি স্টেশনের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নিয়ে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। দুটি হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে গত ২৩ আগস্ট ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) ভর্তি করা হয়। সেখানে পরদিন তিনি মারা যান।

মামলার তথ্য অনুযায়ী, গত ১৯ সেপ্টেম্বর সোহান শাহর মা সুফিয়া বেগম ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে একটি নালিশি মামলা করেন। আদালতের নির্দেশে সেই মামলা থানায় রেকর্ড করা হয়।

মামলায় হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ও বাস্তবায়নকারী হিসেবে মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুজ্জামান শিখরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সাইফুজ্জামান শিখর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহকারী একান্ত সচিব ছিলেন। তাঁর বাবা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সংসদ সদস্য ছিলেন।

এ মামলায় ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন ও সাবেক এসবি প্রধান মনিরুল ইসলাম।

মামলায় নাম থাকা শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া ও সেখ বশির উদ্দিন একই ব্যক্তি কি না, জানতে চাইলে রামপুরা থানার ওসি আতাউর রহমান আকন্দ বলেন, ‘শেখ বশির উদ্দিন ভূঁইয়া বর্তমান মাননীয় উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিন কি না, সেটি তাঁরা খতিয়ে দেখছেন।’

[প্রতিবেদনটিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন **প্রতিনিধি**, *মাগুরা*]

সংস্কারপ্রক্রিয়া | সংস্কারপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাসকগোষ্ঠী কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেটাই এখন প্রাসঙ্গিক বিষয়।

সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিয়ে কিছু প্রশ্ন

রাষ্ট্র সংস্কার

বাংলাদেশে সংস্কারের আলোচনা ও উদ্যোগ নতুন কিছু নয়, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কারের উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন করা যায়নি। এবার অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পরও বিভিন্ন মহল থেকে সংস্কারের দাবি উঠেছে এবং বেশ কিছু সংস্কার কমিশনও গঠিত হয়েছে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে সংস্কারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় নেওয়া উচিত, তা নিয়ে লিখেছেন **রেহমান সোবহান**

রেহমান সোবহান

■ প্রতিনিধিত্ব ও সম্ভাব্য নির্বাচনে গুরুত্বের বিচারে সব দল সমান নয়। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে আমলে নেবে?

■ অন্তর্বর্তী সরকার দ্বারা চূড়ান্ত করা সংস্কারগুলো কি এমনভাবে করা হবে, যাতে সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকারগুলোর সংস্কারগুলো সম্পাদন করতে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যায়?

■ সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলোকে নীতি প্রস্তাব, আইন প্রণয়ন এমনকি সাংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়। কাজটি করার দায়িত্ব কার হবে?

সামনের চ্যালেঞ্জ

বিগত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত অপশাসন নিরসনে অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই উদ্যোগ প্রশংসাযোগ্য। সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, আইনপ্রয়োগ, দুর্নীতি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া—এই ছয় ক্ষেত্রে সংস্কার-পরিকল্পনার খসড়া তৈরির জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

এ ছাড়া দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছে। একটি কমিটি দেশের মূল অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলো দ্রুত চিহ্নিত করার জন্য। আরেকটি কমিটি হয়েছে নির্দিষ্ট সমস্যাগুলো অবিলম্বে মোকাবিলা করা এবং দীর্ঘমেয়াদি সংস্কারের সুপারিশ করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে। সম্প্রতি স্বাস্থ্য, নারী, গণমাধ্যম ও শ্রম-সম্পর্কিত আরও চারটি কমিশন গঠন করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে এটি একটি বিশাল কাজ, বিশেষ করে এর বাস্তবায়ন। আমরা অতীতে এ রকম প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বাস্তবায়ন ব্যর্থতার পাশাপাশি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছি। অনুমান করা যায়, এই অপশাসনের প্রক্রিয়া ঘুরিয়ে দিতে কমিশন ও কমিটিগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে কী করা দরকার, সে সম্পর্কে একগুচ্ছ উপযুক্ত ধারণা হাজির করবে।

তবে এ বিষয়ে জনসাধারণের কাছে একটি বিষয় তেমন স্পষ্ট নয়। তা হলো, কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংস্কারগুলো কার্যকর করা হবে এবং কারা এসব সংস্কার কার্যকর করবেন?

আমাদের মনে রাখা দরকার, যেসব ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রয়োজন, সেসব সমস্যা যে কেবল বিগত শাসনামলেই উদ্ভূত হয়েছে, এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলো কয়েক দশকের বেশি সময় আগের। প্রতিটি শাসনামলে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানে ব্যর্থতা সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আওয়ামী লীগের প্রায় ১৬ বছরের শাসন এসব সমস্যাকে ক্যানসারের মতো গভীরতর করেছে। আমাদের রাজনীতিকে অপূরণীয় ক্ষতি থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন গুরুতর অস্ত্রোপচারের মতো হস্তক্ষেপ।

সংশ্লিষ্ট কমিশনগুলো যেসব সমস্যা সুরাহা করার কথা, সেগুলো দীর্ঘদিনের। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখতে হবে যে বিগত বছরেও সংস্কারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব জনগণের সামনে হাজির করা হয়েছিল। সেগুলোর কোনোটা এসেছিল বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির মাধ্যমে, কোনোটা নাগরিক সমাজ বা গবেষকদের পক্ষ থেকে।
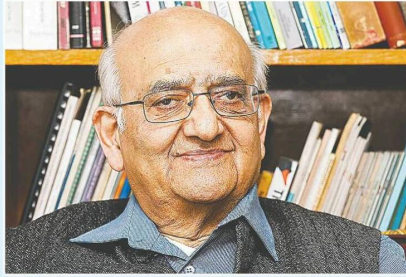
প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারে (ডিসেম্বর ১৯৯০-মার্চ ১৯৯১) আমি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলাম। সে সময় ২৯টি টাস্কফোর্স গঠনে আমি নিজেও যুক্ত ছিলাম। টাস্কফোর্সগুলোর উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতি ও প্রশাসনপ্রক্রিয়ার নানা রকম সমস্যার সমাধান করা।

এসব সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছিল ১৯৮০-এর দশকে এরশাদের আমলে। টাস্কফোর্সগুলোয় ছিলেন সেই সময়ের দেশের ২৫৫ জন সেরা পেশাদার প্রতিভাবান ব্যক্তি। সেখানে নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্যের প্রতিনিধিত্ব ছিল। তাঁরা স্বেচ্ছাসেবার ভিত্তিতে দুই মাসের মধ্যে এসব প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য কাজ করেছিলেন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস (অন্তর্বর্তী সরকারের বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা) ছিলেন স্বনির্ভরতাবিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন টাস্কফোর্সের প্রধান। অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ ছিলেন সামষ্টিক অর্থনীতি নিয়ে টাস্কফোর্সের প্রধান। আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী ও দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতো যাঁরা এখন বিভিন্ন কমিশন বা কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরাও সে সময় এসব টাস্কফোর্সের সদস্য ছিলেন।

টাস্কফোর্সের প্রতিবেদনগুলো এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেন ১৯৯১ সালের মার্চের নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার এবং সংসদে বিরোধী দল উভয়কেই পেশ করা যায়। দুঃখজনকভাবে, নির্বাচিত বিএনপি সরকার প্রতিবেদনগুলো সামান্যই কাজে লাগিয়েছিল।

২০০১ সালের নির্বাচনের ঠিক আগে একই রকম চেষ্টা করেছিল সিপিডি। সেই সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি ও সংস্কারের প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য তারা দেশের শীর্ষস্থানীয় ১৬০ জন পেশাদার ব্যক্তিকে নিয়ে ১৬টি টাস্কফোর্স গঠন করেছিল। সেই প্রতিবেদনগুলোকেও তৎকালীন নির্বাচিত সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

বিভিন্ন সরকার নীতি সংস্কারের জন্য এ রকম আরও কমিশন গঠন করেছিল। সেই প্রতিবেদনগুলোও সেসব সরকারের দ্বারাই বহুলাংশে উপেক্ষিত থেকে গেছে। এ রকম দুটি প্রতিবেদনের কথা মনে পড়ছে। একটি হচ্ছে, শেখ হাসিনার প্রথম সরকার কর্তৃক কমিশনকৃত জনপ্রশাসন সংস্কার-সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১৯৯৬-০১) এবং ২০১০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদন।

সংস্কারপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য কোন শাসকগোষ্ঠী কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেটাই এখনো প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে আছে। প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন কোনো সরকারের সংস্কার বিষয়ে আন্তরিকতা নিয়ে সামান্যই সন্দেহ করা যায়। বিশেষ করে যেহেতু এই সরকার বাংলাদেশের তরুণদের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। এত বছর ধরে জাতীয় রাজনীতি যে রোগের দ্বারা সংক্রমিত হয়েছে, এসব তরুণ এখনো সেই রোগে দূষিত হননি।

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এসব সংস্কার বাস্তবায়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধরে নিয়ে আমি নিচে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু বাস্তব প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি। বিগত সরকারগুলোর সংস্কার প্রচেষ্টার তুলনায় বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের প্রচেষ্টা যাতে তুলনামূলকভাবে ইতিবাচক ফল প্রদান করে, তা নিশ্চিত করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের এসব বিষয়ের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

১. সংস্কার চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া

ক. কমিশনের খসড়া প্রতিবেদন নিয়ে কার সঙ্গে আলোচনা করা হবে?

রাজনৈতিক দল : কোন দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করা হবে, তা নির্ধারণের জন্য মানদণ্ড কী হবে?

সুশীল সমাজ : এই বড় অংশের মধ্য থেকে কারা আলোচনার জন্য অগ্রাধিকার পাবে?

তরুণ : যাঁরা অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছেন, কেবল তাঁরাই কি সুযোগ পাবেন, নাকি অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী অন্যরাও সুযোগ পাবেন?

অংশীজন : নির্দিষ্ট কমিশনগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর অংশীজন?

খ. উপরিউক্ত প্রতিটি অংশে উদ্ভূত মতামতের মধ্যে পার্থক্য থাকবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে কাদের মতামত অগ্রাধিকার দেওয়া হবে?

গ. ধরে নিচ্ছি, সব (?) রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গণতন্ত্রের স্বার্থে আলোচনা করা হবে। কিন্তু প্রতিনিধিত্ব ও সম্ভাব্য নির্বাচনে গুরুত্বের বিচারে সব দল সমান নয়। এই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অন্তর্বর্তী সরকার কীভাবে আমলে নেবেন?

ঘ. জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শপ্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়াটি সম্ভবত পুরো উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা আলোচিত ও অনুমোদিত হবে। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সংস্কার এজেন্ডায় সেটিই কি অন্তর্বর্তী সরকারের নির্দিষ্ট অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হবে? উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্কার এজেন্ডা কি আবার অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে? যদি হয়, তাহলে সেখানে উদ্ভূত মতবিরোধ কীভাবে খসড়ায় স্থান পাবে?

২. সংস্কার বাস্তবায়ন

উপদেষ্টা পরিষদ দ্বারা চূড়ান্ত সংস্কার কখন, কীভাবে এবং কে বাস্তবায়ন করবে?

ক. সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কমিশনের সুপারিশগুলোকে নীতি প্রস্তাব, আইন প্রণয়ন এমনকি সাংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কার্যকর করা যায়। কাজটি করার দায়িত্ব কার হবে?

খ. অন্তর্বর্তী সরকার কি তার মেয়াদেই প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু বা সব সংস্কার বাস্তবায়ন শুরু করার পরিকল্পনা করছে? এই সরকার যদি কেবল কিছু নির্বাচিত সংস্কার বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কোন সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করা হবে, তা বেছে নেওয়ার জন্য নীতিমালা কী হবে?

গ. কিছু রাজনৈতিক দল, বিশেষ করে বিএনপি ইঙ্গিত দিয়েছে যে সংস্কার শুধু নির্বাচিত সরকারই বাস্তবায়ন করতে পারে।

এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান কী?

রাজনৈতিক দলগুলো যদি সবুজ সংকেত দেয়, তবেই কি অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কার বাস্তবায়নে এগিয়ে যাবে?

অন্তর্বর্তী সরকার যদি মনে করে, রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান যা-ই হোক না কেন, সংস্কারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, তাহলে কি অন্তর্বর্তী সরকারের এগিয়ে গিয়ে নির্দিষ্ট সংস্কার বাস্তবায়ন শুরু করা উচিত?

ঘ. চূড়ান্ত বিচারে, প্রশাসন ও নাগরিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে এ রকম অর্থপূর্ণ সংস্কার এমন একটি সরকারকে টেকসই ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত, যা চার-পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে বলে আশা করা যায়। আর তা সাধারণত নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই সম্ভব। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সংস্কারের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের জন্য মেয়াদ বাড়ানোও সম্ভব হতে পারে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে, বিশেষ করে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে। অন্তর্বর্তী সরকার কি আদৌ এই পথে যেতে আগ্রহী?

৩. অন্তর্বর্তী সরকার-পরবর্তী পর্যায়ে সংস্কার বাস্তবায়ন

এমনও হতে পারে যে অন্তর্বর্তী সরকার অনিচ্ছুক এবং/অথবা সংস্কারগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নয়। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে যে কোনো উল্লেখযোগ্য সংস্কার এজেন্ডার ভাগ্য সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকার দ্বারা বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে। বিষয়টি মাথায় রেখে অন্তর্বর্তী সরকারকে নির্বাচন-পরবর্তী সরকার গঠনের সম্ভাবনা আছে, এমন রাজনৈতিক দল/দলগুলোর সংস্কার বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি, ইচ্ছা ও ক্ষমতা বিবেচনা করতে হবে।

সংস্কার বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নির্বাচিত শাসনামলের সময়জুড়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিক প্রচেষ্টাই শুধু যথেষ্ট নয়; বরং তাদের নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থকেও সংস্কারপ্রক্রিয়া এবং এর উদ্দিষ্ট ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

নীতি ও সংস্কার উভয় ক্ষেত্রে সম্ভাব্য শাসক দল ও এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং প্রভাবশালী সামাজিক শক্তিগুলোর মধ্যকার এই দ্বন্দ্বই ঐতিহাসিকভাবে পরবর্তী শাসনের সময়কালে সংস্কার বাস্তবায়নকে হতাশায় পর্যবসিত করেছে। এ জাতীয় উদ্বেগগুলোকে মাথায় রেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো প্রণিধানযোগ্য :

ক. বড় নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া কোনো সরকার যদি সংস্কারের সূচনা করা বা সংস্কার অব্যাহত রাখার মধ্যে নিজের স্বার্থ আর খুঁজে না পায়, তাহলে সংস্কারের টেকসই নিশ্চিত করার জন্য কী করা যেতে পারে?

খ. অন্তর্বর্তী সরকার দ্বারা চূড়ান্ত করা সংস্কারগুলো কি এমনভাবে করা হবে, যাতে সম্ভাব্য নির্বাচিত সরকারগুলোর সংস্কারগুলো সম্পাদন করতে বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা যায়?

গ. নিচের পক্ষগুলোর মাধ্যমে সংস্কারের ক্রমাগত তদারকি নিশ্চিত করার জন্য সংস্কারগুলোর মধ্যে কী রকম তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির ব্যবস্থা তৈরি করা যায় :

১.সংসদ; ২. বিচার বিভাগ; ৩.সুশীল সমাজ; ৪. সংবাদমাধ্যম; ৫.সংস্কারের দাবি তুলেছেন যেসব তরুণ; ৬.অন্য কোনো সংশ্লিষ্ট সংস্থা।

জনপরিসর বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা সীমিত। সেই তুলনায় বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আমার দীর্ঘ সময়ের পরিচিতি আছে। এই দুই থেকে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে সব সরকার যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, তা আসলে নীতির ঘাটতি বা সংস্কারের অভাব নয়। সমস্যা ছিল বরং নিজস্ব নীতি বাস্তবায়নে ব্যর্থতায়। এই ব্যর্থতাগুলোর উৎপত্তি ঐকান্তিকতার অভাব, কায়েমি স্বার্থের উপস্থিতি থেকে।

নীতিগুলো বাস্তবায়িত হলে কায়েমি স্বার্থের ক্ষতি হয়। আর সেই সঙ্গে আছে প্রশাসনের গুণমানে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের কারণে সক্ষমতার অভাব। আশা করি প্রফেসর ইউনূস, অন্তর্বর্তী সরকার এবং কমিশনগুলো সংস্কারের জন্য তাদের সুপারিশ চূড়ান্ত করতে এবং সেগুলো বাস্তবায়নের পদ্ধতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিকোণ মাথায় রাখবেন।

(ইংরেজি থেকে অনূদিত)

● **রেহমান সোবহান** অর্থনীতিবিদ এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) প্রতিষ্ঠাতা

Stop TB Partnership

স্টপ টিবি পার্টনারশিপের সহযোগিতায় আইসিডিডিআরবি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক ৪টি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও খুলনা মহানগরে।

বিভাগীয় পর্যায়ে যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের গুরুত্ব

ডা. মাহফুজার রহমান সরকার
লাইন ডিরেক্টর (টিবি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বড় উদ্যোগ হলো যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, যা এসডিজি ও এনটিবি লক্ষ্য পূরণে সহায়ক। ডটস কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লাখ ৭৯ হাজার ডায়াগনোসিস, তবে ২০ শতাংশ রোগী মিসিং থেকে যাচ্ছে, যা মৃত্যুর হার বাড়াচ্ছে। ২০২২ সালের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বছরে প্রায় ৪২ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে, যদিও ডায়াগনোসিস করা রোগীর মৃত্যুহার মাত্র ২ শতাংশ। সরকারের জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচিতে আইসিডিডিআরবি, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন এনজিও, প্রাইভেট পার্টনার সবাইকে সম্মিলিতভাবে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশের ডায়াগনোসিসে আধুনিক যন্ত্র, যেমন জিন-এক্সপার্ট মেশিন যুক্ত হয়েছে, যা ৬৪ জেলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। দুর্গম এলাকায় এসি ছাড়া চালানো যায় এমন টু-টাইপ মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ব্যাটারিতে চলে এবং সহজে ডায়াগনোসিস সম্ভব।

যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রিভেনটিভ থেরাপি, যা লেটেন্ট টিবি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিকগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন এবং যেখানে যক্ষ্মা শনাক্ত হবে সেটি সরকারকে জানাতে হবে। যক্ষ্মা প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত জরুরি।

ডা. সায়েরা বানু
সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও প্রধান, পিইআই, আইডিডি, আইসিডিডিআরবি

যক্ষ্মা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজন বেসরকারি অংশীদারত্ব। শহর ও গ্রামে যক্ষ্মা এখনো একটি বড় জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সমস্যা। এ ব্যাকটেরিয়া বাহিত রোগ নিয়মিত চিকিৎসায় নিরাময়যোগ্য। দেশের প্রায় ২০ শতাংশ যক্ষ্মারোগী এখনো শনাক্তের বাইরে রয়ে গেছেন। এর বড় একটা অংশ শিশু-কিশোর ও তরুণ। এ রোগ শনাক্ত না করার কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে ও মানুষের জীবন ঝুঁকিতে পড়ছে। এ ধরনের একটি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি ও সহযোগী সংস্থা যক্ষ্মা চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণে দৃঢ়ভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশে যক্ষ্মার বিনা মূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা হলেও এখনো অনেক মানুষ এ বিষয়ে সচেতন নন। অনেক যক্ষ্মারোগী শনাক্তের বাইরে থেকে যান। আবার অনেকে রোগ গুরুতর আকার ধারণ করার পরেই চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এই অসচেতনতা কাটিয়ে উঠতে সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। সরকারের পাশাপাশি যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে বেসরকারি খাতের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

রংপুর ও উত্তরাঞ্চল

'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। ২০ অক্টোবর ২০২৪, রংপুর। ছবি : মঈনুল হোসেন

রাজশাহী ও বরেন্দ্র অঞ্চল

আইসিডিডিআরবি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। রাজশাহী, ১৯ অক্টোবর ২০২৪। ছবি : শহীদুল ইসলাম

চট্টগ্রাম ও পার্বত্য অঞ্চল

আইসিডিডিআরবি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। চট্টগ্রাম, ২১ অক্টোবর ২০২৪। ছবি : জুয়েল শীল

ডা. আজহারুল ইসলাম খান
এসিটিবি পরামর্শক, ইউএসএআইডি

প্রাইভেট সেক্টরকে ছাড়া কোনো প্রোগ্রাম সফল হতে পারে না। কোভিড বা ডেঙ্গু, ইপিআই কি শুধু সরকারি হাসপাতালের কারণে সফল হয়েছে? এখানে বেসরকারি হাসপাতালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিপি) খুব সফল একটা কর্মসূচি। প্রতিটি জেলায় চলে গেছে জিন-এক্সপার্ট, দুই ঘণ্টার মধ্যে রেজাল্ট চলে আসে। ডায়াগনোসিস, টেস্ট, ট্রিটমেন্ট সবকিছু বিনা মূল্যে দেওয়া হচ্ছে। তারপর কেন কমছে না। একজন বলেছে ৯৫% চিকিৎসা তাঁর সফল, কিন্তু তিনি জানাতে পারছেন না। এটা জাতীয় স্বার্থে আপনাদের জানাতে হবে, লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ট্রেনিং শুরু হয়েছে ঢাকাসহ বিভাগীয় জেলাগুলোতে। শুধু সরকারি নয়, প্রতিটি হাসপাতালেই যাওয়া হবে। এক্স-রের ওপরও বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। সবকিছু করা হচ্ছে। আমরা প্রাইভেট সেক্টরকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছি যেন তারা আমাদের যথাযথ সেবা দেয়।

ডা. শাহরিয়ার আহমেদ
সহকারী বিজ্ঞানী, আইসিডিডিআরবি

সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের সমন্বয়েই আমরা অনেক দূর এসেছি। যক্ষ্মারোগী শনাক্ত আমরা এখন ৮০ শতাংশতে উন্নীত হয়েছি। আমরা এখন শেষের পথটুকু অতিক্রম করছি।

অনেকেই চিকিৎসা নিচ্ছেন বেসরকারি হাসপাতালে। বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোকে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে ম্যালেরিয়ার মতো যক্ষ্মা চিকিৎসার দায়িত্বটা নিতে পারে। বড় বড় চেইন ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও স্থানীয় পর্যায়ের বড় বড় বেসরকারি হাসপাতালগুলোয় অনেক রোগী আসে।

মানুষ এখন ওয়ান স্টপ সার্ভিস চায়। আপনাদের এখানে যে রোগী আসবে, সে যেন আপনাদের কাছেই সব সেবা পায়। কিন্তু তার তথ্যগুলো যেন জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কাছে আসে। বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেন আমাদের রেকর্ডিং ও রিপোর্টিংয়ে সাহায্য করে।

খুলনা ও সুন্দরবন অঞ্চল

আইসিডিডিআরবি ও প্রথম আলোর আয়োজনে 'যক্ষ্মা চিকিৎসায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা। খুলনা, ২৩ অক্টোবর ২০২৪। ছবি : সাদ্দাম হোসেন

যক্ষ্মা চিকিৎসায় কেন সরকারি ও বেসরকারি সমন্বয় জরুরি

ফিরোজ চৌধুরী, *রংপুর থেকে ফিরে*

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আহসান হাবীব (ছদ্মনাম)। হাবিবের মা যক্ষ্মা চিকিৎসা নিচ্ছেন রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের যক্ষ্মা সেবাকেন্দ্র থেকে। যক্ষ্মারোগীদের জন্য বিশেষায়িত একটি সেবাকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। আইসিডিডিআরবি জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে তৈরি করেছে আধুনিক যক্ষ্মা সেবাকেন্দ্র। সেই কেন্দ্র ঘুরে দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। আমাদের দেশে যক্ষ্মার যেমন প্রকোপ, তার জন্য এমন যক্ষ্মা সেবাকেন্দ্র ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সবাই জানি, যক্ষ্মা শুধু রোগ নয়, সামাজিক এক সংকটের নাম।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, আমাদের দেশে ২০২৩ সালে আনুমানিক ৩ লাখ ৭৯ হাজার মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয় এবং ৪৪ হাজার মানুষ যক্ষ্মায় মারা যায়। এ ছাড়া ৪ হাজার ৯০০ মানুষ ওষুধপ্রতিরোধী যক্ষ্মায় (এমডিআর) আক্রান্ত হয়। ২০২৩ সালে প্রায় ৩ লাখ ২ হাজার ৭৩১ যক্ষ্মারোগী শনাক্ত হয়, যা আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায় ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ ২০ শতাংশ ব্যক্তি রোগ শনাক্তের বাইরে রয়ে যায় এবং এমডিআর টিবিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ জন শনাক্ত হচ্ছে না।

এ ছাড়া আমাদের দেশে শিশুদের যক্ষ্মা ঠিকমতো শনাক্ত হচ্ছে না। মোট যক্ষ্মা শনাক্তের ৮ থেকে ১২ শতাংশ শিশু হওয়ার কথা, কিন্তু শনাক্ত হচ্ছে ৪ শতাংশ। ফলে শনাক্ত না হওয়ায় অনেক শিশুর যক্ষ্মা থাকলেও তারা চিকিৎসার আওতায় আসছে না। এ ছাড়া দুই কারণে ওষুধপ্রতিরোধী যক্ষ্মায় মানুষ আক্রান্ত হয়। প্রথমত, যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি যদি নিয়মিত সঠিক মাত্রায় পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ সেবন না করে, ব্যক্তির শরীরে থাকা জীবাণু ওষুধপ্রতিরোধী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, ওষুধপ্রতিরোধী জীবাণু সরাসরি অন্য ব্যক্তির শরীরে যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমিত হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৪ হাজার ৯০০ মানুষ নতুন করে ওষুধপ্রতিরোধী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। এদের দুই-তৃতীয়াংশ শনাক্ত হয় না। আমাদের দেশে এখনো অনেক মানুষ জানে না যে সরকার যক্ষ্মার চিকিৎসা বিনা মূল্যে দিচ্ছে। সরকারের সেবা বিষয়ে মানুষের ধারণা কম। বেসরকারি খাতে অর্থাৎ বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক ও চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বারে শনাক্ত হওয়া রোগীরা জাতীয় কর্মসূচির মধ্যে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি আছে তা বলাই বাহুল্য। যক্ষ্মার মতো রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দরকার।

রংপুরে গড়ে উঠেছে ওয়ান স্টপ টিবি সার্ভিস সেন্টার। ছবি : জাহিদ হোসাইন খান

> যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে একটি সফল জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দরকার সরকারি কার্যক্রমের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ।

যক্ষ্মা এখনো কেন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা থাকলেও প্রায়ই দেখা যায় যে বেশির ভাগ মানুষ সঠিক সময়ে সেবা পায় না। অনেক ক্ষেত্রেই যক্ষ্মা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অজ্ঞাত বা এর লক্ষণগুলোকে গুরুত্ব দেয় না। ফলে চিকিৎসা গ্রহণে বিলম্ব হয় এবং রোগের সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে বেসরকারি খাত, বিশেষ করে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। তবে যক্ষ্মা চিকিৎসায় এই খাতগুলোর ভূমিকা এখনো পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। আমরা দেখেছি, মানুষ সহজে যক্ষ্মা পরীক্ষা করায় না। পরিস্থিতি অনেক খারাপ হওয়ার পর পরীক্ষা করাতে বা চিকিৎসকের কাছে আসে। দেশে রোগী শনাক্তের কাজে ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে জিন-এক্সপার্ট যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বাকি ৫০ শতাংশ ক্ষেত্রে সনাতন অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবহৃত হয়। দরকার সব ক্ষেত্রে জিন-এক্সপার্ট যন্ত্র ব্যবহার করা। পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে সবার রোগনির্ণয় পরীক্ষা এই যন্ত্রে সম্ভব হচ্ছে না। আমরা দেখছি, যক্ষ্মা প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে দেশের জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের সক্ষমতা খুবই সীমিত। অনেক গ্রামীণ এলাকায় সেবাকেন্দ্রের সংখ্যা কম এবং সেসব এলাকায় কার্যকর চিকিৎসা পৌঁছানো কঠিন।

এ অবস্থায় সরকারি প্রচেষ্টা বেসরকারি সেক্টরের সহযোগিতা ছাড়া সফল হওয়া কঠিন। যদিও সরকারের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনটিপি) বেশ কিছু উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে, যেমন বিনা মূল্যে ওষুধ সরবরাহ এবং পরীক্ষা, কিন্তু জনগণের সচেতনতা ও সঠিক সময়ে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের হার বাড়ানোর জন্য আরও বড় পরিসরে পদক্ষেপ প্রয়োজন।

বেসরকারি খাতের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন রোগের উন্নত চিকিৎসা এবং সেবা প্রদানে এই খাতটি ইতিমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছে। বিশেষ করে রাজধানীসহ দেশের বড় শহরগুলোয় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোয় আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ চিকিৎসক দল নিয়ে গড়ে ওঠা অবকাঠামো জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। সাধারণ মানুষ যখন সরকারি হাসপাতালের সেবা নিয়ে অসন্তুষ্ট হন, তখন তাঁরা বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে বেশি আগ্রহী হন। এ প্রবণতা খাতের চাহিদা এবং সম্ভাবনার পরিধি তুলে ধরে।

বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতের একটি বড় সুবিধা হলো, এর দ্রুত সেবা প্রদান এবং রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা। বেসরকারি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোতে উন্নতমানের পরীক্ষাগার, আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং দক্ষ চিকিৎসক দল থাকায় রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাপ্রক্রিয়া দ্রুত ও সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হয়। যক্ষ্মার মতো জটিল এবং সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে, দ্রুত রোগ শনাক্তকরণ এবং নির্ভুল চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেসরকারি খাতের দক্ষতা এবং পরিকাঠামো এই সেবা প্রদান করতে সক্ষম।

তবে বেসরকারি খাতের সামগ্রিক সাফল্যের মধ্যেও যক্ষ্মার মতো একটি জনস্বাস্থ্য সমস্যায় তাদের সম্পৃক্ততা এবং কার্যকর ভূমিকা এখনো যথেষ্ট হয়নি। যক্ষ্মার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক ক্ষেত্রেই দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশি দেখা যায়, যারা সাধারণত সরকারি হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। এ ছাড়া যক্ষ্মা একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ এবং এর চিকিৎসায় নিয়মিত ও সঠিক ওষুধ সেবন অত্যন্ত জরুরি। এই দীর্ঘমেয়াদি এবং সুসংহত চিকিৎসাপ্রক্রিয়ায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত চিকিৎসকদের যক্ষ্মারোগী শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে আরও দক্ষ ও সচেতন হতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে আসা রোগীরা যক্ষ্মার প্রাথমিক লক্ষণ নিয়ে আসেন, কিন্তু সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। কারণ, অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসকেরা যক্ষ্মা পরীক্ষার জন্য সরকারি নির্দেশিকা অনুসরণ করেন না বা জানেন না। এর ফলে রোগীর সঠিক চিকিৎসা বিলম্বিত হয় এবং রোগটি আরও বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তাই প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিয়োজিত চিকিৎসকদের জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দায়বদ্ধতা তৈরি করা প্রয়োজন।

বেসরকারি খাতে যক্ষ্মা চিকিৎসায় আরও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো রোগীর তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং তা সরকার বা জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া। বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো অনেক সময় রোগীর তথ্য সংরক্ষণ বা শেয়ার করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় থাকে, যা যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে তথ্য বিনিময় প্রক্রিয়াটি সহজ এবং কার্যকর করতে প্রযুক্তিগত সমাধানের প্রয়োজন।

প্রশাসনিক ও পরিচালনামূলক সহযোগিতা

বাংলাদেশে যক্ষ্মা প্রতিরোধ এবং চিকিৎসাব্যবস্থার উন্নতিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতের সহযোগিতা অপরিহার্য। যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে একটি সফল জনস্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য দরকার সরকারি কার্যক্রমের সঙ্গে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর কার্যকর অংশগ্রহণ। স্বাস্থ্য খাতের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বেসরকারি খাতের ভূমিকা যত বেশি হবে, দেশের যক্ষ্মা চিকিৎসাব্যবস্থাও তত উন্নত হবে। আমাদের দেশে এখনো অনেক মানুষ জানে না যে সরকার যক্ষ্মার চিকিৎসা বিনা মূল্যে দিচ্ছে। সরকারের সেবা বিষয়ে মানুষের ধারণা কম। বেসরকারি খাতে অর্থাৎ বেসরকারি হাসপাতাল-ক্লিনিক ও চিকিৎসকদের ব্যক্তিগত চেম্বারে শনাক্ত হওয়া রোগীরা জাতীয় কর্মসূচির মধ্যে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে সচেতনতার ঘাটতি আছে বলে আমি মনে করি। যক্ষ্মার মতো রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দরকার। এই সামাজিক আন্দোলনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা রাখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি চিকিৎসায় বিনিয়োগের বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। তরুণদের যক্ষ্মা আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে হবে। আশা করি, সবার ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা যক্ষ্মামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পারব।

ফিরোজ চৌধুরী : সহকারী সম্পাদক, *প্রথম আলো*
firoz.choudhury@prothomalo.com

ডেসটিনির মামলার রায় ২৮ নভেম্বর | ডেসটিনির ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের অর্থ আত্মসাতের মামলায় ২৮ নভেম্বর রায় ঘোষণার দিন ধার্য করেছেন আদালত। নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংক্ষেপে

ঢাকা

প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলে উদ্বেগ ডিইউজের

দুই শতাধিক সাংবাদিকের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। একই সঙ্গে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল সোমবার ডিইউজের সভাপতি সোহেল হায়দার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের ঘটনাটি স্বাধীন সাংবাদিকতার জন্য হুমকিস্বরূপ। সাংবাদিকদের অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিল করা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকদের ওপর হামলা-মামলা, গ্রেপ্তার ও হয়রানি সরকারের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনবে না। যাঁরা গণতন্ত্র, মানবতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার কথা বলছেন, তাঁদের কাছ থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই আশা করে না জনগণ।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা

আইনজীবীকে মারধরের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ

ঢাকার আদালতকক্ষে আইনজীবী স্বপন রায় চৌধুরীকে মারধরের ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত। ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সাত দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলেছেন ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান। গত রোববার এ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে ঢাকা বারের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উদ্দেশে ঢাকার সিএমএম মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ৭ নভেম্বর ঢাকার সিএমএম আদালতের ৯ নম্বর এজলাসকক্ষে আমির হোসেন আমুর (আওয়ামী লীগ নেতা) রিমান্ড ও জামিন বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। শুনানির সময় দুই পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনায় একজন আইনজীবী মেঝেতে পড়ে যান বলে বিভিন্ন প্রিন্ট ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমের খবর প্রকাশিত হয়েছে। বিষয়টি আদালতের দৃষ্টিতে এসেছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা

সিনিয়র জার্নালিস্ট ফোরামের নতুন কমিটি গঠন

দেশের প্রবীণ সাংবাদিকদের সংগঠন সিনিয়র জার্নালিস্ট ফোরাম বাংলাদেশের ৩১ সদস্যের তিন বছর মেয়াদি নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত রোববার আহ্বায়ক কমিটির এক সভায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সাবেক বার্তাপ্রধান আমিরুল মোমেনীনকে সভাপতি, দৈনিক ইত্তেফাক-এর সাবেক শিফট ইনচার্জ কায়কোবাদ মিলনকে কার্যকরী সভাপতি ও দৈনিক স্বাধীনমত-এর প্রধান প্রতিবেদক মনিরুল ইসলামকে মহাসচিব নির্বাচন করা হয়েছে। সভায় ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ সাংবাদিকদের কল্যাণে পেনশন ভাতা ও আবাসনের ব্যবস্থা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়। **বিজ্ঞপ্তি**

এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ১২ হাজার শিশু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

আক্রান্তদের মধ্যে ৭ হাজার ৯৮৪ শিশুর বয়স ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। মারা গেছে ৪৭ শিশু।

আবৃতি আহমেদ ও জান্নাতুল নাঈম, *ঢাকা*

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত নাতনি হাফসাকে (৭) নিয়ে নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা লিপি আক্তার পাঁচ দিন ধরে আছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাফসা গত (অক্টোবর) মাসের পুরোটা সময়েই টাইফয়েডে ভুগেছে। পাঁচ দিন সুস্থ থাকার পর আবারও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে নারায়ণগঞ্জের ক্লিনিক থেকে ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। হাফসা নারায়ণগঞ্জের একটি স্কুলে নার্সারিতে পড়ে।

গতকাল সোমবার দুপুরে হাসপাতালের শিশু বিভাগে গিয়ে দেখা হলো লিপি আক্তারের সঙ্গে। তিনি বলেন, শুধু হাফসা নয়, ওর মা-ও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

দেশে এই নভেম্বর মাসেও ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে। 'এই নভেম্বর মাস' শব্দগুলো যোগ করা হলো এ জন্যই যে সাধারণত এ মাসে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা কমে আসে। দেশে গত ২৪ বছরের অভিজ্ঞতা এমনই। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম হচ্ছে।

এ বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। তাদের মধ্যে হাফসার মতো স্কুলগামী শিক্ষার্থী বেশি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখা গেছে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে। বড় বিপদ হলো, শিশুরা ডেঙ্গুর মধ্যে অন্য রোগেও আক্রান্ত হচ্ছে।

বেশি আক্রান্ত স্কুলগামী শিশুরা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে ১২ হাজার ২১৪ শিশু (১৫ বছর বয়স পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭ হাজার ৯৮৪ শিশুর বয়স ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। এ বয়সী শিশুরা সাধারণত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যায়। ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে শিশুরা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে বেশি।

এখন পর্যন্ত ৪৭ শিশু (১৫ বছর বয়স পর্যন্ত) ডেঙ্গুতে মারা গেছে। তাদের মধ্যে ২৫ শিশুর বয়স ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ ৫৩ শতাংশের বয়স ছিল ৬ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে।

জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ মুশতাক হোসেন বলেন, সার্বিকভাবে মশার নিয়ন্ত্রণে জোর তৎপরতার অভাব আছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে হচ্ছে না। স্কুলে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিশুরা যে আক্রান্ত হচ্ছে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

চলতি বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি থাকলেও মার্চ থেকে তা কমতে থাকে। জুন পর্যন্তও একটা সহনীয় অবস্থায় ছিল; কিন্তু জুলাই থেকে আবার বাড়তে শুরু করে। জুলাই ও আগস্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম অনেকটাই স্থবির হয়ে আসে। জুলাইয়ের পর থেকে দেশে ডেঙ্গুর ব্যাপক বৃদ্ধিতে এর ভূমিকা আছে বলে মনে করেন জনস্বাস্থ্যবিদেরা।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের শিশু বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান লুৎফন নেছা বলেন, 'আমাদের তিনটি ইউনিটে প্রতিদিন প্রায় ১৫ থেকে ২০ জন শিশু চিকিৎসা নেয়। ৭ থেকে ১৩ বছরের শিশুই বেশি।'

> সার্বিকভাবে মশার নিয়ন্ত্রণে জোর তৎপরতার অভাব আছে। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড যথাযথভাবে হচ্ছে না। স্কুলে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিশুরা যে আক্রান্ত হচ্ছে না, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।
> **মুশতাক হোসেন**, জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ

সিটি করপোরেশনসহ স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলোর ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কি যথেষ্ট অগ্রাধিকার পাচ্ছে না? এমন প্রশ্নের জবাবে ঢাকা দক্ষিণ সিটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফজলে শামসুল কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। কিন্তু দক্ষিণ সিটির ৮৩৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতেই আমরা সচেতনতামূলক কর্মসূচি করেছি, প্রয়োজনীয় ওষুধও দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব শুধু সিটি করপোরেশনের নয়, এটি স্কুল কর্তৃপক্ষেরও। দায়িত্ব নিয়ে এসব কাজ স্কুলগুলোকে করতে হবে।'

বাংলাদেশ শিশু হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউটের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত এখানে ৫৯১ শিশু ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। এর মধ্যে মারা গেছে সাত শিশু। গত বছর আক্রান্তের সংখ্যা ছিল দুই হাজারের বেশি। আর মারা গিয়েছিল ২৩ শিশু। গত বছর সবচেয়ে বেশি ৫৫৮ শিশু ডেঙ্গু নিয়ে ভর্তি হয়েছিল আগস্ট মাসে। এর পর থেকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা কমতে থাকে। তবে চলতি বছর সবচেয়ে বেশি ২৪৪ শিশু আক্রান্ত হয়েছে অক্টোবর মাসে। এ মাসের প্রথম ১০ দিনে ৮৮ শিশু ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

স্কুলগামী শিশুদের মধ্যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি হচ্ছে। কিন্তু তারা যে স্কুল গিয়েই যে আক্রান্ত হচ্ছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না বলে মনে করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগনিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালক শেখ দাউদ আদনান। তিনি বলেন, ডেঙ্গু মশা সাধারণত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেশি কামড়ায়। এ সময়ে শিশুরা স্কুলে যায় বা বিকেলের দিকে মাঠে খেলা করে। এখন এই হেমন্তকালেও গরম ভাব রয়েছে প্রকৃতিতে। তাই শিশুরা সাধারণত স্কুলে বা মাঠে যেখানেই থাকুক, সেখানে হাফশার্ট বা হাফপ্যান্ট পরে থাকে, অর্থাৎ তাদের শরীরের অনেকটাই অনাবৃত থাকে। তাই মশার কামড় খাওয়ার আশঙ্কাও থাকে।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা করেছি বিবেকের কারণে : ফারুকী

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতার পুরস্কার হিসেবে তাঁর কোনো পদের প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী। তিনি বলেছেন, 'আমি ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা করেছি আমার বিবেকের কারণে। নিশ্চয়ই এই পদের জন্য নয়।' গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মোস্তফা সরয়ার ফারুকী এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টের দোসর কি না, এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, 'ফ্যাসিস্টের দোসর, হ্যাঁ, বলতে পারেন, বলতে ভালো লাগতে পারে; যাঁরা বলছেন। কিন্তু আমি এমনই দোসর যে ২০১৫ সালে একটা লেখা লিখেছিলাম—কিন্তু এবং যদির খোঁজে। যখন শাহবাগীদের কারণে "কিন্তু এবং যদি" বলা নিষিদ্ধ ছিল। ওই লেখা লেখার চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তৎকালীন সরকারের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন সেল আমার শুধু সব ট্যাক্স ফাইল তলব করেছে।'

এত দিন এ ঘটনা কেন বলেননি, তার ব্যাখ্যা দেন সংস্কৃতি উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আমার প্রয়োজন নেই সিম্প্যাথি (সহানুভূতি) নেওয়ার। ২০১৫ সালে আমাকে এসবের মুখোমুখি হতে হয়েছে। আমার তো বলার প্রয়োজন নেই যে আমি ভাই ফ্যাসিস্টবিরোধী, সুতরাং আমাকে এই দায়িত্বটা দাও।'

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী বলেন, উপদেষ্টার দায়িত্বটা তখনই নিতে রাজি হয়েছেন, যখন মনে করেছেন যে তিনি কাজটা হয়তো করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'আমি ফ্যাসিস্টবিরোধী কি না, তার পুরস্কার হিসেবে আমার কাজ প্রয়োজন নেই। আমি ফ্যাসিস্টদের বিরোধিতা করেছি আমার বিবেকের কারণে। নিশ্চয়ই এই পদের জন্য নয়।'

সরকার ১০ থেকে ২০ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায় : হাফিজ উদ্দিন

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে চায় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তাঁর আশঙ্কা, এই সরকার ১০ থেকে ২০ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়।

গতকাল সোমবার ডিআরইউ মিলনায়তনে ৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় হাফিজ উদ্দিন এ কথা বলেন।

বিএনপির এই নেতা বলেন, 'এই সরকারের প্রধান কাজ হলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। কিন্তু দেখা গেল, যে যায় লঙ্কায়, সে-ই হয় রাবণ। তারা বোধ হয় দীর্ঘদিন, ১০-২০ বছর ক্ষমতায় থাকতে চায়। ইতিমধ্যে আওয়ামী ঘরানার বহু লোক তাদের উপদেষ্টা পরিষদে ঢুকে গেছেন। ছাত্রদের কর্মকাণ্ডে মনে হয়, তারাই দেশটা স্বাধীন করেছে, আর কেউ অংশগ্রহণ করেনি।'

হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, 'ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারকে আমরা সমর্থন করেছি, সামনেও করব। কিন্তু আপনারা আজীবন, ১০-২০ বছর ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করবেন না।'

হাফিজ উদ্দিন আহমদ অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেন, 'অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্বাচনী সংস্কার করে নির্বাচন দিন। বাকি সংস্কার করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিরা।'

'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' প্রচারাভিযানটির আওতায় অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠক। গত ২৮ অক্টোবর বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ওটরা ইউনিয়নে। ছবি: প্রথম আলো

আগ্রহ নিয়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার শিখছেন নারীরা

গ্রামে গ্রামে উঠান বৈঠক

ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার

এম জসীম উদ্দীন, *বরিশাল*

'আগে অনেকের আতে (হাতে) ফোন দ্যাখতাম, হ্যারা কইত, এই ফোনের মইধ্যে দুন্নাইদারি (দুনিয়া)। তাইজ্জব লাগত, চিন্তা হরতাম হেইয়্যা ক্যামনে অয়। কেউরে জিগামু, হ্যাতেও লজ্জা লাগত। এহন বুঝি, কতাডা মিত্যা (মিথ্যা) না। এহন মুইও ফোনে সবকিছু করতে পারমু, দুইন্নইর খবর হোনতে-জানতে পারমু। এহন মোনডা খুশি খুশি লাগে।' বলছিলেন বরিশালের উজিরপুর উপজেলার ওটরা ইউনিয়নের গৃহিণী সুমী আক্তার (৩৭)।

সুমী আক্তারের দুই ছেলে। স্বামী আলাল হাওলাদার মাটি কাটার কাজ করেন। সামান্য আয়ে সংসারে সব সময় টানাপোড়েন থাকে। এ জন্য সুমীর মধ্যে কিছু একটা করে আয় করার তাগিদ ছিল। বছর দুয়েক আগে শুরু করেন কাঁথা সেলাইয়ের কাজ। সেগুলো বিক্রি করেন গ্রামে। যা আয় হয়, তাতে সংসারে কিছুটা সচ্ছলতা ফেরে। সুমীর পাশের ঘরেই তাঁর প্রায় সমবয়সী চাচিশাশুড়ি সানজিদা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। মাঝেমধ্যে ওই ফোনে ইউটিউবে নানা ফুল ও নকশার ভিডিও দেখেন সুমী। এসব দেখে নিজের একটি স্মার্টফোনের অভাব বোধ করেন। কিন্তু টাকা পাবেন কোথায়? এ ছাড়া স্মার্টফোন চালানো, ইন্টারনেটের ব্যবহার শেখার উপায়, এসব নিয়েও চিন্তায় ছিলেন সুমী।

যেদিন শুনলেন তাঁদের গ্রামেই গ্রামীণফোনের উদ্যোগে ইন্টারনেট শেখার আয়োজন হবে, সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না সুমী। তাঁর মতো অনেক নারী অংশ নেন গত ২৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে। এ সময় সুমী আক্তার বলেন, 'আইসা আমার অনেক উপকার হইছে। আমি এহন একটা স্মার্টফোন কিনমু, ইন্টারনেট চালামু। নানা রহমের ফুল ও নকশার কাজ শিখমু। এরপর খাতায় (কাঁথা) হেই নকশা তুলমু। আয়ও ভালো অইবে।'

একই দিনে উজিরপুর উপজেলার জল্লা ইউনিয়নের বাহেরঘাট গ্রামে অনুষ্ঠিত উঠান বৈঠকে যোগ দেন বিলকিস আক্তার। তাঁর বিয়ে হয়েছে নারায়ণগঞ্জে। বিলকিস নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজের স্নাতক শেষ বর্ষের ছাত্রী। পারিবারিক টানাপোড়েনের কারণে বিয়ে হলেও তিনি অনলাইন উদ্যোক্তা, থাকেন নিজ গ্রামেই। অনলাইনে ব্লগিং করে এবং ফেসবুক পেজ ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় করেন। এ দিয়ে সাধ্যমতো দুই বোনের পড়াশোনার খরচ চালান। সংসারেও ব্যয় করেন।

বরিশালের গ্রামে গ্রামে নারীদের ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহের এ টুকরা গল্প বেশ কয়েক সপ্তাহের। কিছুদিন আগেও এসব প্রত্যন্ত গ্রামের নারীরা স্মার্টফোন কী, এটি দিয়ে কীভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হয়, তা জানতেন না। কিন্তু প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর তাঁদের অধিকাংশই ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কে উৎসাহিত হন। ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাঁরা কীভাবে আয় করবেন, সেই পরিকল্পনাও করে ফেলছেন অনেকেই। যাঁদের মধ্যে অন্যতম বরিশাল সদরের চরবাড়িয়া গ্রামের রুনা বেগম, বাকেরগঞ্জ উপজেলার রঙ্গশ্রী ইউনিয়নের আকলিমা বেগম, চরামদ্দি ইউনিয়নে সালমা বেগম, গৌরনদী উপজেলার বার্থী ইউনিয়নের ধানডোবা গ্রামের নূর জাহান।

বরিশালের ২৯টি ইউনিয়নে ৫৮টি উঠান বৈঠকে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন বরিশাল বন্ধুসভার সভাপতি নাঈম ইসলাম। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বৈঠকে প্রত্যন্ত গ্রামের অসংখ্য নারী অংশ নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দলবদ্ধ কাজের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, যার মাধ্যমে পারস্পরিক তথ্য ও সমস্যা তুলে ধরে তা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার সুযোগ তৈরি হবে।'

উল্লেখ্য, গ্রামীণফোনের উদ্যোগে আয়োজিত 'ইন্টারনেটের দুনিয়া সবার' শীর্ষক প্রচারাভিযানটি অসংখ্য গ্রামীণ নারীর জীবনে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। আয়োজনটির সহযোগিতায় রয়েছে *প্রথম আলো*, নকিয়া ও ঢাকা ব্যাংক। ২০২৩ সালের মার্চে শুরু হওয়া কার্যক্রমটির আওতায় গতকাল সোমবার (১১ নভেম্বর) পর্যন্ত ১ হাজার ৬১১টি ইউনিয়নে উঠান বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

এক শিক্ষককে বরখাস্ত, ইনস্টিটিউট থেকে বাদ বঙ্গবন্ধুর নাম

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগ ও পুলিশি হামলার মদদের অভিযোগে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ফরিদ আহমদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক বসির আহমেদকে ডিন পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক শামসুল আলমকে নতুন ডিনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট থেকে বঙ্গবন্ধু নাম বাদ দিয়ে শুধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট রাখা হয়েছে। গত রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সিন্ডিকেট সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিষয়টি গতকাল সোমবার রাতে *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেছেন সিন্ডিকেটের সদস্যসচিব ও রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমান।

সহকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, রাজউকের পরিচালক বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

কর্মস্থলে এক নারী সহকর্মীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) এক পরিচালককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। গত রোববার তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। গতকাল সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে।

ওই পরিচালকের নাম শেখ শাহীনুল ইসলাম। ভুক্তভোগী ওই নারী কর্মকর্তা রোববার সকালে রাজউক চেয়ারম্যান বরাবর একটি অভিযোগ দেন। তাতে বলা হয়, সেদিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রাজউকের পরিচালক (জোন-৭) শেখ শাহীনুল ইসলাম 'অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত ও অশালীনভাবে' তাঁর শরীর স্পর্শ করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব হয়ে যান। তিনি রাজউক চেয়ারম্যানের কাছে এ ঘটনার বিচার চান।

রাজউকের এক অফিস আদেশে বলা হয়, শাহীনুল ইসলামের কর্মকাণ্ড 'গুরুতর চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী'। চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী তা অসদাচরণের শামিল। অপরাধের ধরন ও ভয়াবহতা বিবেচনায় তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

ফারুকীকে উপদেষ্টা করায় 'হতবাক' হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীকে দায়িত্ব দেওয়ার নিন্দা জানিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এক বিবৃতিতে হেফাজত বলেছে, ফারুকীকে সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় তারা 'হতবাক'।

গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে বিবৃতিটি পাঠিয়েছেন হেফাজতে ইসলামের ঢাকা মহানগরের সভাপতি মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মামুনুল হক।

বিবৃতিতে মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীকে 'শাহবাগী নাস্তিক্যবাদীদের দোসর' আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, হেফাজতে ইসলামের প্রয়াত আমির আল্লামা শাহ আহমদ শফীকে 'তেঁতুল হুজুর বলে ব্যঙ্গ করে চরম ধৃষ্টতা' দেখিয়েছেন ফারুকী। এ জন্য তাঁকে ক্ষমা করা যায় না।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিগত সরকার মুজিববাদকে পুঁজি করে একটি ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। মোস্তফা সরওয়ার ফারুকীসহ একাধিক উপদেষ্টা সেই পতিত আওয়ামী সরকারের দোসর।

অন্তর্বর্তী সরকারও ফ্যাসিবাদীদের পুনর্বাসনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে উল্লেখ করে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সরকার আওয়ামী ফ্যাসিবাদকে পুনর্বাসনের চেষ্টা চালাচ্ছে। দেশের সন্তানেরা জীবন দিয়ে ফ্যাসিবাদকে পরাজিত করেছে। তাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা চালালে দেশের 'আপামর তৌহিদি জনতা' সরকারকে ক্ষমা করবে না।

যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ের পর ইউরোপ কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেটা বোঝার জন্য জার্মানির আগাম নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ

জার্মানির আগাম নির্বাচন নিয়ে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

তৈরি পোশাকশিল্প
যৌথ ঘোষণার বাস্তবায়ন জরুরি

নিম্নতম মজুরি, হাজিরা বোনাস, মামলা প্রত্যাহারসহ ১৮টি বিষয়ে তৈরি পোশাক খাতের মালিক ও শ্রমিকেরা যে সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন, দেড় মাস পরও সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি না হওয়া উদ্বেগজনক। বকেয়া বেতনের দাবিতে রোববার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করায় ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। হাজার হাজার যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকা পড়ে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত 'শ্রম অসন্তোষ পরিস্থিতি পর্যালোচনা' শীর্ষক আন্তমন্ত্রণালয় সভায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষের যৌথ ঘোষণা হয়। এতে তারা ১৮টি বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছায়।

অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দেয়, যার মূল কারণ শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা। গত বছর ঘোষিত নতুন মজুরিকাঠামো নিয়েও শ্রমিকদের অসন্তোষ ছিল। এরপর আবার শ্রমিকদের বকেয়া পাওনা না দিয়েই কিছু মালিক কারখানা বন্ধ করে দেন। এর প্রতিবাদে থেমে থেমে শ্রমিক বিক্ষোভ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। শ্রমসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান মনে করেন যে কয়েকটি কারখানায় এখনো মজুরি বকেয়া রয়েছে, সেখানেই ঝামেলা হচ্ছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজিএমইএর সদস্যভুক্ত ২ হাজার ১৪০টি কারখানার মধ্যে ২ হাজার ১২১টি নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করেছে। বাকি ১৯টির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন। এ ছাড়া সমঝোতায় পৌঁছানো ১৮টি বিষয়ের অন্যতম ছিল শ্রম আইন সংশোধন করা। এটি ডিসেম্বরের মধ্যে করার কথা বললেও মার্চ পর্যন্ত সময় পিছিয়ে নিয়েছে সরকার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তিনটি বিষয়ে শ্রম আইন সংশোধন হওয়ার কথা—শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, তাঁদের সার্ভিস বেনিফিট দেওয়া ও নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করা।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে অনেক কারখানা ১২০ দিন মাতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়া শুরু করেছে। সংশোধিত আইনে অস্থায়ী ও দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে চাকরি করা শ্রমিকদের ইস্তফা দেওয়ার সুযোগের কথা আছে। সমঝোতা বৈঠকে শ্রমিকদের জন্য রেশনব্যবস্থা চালু করতে মালিকদের কাছে প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। পাশাপাশি সব পোশাক কারখানায় শ্রমিকের হাজিরা বোনাস, টিফিন ও নাইট বিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়।

প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বেশ কিছু সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলেও রেশনের বিষয়ে কোনো অগ্রগতি নেই। ২০২৩ সালের আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোও প্রত্যাহার করা হয়নি। শ্রমিক সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, এসব মামলার অভিযোগপত্রও (চার্জশিট) দাখিল হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে থানাগুলোতে চিঠি দিয়েই মামলাগুলো প্রত্যাহার করা যেত। কিন্তু সেটা করা হয়নি।

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ বন্ধ করতে হলে তাঁদের ন্যায্য দাবিদাওয়া পূরণ করতে হবে। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ না করে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উর্ধ্বমূল্যের বাজারে যেখানে শ্রমিকেরা নিয়মিত মজুরি পেয়েও চলতে পারেন না, সেখানে মজুরি বাকি থাকলে তাঁরা চলবেন কীভাবে?

শ্রমিকদের বকেয়া বেতন পরিশোধ না হওয়া সম্পর্কে শ্রমিক অধিকার-সংক্রান্ত গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান আহমেদ বলেছেন, 'ক্ষুধার্ত মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না।' শ্রমিকেরা দুমুঠো খাবারের জন্যই কারখানায় কাজ করেন। তাঁদের ক্ষুধার্ত রেখে শিল্পাঞ্চলে শান্তি ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধসহ ১৮ দফা যৌথ ঘোষণা অবিলম্বে বাস্তবায়ন জরুরি।

ব্যয়ের বেশি টোল আদায়
নাগরিকের ওপর আর্থিক চাপ আর কত

সরকারি-বেসরকারি খরচে নির্মাণ করা হয় সেতু। টোল আদায়ের মাধ্যমে নাগরিকই সেতুর নির্মাণ ব্যয় পরিশোধ করেন। এখন সেই টোল আদায়ের পরিমাণ যদি নির্মাণব্যয় থেকে বহুগুণ হয়, তাহলে নাগরিকের পকেট থেকেই তার জোগান দিতে হয়। দেশে ২৬টি সেতুর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যাচ্ছে। আমরা মনে করি, এসব সেতুর টোল আদায়ের বিষয়টি সমন্বয় করা দরকার। কারণ, পরিবহন ব্যয় এতে বেড়ে যাচ্ছে।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতু দুটির নির্মাণ ব্যয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। তিন দশক আগে চালু হওয়া সেতু দুটি থেকে সরকার গত আগস্ট পর্যন্ত টোল বাবদ আয় করেছে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা। এত আয়ের পরও টোল থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। এ দুটি সেতুর মতো দেশের ২৬টি সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের বহুগুণ উঠে গেলেও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর টোল আদায় চলছেই। দু-একটি সেতু বড়, বেশির ভাগই মাঝারি।

টোলের কারণে যানবাহনের ভাড়া বেশি পড়ে এবং পণ্য পরিবহনের ব্যয় বেড়ে যায়। টোল অনেকটা পরোক্ষ করের মতো, যা গরিবের কাছ থেকে ধনীদের সমান হারে আদায় করা হয়। ধনী ও সচ্ছলদের কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে আয়করের মতো প্রত্যক্ষ কর আদায়ে মনোযোগী হতে হবে সরকারকে। বিগত সরকার সেখানে বড় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। টোল আদায় বন্ধে বিগত শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে বিক্ষোভও হয় অনেক জায়গায়। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পরও এমন বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে কোনো সুরাহা আমরা দেখতে পাই না।

সওজের কর্মকর্তারা বলে থাকেন, সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণে যে খরচ হয়, তা মেটানোর জন্য সরকার টোল আদায় করে থাকে। কিন্তু নির্মাণ ব্যয়ের কয়েক শ গুণই যদি টোল আদায় হয়, তা শুধু রক্ষণাবেক্ষণের খরচের বিষয় থাকে না; এটি স্পষ্ট সরকারের আয়ে পরিণত হয়। এ ছাড়া ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ইজারা দিয়ে তাঁদের পকেট ভারী করে দেওয়ার সুযোগও বলা যায় এ টোল আদায়কে। জনগণই এসব সেতুর নির্মাণ ব্যয় বহন করছে, মাঝখান দিয়ে শত শত কোটির মালিক বনে যাচ্ছেন কিছু রাজনৈতিক নেতা। এমন অযৌক্তিক ব্যবস্থার অবসান হওয়া জরুরি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যেসব সেতুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সীমিত হারে টোল রাখা যেতে পারে, বাকি সেতুগুলোকে টোলমুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। রাজস্ব আদায়ের জন্য সম্পদশালীদের কাছ থেকে বাড়তি কর আদায় ও করযোগ্য মানুষকে করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

আমরা আশা করি, অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টির দিকে সুনজর দেবে।

বৈশ্বিক অর্থনীতি

মার্কিন ডলারের বিশ্ব আধিপত্য কি বিপন্ন

মইনুল ইসলাম

সম্প্রতি রাশিয়ার কাজানে ব্রিকসের সম্মেলন শেষ হয়েছে। ব্রিকসের ১০ সদস্যদেশসহ মোট ৩৫টি দেশের প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্যদেশগুলোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের পরিবর্তে ব্রিকসের নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, যা বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের আধিপত্য অনেকখানি খর্ব করবে বলে দাবি করা হচ্ছে।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর অর্থনীতির মালিক যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের প্রভাবশালী হাতিয়ার হলো মার্কিন ডলার। ১৯৪৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মাধ্যমে এই হাতিয়ারের জাল বিস্তার শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ পাউন্ড-স্টার্লিংয়ের পরিবর্তে মার্কিন ডলারকে বিশ্বের যাবতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, মুদ্রা বিনিময় ও অর্থ লেনদেনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের একক গ্যারান্টির ভিত্তিতে ৩৫ ডলারে ১ আউন্স সোনার দাম নির্ধারণ ও স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে 'ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম' চালু করেছিল আইএমএফ। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত আইএমএফের ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম কাজ করলেও বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষের দিকে 'ডলার-সংকট বা সোনার সংকটের' সময় ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ে। সোনার দাম ওই সময় হু হু করে বাড়তে বাড়তে ১ আউন্স ৩০০ ডলার ছাড়িয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্র ডলারের দাম স্থিতিশীল রাখার দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এর ফলে আইএমএফের 'ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম' ভেস্তে যায়। এর পরিবর্তে চালু করা হয় 'ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম'। এ ব্যবস্থায় সোনার দাম এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক দাম নির্ধারণ আন্তর্জাতিক বাজারের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়।

ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেমের কারণে ক্রমেই সারা বিশ্বে পরম শক্তিশালী হয়ে ওঠে মুদ্রা বেচাকেনার বাজার। তথ্যপ্রযুক্তি-বিপ্লবের কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারের দক্ষতা আকাশচুম্বী হয়ে পড়ছে ক্রমেই। বিশ্ব মুদ্রাবাজারে ১৯৭২ সাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বহাল রেখেছে মার্কিন ডলার।

ব্রিকস দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি এখন বিশ্বের মোট জিডিপির ৪৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। ছবি : এএফপি

সাম্রাজ্যবাদকে রুশ বিপ্লবের স্থপতি ভ্লাদিমির লেনিন অভিহিত করেন 'পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর'। রাজনৈতিক অর্থনীতির তত্ত্বে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিক নাম হলো 'স্টেট মনোপলি ক্যাপিটালিজম' বা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ। একচেটিয়া পুঁজিবাদ শক্তি সঞ্চয়ের এক পর্যায়ে যখন রাষ্ট্রের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করে, তখন রাষ্ট্রগুলো ওই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশ দখলের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

সাম্রাজ্যবাদী দখলদারি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে গিয়েই মানবজাতিকে দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে সাম্রাজ্যের অধিকারী দেশগুলো। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি উপনিবেশের মালিক, যাদের তুলনায় জার্মানির উপনিবেশ ছিল অনেক কম। কারণ, জার্মানি ১৮৭০ সালে যখন একত্রীকরণের মাধ্যমে একক দেশ হিসেবে গঠিত হয়েছিল, তখন পুরোনো ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো বিশ্বের বেশির ভাগ উপনিবেশের ওপর নিজেদের দখলদারি পাকাপোক্ত করে ফেলেছিল এবং উপনিবেশগুলোর ভাগ-বাঁটোয়ারাও প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছিল।

নিজেদের ভাগে আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর ভাগ-বাঁটোয়ারা বাড়ানোর জন্য জার্মানি ১৮৮৬ সালে বার্লিন কনফারেন্সের আয়োজন করলেও তারা সফল হতে পারেনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যৌথ কূটচালের কারণে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানি ওই অবস্থানের পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু ১৯১৮ সালে তাদের শোচনীয় পরাজয় ওই উদ্দেশ্যকে ভন্ডুল করে দিয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের যে অপমানজনক বোঝা ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেটাই জার্মান জাতিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই যুদ্ধে বিশ্বের জনগণ প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণহানিসহ যে ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছিল, তার ফলে ঔপনিবেশিক কাঠামো পরিত্যাগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল মনে করা হলেও প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ শুধু রূপ ও কৌশল পরিবর্তন করেছে। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ এখনো বিশ্বরাজনীতি ও অর্থনীতির প্রধান নিয়ামক হিসেবে অটুট রয়ে গেছে।

তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ ১৯৪৫-৭৫ পর্বে সরাসরি ঔপনিবেশিক দখলদারি থেকে ভৌগোলিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও সাম্রাজ্যবাদী-রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক পরনির্ভরতার এক অবিচ্ছেদ্য জালে এখন পর্যন্ত আটকা রয়েছে। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের এই 'আধিপত্য পরনির্ভরতার' জালে সবচেয়ে ক্ষমতাধর অধিপতির ভূমিকা পালন করে চলেছে যুক্তরাষ্ট্র।

মার্কিনদের রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের চেয়ে প্রতিবছর অনেক কম হওয়ায় তাদের ব্যালান্স অব পেমেন্টস বা লেনদেনের ভারসাম্যের চলতি হিসাবে নিয়মিতভাবে ঘাটতি সৃষ্টি হচ্ছে। অন্য কোনো দেশ এ রকম ঘাটতিতে পড়লে ওই দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মানে ধস নামত কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে একেবারেই ব্যতিক্রম। তাদের মুদ্রা ডলার যেহেতু বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের প্রধান অংশ, তাই কোনো দেশই চায় না ডলারের বৈদেশিক মানে ধস নামুক।

উদাহরণ হিসেবে চীনের ব্যাপারটা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীন এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের মুদ্রাকে ডলারের সঙ্গে একটা স্থিতিশীল সম্পর্কে বহাল রাখতে চায়। নয়তো একদিকে তাদের কাছে ডলারের যে বিশাল মজুত রয়েছে, তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অন্যদিকে তাদের রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ক্ষুণ্ন হবে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত দেশ হয়েও যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বের অর্থনৈতিক আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হচ্ছে মার্কিন ডলারের এই একক আধিপত্যের কারণে।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার বৈদেশিক মান ডলারপ্রতি সরকারি হিসাবে ৪ দশমিক ৭৬ টাকা হলেও খোলাবাজারে ছিল ১৫ টাকা। এখন এক ডলারের বাজারদর বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত বাজারে ১২০ টাকা আর খোলাবাজারে প্রতি ডলার বিক্রি হয় ১২২ টাকায়। গত আড়াই বছরে ডলারের তুলনায় টাকার বৈদেশিক মান ৪২ শতাংশের বেশি অবচয়ন হয়েছে। এর ফলে আমাদের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে এবং আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও বড়সড় ধস নেমেছে।

অথচ আমরা ডলারের দাম নির্ধারণে এখনো 'ফ্রি ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট সিস্টেম' বা বাজারের ওপর পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার পদ্ধতি চালু করিনি। 'ক্রলিং পেগ' পদ্ধতি এখন অনুসরণ করছি। এ ক্ষেত্রে ডলারের দাম টাকার অঙ্কে ক্রমেই আরও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। ডলারের দামকে স্থিতিশীল রাখার জন্য সব দেশের সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে প্রয়াস জারি রাখা সত্ত্বেও দিন দিন ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়াকে থামাতে অসমর্থ হচ্ছে প্রায় সব দেশ (পাকিস্তানে এক ডলারের দাম এখন ২৮০ রুপির আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, যার ফলে পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতির হার এখন ৩০ শতাংশে পৌঁছে গেছে)।

আইএমএফ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর সার্বক্ষণিক চাপ অব্যাহত রেখে চলেছে ক্রমেই ডলারের দাম দেশি মুদ্রায় বাড়ানোর ব্যাপারে। তাদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের দেশে ডলারের তুলনায় মুদ্রাগুলো 'অতিমূল্যায়িত' রয়ে যাচ্ছে, তাই মুদ্রার অবচয়ন (ডেপ্রিসিয়েশন) আইএমএফের প্রধান দাবিগুলোর মধ্যে সব সময় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্রিকস সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মার্কিন ডলারের বিশ্ব আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করেছে। ব্রিকস দেশগুলোর সম্মিলিত জিডিপি এখন বিশ্বের মোট জিডিপির ৪৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এই অনুপাত ক্রমবর্ধমান। বিশ্বের জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ ব্রিকসের সদস্যদেশগুলোর অধিবাসী। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব আধিপত্য খর্ব করে ভবিষ্যতে যদি ব্রিকস একটি 'বহুমেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব' গড়ে তুলতে পারে, তাহলে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশও 'ডলার সাম্রাজ্যবাদের' একটি বিকল্প খুঁজে পাবে।

● **ড. মইনুল ইসলাম** অর্থনীতিবিদ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক

বন্য প্রাণী

হাতি মরে যাচ্ছে, নাকি মারা হচ্ছে

গওহার নঈম ওয়ারা

প্রায় নিয়মিত বিরতিতে মা হাতি, হাতির বাচ্চা মারা যাচ্ছে বা মেরে ফেলা হচ্ছে। প্রতিটি ঘটনার পর গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। কিন্তু থামছে না হাতি হত্যার মিছিল।

শেরপুরের নালিতাবাড়ীর সীমান্তবর্তী পোড়াগাঁও ইউনিয়নের বাতকুচি গ্রামে এখন মানুষের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেছে। প্রতি রাতেই হাতি সেখানে জড়ো হয়ে উচ্চ স্বরে 'কান্নাকাটি' করছে। আসলে হাতিগুলো তাদের মৃত সাথির খোঁজ করছে। সেটাই গ্রামবাসীর কাছে 'কান্নাকাটি' মনে হচ্ছে। মাত্র কয় দিন আগে হাতিটি সন্তান জন্ম দিয়েছিল। অভিজ্ঞতা বলে, আগামী পূর্ণিমার আগে-পরে নিখোঁজ (আসলে খুন এবং হাতিদের অগোচরে পুঁতে ফেলায় গুম) সাথির খোঁজে পাগলপ্রায় হাতির দল নিহত হাতিটির সন্ধান চালিয়ে যাবে। সন্ধান করতে থাকবে গুমঘর বা আধুনিক আয়নাঘরের!

গত ৩১ অক্টোবর রাত ৯টার দিকে গ্রামবাসীর পেতে রাখা বৈদ্যুতিক ফাঁদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায় সদ্য মা হওয়া হাতিটি। সেই রাতে অন্যান্য হাতি না পালিয়ে সারা রাত হাতিটিকে ঘিরে রাখে আর ডাকতে থাকে। খবর পেয়ে রাত ১২টা নাগাদ বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও হাতিগুলো নড়েনি। বনবাবুরা শেষ পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ফাঁদের প্রাণভোমরা জেনারেটরটা জব্দ করে তাঁদের দায়িত্ব শেষ করেন। পরদিন অর্থাৎ শুক্রবার সকালে নিথর হাতিটি রেখে অন্য হাতিগুলো জঙ্গলে ফিরে যায়। মনে রাখা দরকার, হাতি হচ্ছে যূথবদ্ধ ও পরিবারকেন্দ্রিক প্রাণী। এদের এক সদস্যের মৃত্যু তার পরিবারের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি ডেকে আনে।

বৈদ্যুতিক ফাঁদে হাতি হত্যার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এই সিলসিলা অনেক দিনের। ২০২৪ সালের ১৬ আগস্ট টেকনাফের বাহারছড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নোয়াখালীপাড়ার কোনারপাড়া এলাকায় একইভাবে মারা হয় অন্য একটি হাতি। নিহত হাতিটির বয়স ছিল ২৫ থেকে ৩০ বছর। এক বছর আগে, ২০২৩ সালের ২৪ অক্টোবর কক্সবাজারের রামুর দক্ষিণ মিঠাছড়ি ইউনিয়নের পানেরছড়া এলাকায় 'বৈদ্যুতিক ফাঁদে' আটকে মারা যায় আরেকটি হাতি।

সম্প্রতি ট্রেনের ধাক্কায় আহত হয়ে মারা যায় একটি হাতির বাচ্চা। অভিযোগ আছে অবহেলা আর ভুল চিকিৎসার। আহত হাতিটি দুর্ঘটনাস্থল চুনতি থেকে ডুলাহাজারার প্রাণী চিকিৎসা হাসপাতালে নিতে ৪৮ ঘণ্টা সময় লেগেছিল! ১৩ অক্টোবর রাত সাড়ে আটটার দিকে কক্সবাজার থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন চুনতি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্যে ছয় হাতির একটা দলকে ধাক্কা দেয়। জোছনারাতে হাতির এই দল তখন তথাকথিত এলিফ্যান্ট ওভারপাসের (রেললাইনের ওপর দিয়ে হাতি পারাপারের পথ) কাছে ছিল। ওভারপাসের উত্তর পাশে ট্রেনের ধাক্কায় হাতিটির পেছনের ডান পা ভেঙে যায়। সময়মতো সঠিক চিকিৎসা পেলে এই মৃত্যু হয়তো এড়ানো যেত।

হাতি হত্যা মতান্তরে হাতির মৃত্যুর তালিকা অনেক লম্বা। হাতির 'মৃত্যু' বন্ধের জন্য প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন

জোছনারাতে বেশি সাবধান হতে হবে

মানুষের যেমন জোছনাস্নানের শখ হয়, বনের প্রাণীদের তেমন ইচ্ছা করে। লোকালয়ের প্রাণী, বিশেষ করে সারমেয়দের জোছনা-চাঞ্চল্য প্রাণিপ্রেমিকমাত্রই লক্ষ করে থাকবেন। জোছনার আলোয় খাবারের সন্ধানে বন্য প্রাণীগুলো বের হয়, এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। আর চালতার সময় চালতার গন্ধে তারা লোকালয়ের কাছে একটু বেশি আসে, পাকা ধানের গন্ধও তাদের আকর্ষিত করে।

এলিফ্যান্ট ওভারপাসের কাছে হাতির দলকে ধাক্কা দেওয়ার অপরাধে ট্রেনচালককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। হাতিটি মারা যাওয়ার পর একটা কিছু 'অ্যাকশন' দেখানোর চাপ থেকে এ রকমটি করা হতে পারে। যেসব বনে হাতির চলাফেরা আছে, তার বুক চিড়ে বসানো হয়েছে রেললাইন, সেখানে হাতির মনমানসিকতা চলাফেরার নিয়মনীতি জোছনা-অমাবস্যায় প্রাণীদের গতিবিধির রকমফের নিয়ে রেলে কি কোনো চর্চা আছে? ট্রেনচালকদের প্রশিক্ষণে কি এসব নিয়ে কেউ আলোচনা করেন? আর প্রতি শুক্লপক্ষে তাঁদের সেগুলো মনে করিয়ে দেওয়া হয় কি? আমরা কি জানি, হাতি সন্তান প্রসবের সময় সমতলে চলে আসে দলবল নিয়ে। আমাদের বনবাবুরা কি সেদিকে সজাগ থাকেন? কারণ, লোকালয়ে আসা একের পর এক বুনো হাতি বিষক্রিয়াতেও মরছে। এই বিষক্রিয়ার কারণ কি বের করেছে বন বিভাগ?

আন্ডারপাসে ত্রুটি নেই তো?

হাতি হত্যা মতান্তরে হাতির মৃত্যুর তালিকা অনেক লম্বা। হাতির 'মৃত্যু' বন্ধের জন্য প্রতিটি ঘটনার চুলচেরা তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, রেলপথের কথিত বাইপাস কি হাতিবান্ধব হয়েছে, না দায়সারা নিয়ম রক্ষা হয়েছে মাত্র। খালি চোখে দেখলেই বোঝা যায়, সরু আন্ডারপাস দিয়ে হাতি যেতে পারবে না। আদতে হয়েছেও তা-ই, সরু আন্ডারপাস হাতির দল ব্যবহার করছে না। সবাই জানে, ২০১২ সালে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের শুরুতে চুনতি, ফাসিয়াখালী ও মেধাকচ্ছপিয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ওপর রেলপথ নির্মাণের বন বিভাগের মত ছিল না। বন্য প্রাণীর সর্বোচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থা ও স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করার মৌখিক আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দেয় বন বিভাগ। পরে দুই সংস্থার সঙ্গে হওয়া চুক্তি ও গেজেট অনুযায়ী দাবি মেনে নিতে বারবার তাগাদা দেয় বন বিভাগ। কিন্তু সেসব কানে নেয়নি রেলওয়ের প্রকল্প বিভাগ। বর্তমানে দৈনিক তিন জোড়া ট্রেন চলছে। পুরোদমে চালু হলে ট্রেন চলবে প্রায় ২৩ জোড়া। তখন হাতিসহ বন্য প্রাণীর ঝুঁকি আরও বাড়বে। অন্তর্বর্তী সরকার বিষয়টি অন্তর দিয়ে ভেবে দেখতে পারে।

● **গওহার নঈম ওয়ারা** লেখক ও গবেষক
wahragawher@gmail.com

ভূরাজনীতি

ট্রাম্প জমানায় যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্ক সম্পর্ক কেমন হবে

এলিফ সেলিন চালিক

হেনরি কিসিঞ্জার তাঁর *ডিপ্লোমেসি* বইয়ে লিখেছেন, 'রাষ্ট্রনায়কেরা যখন কোনো বিষয়ে সময়ক্ষেপণ করতে চান, তখন তাঁরা আলোচনার প্রস্তাব দেন।'

যেহেতু ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্ক সম্পর্ক একটি থমকে যাওয়া অবস্থায় পৌঁছেছে, সেহেতু কিসিঞ্জারের বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন উঠছে। তা হলো, ট্রাম্প কি তাহলে এরদোয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সংলাপ শুরুর প্রস্তাব দেবেন? যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের অংশীদারত্বমূলক কৌশলগতভিত্তিক অগ্রাধিকারের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তবে সেই সম্পর্ক এখন নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে।

ব্রিকস জোটে যোগ দেওয়াসহ বিভিন্ন মাধ্যমে তুরস্কের ভূরাজনৈতিক অবস্থান আরও শক্তিশালী হলে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য নতুন কূটনৈতিক পথ তৈরি হতে পারে। এর ধারাবাহিকতায় বাণিজ্যে নতুন শুল্ক আরোপ, উত্তর সিরিয়ায় মার্কিন উপস্থিতি নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা এবং ন্যাটোসহ অন্যান্য জোট নিয়ে বিতর্কের মতো বিষয়গুলো ট্রাম্পের নতুন সরকারকে একদিকে সম্ভাবনাময় করতে পারে, অন্যদিকে তা ঝুঁকিপূর্ণও করে তুলতে পারে।

প্রথম মেয়াদে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তুরস্ক থেকে ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়াম আমদানির ওপর শুল্ক আরোপ করেছিলেন। এর ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক উত্তেজনা বেড়ে গিয়েছিল এবং ২০১৮-১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে তুরস্কের রপ্তানি প্রায় ২০ শতাংশ কমে গিয়েছিল।

তবে সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে আঙ্কারা আশা করছে, নতুন মার্কিন প্রশাসন তুরস্কের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক উত্তেজনা কমাবে।

তুরস্কের ওপর শুল্ক কমানো ট্রাম্পের নতুন পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে। এটি হলে তা বছরে প্রায় আড়াই হাজার কোটি ডলারের বাণিজ্য সম্পর্ককে নতুন করে উদ্দীপ্ত করতে পারে। তুরস্কের পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে, তুরস্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি বাজার হলো (জার্মানির পরেই) যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র যদি শুল্ক কমায়, তাহলে তুরস্কের বস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও গাড়ির যন্ত্রাংশের মতো প্রধান প্রধান শিল্পের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। এতে যুক্তরাষ্ট্রে তুরস্কের রপ্তানি বছরে প্রায় ১০ শতাংশ বাড়তে পারে।

শুল্ক কমানো ট্রাম্পের একটি পদক্ষেপ হতে পারে, যা তাঁর 'আগে আমেরিকা' নীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এটি এমন একটি বোঝাপড়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রবৃদ্ধি বাড়াতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে তা ন্যাটোর একটি সদস্যরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তেজনাকে প্রশমিত করবে।

উত্তর সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র কুর্দি মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলোকে যে সমর্থন দিয়ে আসছে, তা দীর্ঘদিন ধরে তুরস্ককে দুশ্চিন্তায় রেখেছে। এটি যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্ক সম্পর্ককে অস্থির করেছে। কারণ, আঙ্কারা কুর্দি পিপলস প্রটেকশন ইউনিটসকে (ওয়াইপিজি) অনেকটা পিকেকে ঘরানার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে দেখে থাকে।

হবু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান

২০১৯ সালে ট্রাম্প উত্তর সিরিয়া থেকে সাময়িকভাবে সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা তুরস্ককে উত্তর সিরিয়ায় একটি 'সুরক্ষিত অঞ্চল' গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। এখন ট্রাম্প ফিরে আসায় সেখান থেকে আরও এক দফা মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সম্ভাবনা রয়েছে। এটি করা হলে তা তুরস্কের নিরাপত্তা স্বার্থের সহায়ক হতে পারে। এটি দুই দেশের সম্পর্ককে জোরালো করতে পারে।

উত্তর সিরিয়ায় প্রায় ৯০০ মার্কিন সেনা আছে। সেখানকার স্থিতিশীলতার জন্য, বিশেষ করে দায়েশ (আইএস) মোকাবিলায় তাদের উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তা সত্ত্বেও ট্রাম্প সেখান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করে তথা সেখানে মার্কিন প্রভাব কমিয়ে তুরস্ককে সীমান্তের ওপর আগের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে পারে। তবে এটি যুক্তরাষ্ট্র-তুরস্কের উত্তেজনা কমাতে সাহায্য করলেও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি বদলে দেবে। এর ফলে কুর্দিদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের মৈত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, ন্যাটোতে তুরস্কের সদস্যপদ দেশটির প্রতিরক্ষাব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পশ্চিমাদের সঙ্গে তুরস্কের সংযোগ রক্ষার অপরিহার্য মাধ্যম।

তবে তুরস্ক রাশিয়ার কাছ থেকে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা কেনার পর ন্যাটোর সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্ক জটিল হয়ে পড়েছে। এর জের ধরে যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান প্রকল্প থেকে তুরস্ককে বাদ দিয়েছে। ট্রাম্পের পূর্ববর্তী নীতি এই সমস্যা সমাধানে সব ধরনের দিক পরীক্ষা করেছিল। নতুন মেয়াদে তুরস্কের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানের একটি সুযোগ হতে পারে। তার অংশ হিসেবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে তুরস্ককে এফ-৩৫ প্রকল্পে ফেরত নেওয়ার বিষয়টি ট্রাম্প প্রশাসন বিবেচনা করতে পারে।

যেহেতু তুরস্ক এই অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রেখেছে, সেহেতু ন্যাটোর দক্ষিণ সীমান্তকে শক্তিশালী করতে এবং ভাগাভাগি করা নিরাপত্তাঝুঁকি মোকাবিলা করতে তুরস্কের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের একটি উন্নত প্রতিরক্ষা চুক্তি সাহায্য করতে পারে। সেই দিক বিবেচনায় নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নিতে পারে।

● **ড. এলিফ সেলিন চালিক** একজন লন্ডনভিত্তিক বিজ্ঞানী ও টেকসই উন্নয়নবিশেষজ্ঞ

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

চিঠিপত্র

ফরম পূরণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭১ বছর পার করে ৭২ বছরে চলছে, কিন্তু এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু জায়গায় আধুনিকতার ছোঁয়া পায়নি। যেখানে বাংলাদেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ফরম পূরণ করা হয়, সেখানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কয়েক ধাপে দুই-তিন দিনে এই কাজগুলো করতে হয়।

প্রথমে অনলাইনে একটি ফরম পূরণ করতে হয়। এরপর সেই ফরম ডাউনলোড করে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ হলে গিয়ে হল প্রাধ্যক্ষ স্যারের স্বাক্ষর করতে হয়। এখানেও রয়েছে ভোগান্তি, প্রাধ্যক্ষ স্যারের স্বাক্ষর নেওয়ার জন্য হলের ব্যাংক হিসাব নম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংক শাখায় এসে ৫০ টাকা জমা দিতে হয়। এরপর ৫০ টাকার জমা দেওয়ার স্লিপ, অনলাইন থেকে ডাউনলোডকৃত ফরমের সঙ্গে জুড়ে হলে জমা দিতে হয়। সব আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করার পরও প্রাধ্যক্ষ স্যারের স্বাক্ষর নিতে বেশির ভাগ সময়ই শিক্ষার্থীদের এক দিন অপেক্ষা করতে হয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দু-তিন ঘণ্টা বসে থেকে পাওয়া যায়। এরপর প্রাধ্যক্ষ স্যারের স্বাক্ষরযুক্ত ফরম লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাংকে টাকাসহ জমা দিতে হয়। এই দীর্ঘ ভোগান্তির কাজ সেমিস্টার পরীক্ষার ঠিক এক সপ্তাহ আগে করতে হয়।

পরিশেষে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি ফরম পূরণ করার ব্যবস্থা করে দিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাতে করে শিক্ষার্থীরা সময় অপচয় এবং ভোগান্তি থেকে রক্ষা পায়।

সাইদুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
editorial@prothomalo.com

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান, মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

সবুজ অর্থনীতি — কম কার্বন খরচ করে পরিবেশ-প্রকৃতি-জীববৈচিত্র্যের সমন্বয়ে যে অর্থনীতি বেড়ে ওঠে, তাকে 'সবুজ অর্থনীতি' বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩. কোন সুবাদার ঢাকায় বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. শায়েস্তা খান খ. শাহ সুজা
গ. ইসলাম খান ঘ. বাহাদুর শাহ

২৪. একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই মৌর্য, গুপ্ত প্রভৃতি শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে। এই জনগোষ্ঠীর নাম কী?
ক. অনার্য খ. আর্য
গ. দ্রাবিড় ঘ. রূঢ়

২৫. পাঠ্যবই পড়ার সময় বাংলা অঞ্চলের প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শাসকের নাম জানতে পারে। এই শাসকের নাম কী?
ক. চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ. ধর্মপাল
গ. অশোক ঘ. খলজি

২৬. 'মাৎস্যন্যায়' সময়টি প্রাচীন বাংলায় এর ব্যাপ্তি ছিল কত বছর?
ক. প্রায় ২০০ বছর খ. প্রায় ১০১ বছর
গ. প্রায় ১০০ বছর ঘ. প্রায় ২৫০ বছর

২৭. বাংলা অঞ্চলের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশ থেকে সেনদের হটিয়ে তুর্কি খলজিরা নিয়ন্ত্রণ নেয়। এদের রাজধানী ছিল কোথায়?
ক. বর্ধমান খ. কর্ণসুবর্ণ
গ. লখনৌতি ঘ. পুরী

২৮. হোসেন শাহী বংশের শাসকদের সুযোগে হাবসি ক্রীতদাসরা বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে। এরা কত বছর শাসন করে?
ক. ৪ বছর খ. ৬ বছর
গ. ১০ বছর ঘ. ১৫ বছর

সঠিক উত্তর
২৩. গ ২৪. খ ২৫. গ ২৬. গ ২৭. গ ২৮. খ।

 # রচনামূলক প্রশ্ন

প্রশ্ন : 'প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র'—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর : সমতট ছিল বাংলার দক্ষিণ-পূর্বাংশের জনপদ। আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে সুয়ান জ্যাং (হিউয়েন সাং) নামে একজন চৈনিক পর্যটক বাংলায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি, প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটা কেন্দ্র। এখানে তিনি অনেক স্থাপনা দেখেছিলেন। এই স্থানগুলোকে বলা হতো বিহার। বিহারগুলোতে বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুরা বসবাস করতেন, ধর্ম ও জ্ঞান চর্চা করতেন। তাই বলা যায়, প্রাচীন সমতট ছিল বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রধান একটি কেন্দ্র।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

গণিত | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

রণজিৎ কুমার শীল, *সিনিয়র শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 7, 11, 15, 19, ...43, এটি কোন ধরনের অনুক্রম?
ক. অসীম খ. সমান্তর
গ. ভাজিত ঘ. গুণোত্তর

২. —2 + 1 + 4 + 7 + ... ধারাটির সাধারণ পদ কত?
ক. 3n-1 খ. 3n-2
গ. 3n-4 ঘ. 3n-5

৩. 7, 13, 19, 25, ...অনুক্রমটির প্রথম 30টি পদের সমষ্টি কত?
ক. 2800 খ. 2820
গ. 2840 ঘ. 2860

৪. প্রথম 26টি স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত?
ক. 350 খ. 351
গ. 450 ঘ. 451

৫. $a + ar + ar^2 + ...$ অসীম গুণোত্তর ধারার সমষ্টি থাকার শর্ত কী?
ক. $-1 < r < 1$ খ. $r < 1$
গ. $r < -1$ ঘ. $0 < r < 1$

৬. 2, 4, 6, 8, ... অনুক্রমটির n তম পদ কত?
ক. 2n-3 খ. 4n-2
গ. 2n ঘ. 3n-3

৭. $a_n = \frac{n-1}{2n-1}$ হলে, অনুক্রমটি নিচের কোনটি?
ক. $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{2}{7} \cdots$
খ. $\frac{5}{9}, \frac{9}{11}, \frac{3}{4}, \frac{2}{3}, \cdots$
গ. $0, \frac{1}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7} \cdots$
ঘ. $0, \frac{2}{3}, \frac{2}{5}, \frac{3}{7} \cdots$

৮. $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$ ...... অনুক্রমটির সাধারণ পদ কোনটি?
ক. $\frac{1}{n}$ খ. $\frac{1}{2^n}$
গ. $\frac{1}{n+1}$ ঘ. $\frac{n}{n+1}$

৯. $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{16} \cdots$ অসীম অনুক্রমটি কোন ধরনের?
ক. সমান্তর খ. গুণোত্তর
গ. সংখ্যাসূচক ঘ. সসীম

১০. $a_n = (-1)^{n+1}$ হলে, অনুক্রমটি নিচের কোনটি?
ক. 2, 3, 4, 5, ...
খ. 1,-1,1,-1, ...
গ. 1, 2, 4, ...
ঘ. 2, 4, 6,...

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ২ : ১. খ ২. ঘ ৩. খ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. গ ৮. ঘ ৯. খ ১০. খ

ক্যাডেটে ভর্তির প্রস্তুতি-২১

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

যতিচিহ্ন

আমরা কথা বলার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। বাক্যের অর্থ প্রকাশের জন্য বাক্যের মাঝখানে মাঝেমধ্যে থামতে হয়। এই থামার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিছু চিহ্ন।

বাক্যের অর্থকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপনের জন্য বাক্যের মধ্যে বা শেষে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে যতিচিহ্ন বলে। এগুলোকে বিরামচিহ্ন বা ছেদচিহ্নও বলা হয়।

প্রশ্ন, আবেগ (আনন্দ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা বা বিষাদ) প্রকাশক বাক্য বোঝানোর জন্যও কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

যতিচিহ্নগুলোর আলাদা আলাদা আকৃতি আছে। যেমন : দাঁড়ি (।), কমা (,), সেমিকোলন (;), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!), হাইফেন (-), কোলন (:) ইত্যাদি।

যতিচিহ্নের কাজ

দাঁড়ি (।)
বাক্যের সমাপ্তি বা পূর্ণ বিরতি বোঝাতে বাক্যের শেষে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়।
যেমন : সে খেলার মাঠ থেকে বাড়ি ফিরল।
বাংলায় লেখা স্টিকার এই প্রথম দেখলাম।

প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন (?)
প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা বোঝাতে প্রশ্নচিহ্ন বা জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন :
সে কখন এসেছে?
কেন বোন পারুল ডাকোরে?

বিস্ময়চিহ্ন (!)
মনের আবেগ, যেমন ভয়, ঘৃণা, আনন্দ ও দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ করতে এবং সম্বোধন পদের পর বিস্ময়চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যেমন :
বাহ! তুমি তো চমৎকার ছবি আঁকো।
ওমা! কী হলো চুড়িটার?

কমা (,)
বাক্যের মধ্যে অল্প বিরতির জন্য কমা ব্যবহৃত হয়।
যেমন :
সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।
আমার পছন্দের ফুল গোলাপ, বেলি, জুঁই আর হাসনাহেনা।
সুমি, এদিকে এসো। নিপা, এদিকে তাকাও।

সেমিকোলন (;)
ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক আছে, এমন দুটি বাক্যের মাঝখানে সেমিকোলন বসে।
যেমন : তিনি এলেন; তবে বেশিক্ষণ বসলেন না।

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬, পরিচ্ছেদ ২

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি কে লিখেছেন?
উত্তর : জহির রায়হান
প্রশ্ন : জহির রায়হানের জন্ম-মৃত্যু সাল লেখ।
উত্তর : জন্ম ১৯৩৫ সাল আর মৃত্যু ১৯৭২ সাল।
প্রশ্ন : জহির রায়হান কোন ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন?
উত্তর : কথাসাহিত্যিক
প্রশ্ন : সাহিত্যিকের বাইরে জহির রায়হানের আর কী পরিচয় পাওয়া যায়?
উত্তর : চলচ্চিত্র-নির্মাতা
প্রশ্ন : জহির রায়হানের কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো।
উত্তর : হাজার বছর ধরে, বরফ গলা নদী, আরেক ফাল্গুন, শেষ বিকেলের মেয়ে ইত্যাদি।
প্রশ্ন : জহির রায়হানের একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নাম লেখ।
উত্তর : জীবন থেকে নেওয়া
প্রশ্ন : 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর : 'সময়ের প্রয়োজনে' গল্পগ্রন্থ থেকে

জহির রায়হান

প্রশ্ন : লেখক কিছুদিন আগে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?
উত্তর : মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।
প্রশ্ন : ক্যাম্প কমান্ডার লেখককে যে খাতা দিলেন, সেটা কোন রঙের?
উত্তর : লাল মলাটে বাঁধানো
প্রশ্ন : রাইফেল কাঁধে মুক্তিযোদ্ধা কোথায় দাঁড়ান?
উত্তর : ছোট্ট টিলাটির ওপর
প্রশ্ন : সামনে কয়টা তালগাছ?
উত্তর : দুটি
প্রশ্ন : ক্যাম্প কমান্ডার কয় রাত ঘুমাননি?
উত্তর : দুই রাত
প্রশ্ন : লঞ্চঘাটের অপরিসর বিশ্রামাগার কোন নদীর পাশে?
উত্তর : বুড়িগঙ্গা নদীর পাশে
প্রশ্ন : মেঝেতে কিসের মতো জমাট রক্ত?
উত্তর : পুডিংয়ের মতো।
প্রশ্ন : সাদা ফিতে কোন রং ধারণ করেছে?
উত্তর : লাল
প্রশ্ন : রক্তের স্রোত নর্দমায় কিসের মতো জমে গেছে?
উত্তর : লাভার মতো
প্রশ্ন : মিলিটারির গুলিতে ওপারে কত লোক মারা গেছে?
উত্তর : দু-তিন শ
প্রশ্ন : কিসের মতো চারপাশে ছুটে যাচ্ছে সবাই?
উত্তর : কাঁচকি মাছের মতো।
প্রশ্ন : আড়ালে কয়টা তাঁবু?
উত্তর : চার-পাঁচটা
প্রশ্ন : 'অপরিসর' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : অপ্রশস্ত।
প্রশ্ন : 'নর্দামা' বানানটি শুদ্ধ করে লেখো।
উত্তর : নর্দমা

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

নোটিশ বোর্ড

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি

■ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।
৬ষ্ঠ শ্রেণি : বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন। দিবা ও প্রভাতি শিফট।
৯ম শ্রেণি : বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন। প্রভাতি ও দিবা শিফট।

অনলাইনে আবেদনের তারিখ
আজ ১২/১১/২০২৪ থেকে ৩০/১১/২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
ফরম পূরণ : মাউশির নির্ধারিত https://gsa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে আবেদন ফরম পূরণ এবং Submit করতে হবে।

আবেদনের যোগ্যতা
৬ষ্ঠ শ্রেণির জন্য
২০২৪ সালে ৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। অনলাইন ভেরিফায়েড জন্মসনদ অনুযায়ী ৩১/১২/২০২৪ তারিখে বয়স ১০ থেকে ১২ বছর ৬ মাস-এর মধ্যে হতে হবে।
৫ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সার্বিকভাবে ৭০%-এর ওপরে এবং বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ৮৫%-এর ওপর নম্বর পেতে হবে।
৯ম শ্রেণির জন্য
২০২৪ সালে ৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ৮ম শ্রেণি/জেএসসি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। অনলাইন ভেরিফায়েড জন্মসনদ অনুযায়ী ৩১/১২/২০২৪ তারিখে বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
বিজ্ঞান বিভাগে আবেদনকারীর ৮ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় সার্বিকভাবে ৭০%-এর ওপরে এবং ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে ৮০%-এর ওপর নম্বর থাকতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.rajukcollege.edu.bd

ভিকারুননিসা নূন স্কুল বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি

■ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণির সব শাখায় বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে (প্রভাতি ও দিবা শাখায়) ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তি প্রক্রিয়াটি মাউশির নিয়মে ডিজিটাল দৈবচয়ন পদ্ধতিতে হবে।
অনলাইনে আবেদনের সময় : আবেদন করা যাবে ১২ নভেম্বর থেকে, চলবে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টা পর্যন্ত।
আবেদন ফি : ১১০ টাকা।
সব শাখায় ছাত্রী ভর্তি করা হবে : মোট ১৮৭২ জন।
অনলাইনে আবেদনের লিংক : https://gsa.teletalk.com.bd
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.vnsc.edu

বগুড়া জিলা স্কুল

■ বগুড়া জিলা স্কুল ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বয়সসীমা : ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বয়স ৭ বছর থেকে ৯ বছরের মধ্যে। (জন্মের তারিখ : ৩১-১২-২০১৫ থেকে ১-০১-২০১৮ এর মধ্যে)
আবেদন করার তারিখ : ১২ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৪।
লটারির মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bograzillaschool.edu.bd

ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেজি শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আসন সংখ্যা : ৭০টি।
অনলাইনে আবেদনের শেষ সময় : ৬/১২/২০২৪ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.eusc.edu.bd

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

সহপাঠ : কাকতাড়ুয়া

৭৩. ফুলকলি কে?
ক. কমান্ডারের কাজের মেয়ে
খ. কমান্ডারের নিজের মেয়ে
গ. বুধার বোন
ঘ. বুধার চাচি

৭৪. 'এখন থেকে তোকে আমি যুদ্ধ ডাকব, বুধা'—এ কথা বলেছে কে?
ক. রানি খ. আলি
গ. ফুলকলি ঘ. মিঠু

৭৫. ফুলকলি বুধাকে কী বলে ডাকে?
ক. মানিক রতন খ. কাকতাড়ুয়া
গ. বঙ্গবন্ধু ঘ. যুদ্ধ

৭৬. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে উল্লিখিত কুদ্দুস কে?
ক. হানাদার সৈন্য
খ. মুক্তিযোদ্ধা
গ. রাজাকার
ঘ. বুধার বন্ধু

৭৭. 'দেখ আমি তোর মাথায় প্রজাপতি ছড়িয়ে দিচ্ছি।'—উক্তিটি কার?
ক. ফুলকলির খ. কুন্তির
গ. বুধার ঘ. শাহাবুদ্দিনের

৭৮. 'কাকতাড়ুয়া' উপন্যাসে কোনটি মুক্তিযোদ্ধার নাম?
ক. কুদ্দুস খ. মতিউর
গ. শাহাবুদ্দিন ঘ. আহাদ

৭৯. 'রেকি করার কাজটা তোকে করতে হবে?'—কার উক্তিটি?
ক. কুন্তির খ. শাহাবুদ্দিনের
গ. কুদ্দুসের ঘ. মতিউরের

৮০. 'রেকি' করা বলতে কী বোঝায়?
ক. কোনো জায়গা ঘুরে দেখা
খ. কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানা
গ. কারও মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা
ঘ. কোথাও আক্রমণের পূর্বে বিস্তারিত জানা

৮১. 'রেকি করার কাজটা তোকে করতে হবে।'—উক্তিটি কার?
ক. কুন্তি খ. শাহাবুদ্দিন
গ. কুদ্দুস ঘ. মতিউর

৮২. 'তুই তো এই গাঁয়ে একাই যুদ্ধ করছিস।'—বুধাকে উদ্দেশ করে কথাটি কে বলেছে?
ক. আলি খ. মিঠু
গ. শাহাবুদ্দিন ঘ. ফজু

সঠিক উত্তর
কাকতাড়ুয়া : ৭৩. ক ৭৪. গ ৭৫. ঘ ৭৬. গ ৭৭. ক ৭৮. গ ৭৯. খ ৮০. ঘ ৮১. খ ৮২. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৪৭. লেখা সম্পাদনার প্রথম কাজ কী?
ক. মার্জিন বিন্যাস খ. বানান সংশোধন
গ. আকৃতি পরিবর্তন
ঘ. পৃষ্ঠার মাপ নির্ধারণ

৪৮. ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখির সাজসজ্জার প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
ক. সাজসজ্জা খ. Font
গ. ফরমেটিং টেক্সট
ঘ. ডেটা প্রসেসিং

৪৯. Font বলা হয় কোনটিকে?
ক. লেখার আকারকে
খ. লেখার সাইজকে
গ. বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষরকে
ঘ. লেখার ধরনকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫০ ও ৫১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
তানভীর একটি নতুন চাকরিতে আবেদন করার উদ্দেশ্যে তার সংরক্ষিত সিভির ওয়ার্ড ফাইলটি খুলল এবং তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে নতুন নামে সংরক্ষণ করল।

৫০. তানভীর নতুন সিভি সংরক্ষণে কোন অপশনটি ব্যবহার করল?
ক. Save খ. Open
গ. Save As ঘ. Close

৫১. সংরক্ষিত সিভি খুলতে তানভীর ব্যবহার করতে পারে—
i. Ctrl+O কমান্ড
ii. Open অপশন
iii. New অপশন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫২. Insert বাটনের নিকটস্থ বাঁ পাশের বাটন কোনটি?
ক. Home খ. Office
গ. Reference ঘ. Table

৫৩. লেখা মোছার জন্য ব্যবহার হয় কি-বোর্ডের কোন বোতামটি?
ক. Shift খ. Backspace
গ. Space ঘ. Tab

৫৪. ওয়ার্ড প্রসেসরে লেখালেখির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন স্টাইলের অক্ষরকে কী বলে?
ক. Copy খ. Font
গ. Text ঘ. Bullet

৫৫. সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফন্ট স্টাইল কোনটি?
ক. Arial খ. Tahoma
গ. Times New Roman ঘ. Bijoy

৫৬. কোনো লেখা কপি করার পর তা কোথায় অবস্থান করে?
ক. document-এ খ. clipboard-এ
গ. ওয়ার্ডে ঘ. ফাইলে

৫৭. কোন পদ্ধতিতে লেখা অক্ষর বা ছবি কাটা যায়?
ক. Backspace খ. Delete
গ. Cut ঘ. সব কটি

৫৮. কম্পিউটারে প্রদত্ত কোনো নির্দেশ বাতিল করার জন্য কোন বোতাম ব্যবহার করা হয়?
ক. Tab খ. Caps lock
গ. Ctrl ঘ. Esc

৫৯. কোনটি অন্যগুলো থেকে পৃথক?
ক. বসুন্ধরা খ. অপটিমা
গ. সুতন্বী এমজে ঘ. লেখনী

৬০. নিচের কোনটি বাংলা ভাষার ফন্ট?
ক. অপটিমা খ. সুতন্বী
গ. বিজয় ঘ. অভ্র

৬১. Font গ্রুপ কোন মেনুতে থাকে?
ক. Insert খ. Office
গ. Home ঘ. Edit

৬২. ওয়ার্ডে কোন ধরনের ফন্ট ব্যবহার করা যায়?
ক. বাংলা খ. ইংরেজি
গ. আরবি ঘ. সব কটি

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৪৭. খ ৪৮. গ ৪৯. গ ৫০. গ ৫১. ক ৫২. ক ৫৩. খ ৫৪. খ ৫৫. গ ৫৬. খ ৫৭. ঘ ৫৮. ঘ ৫৯. খ ৬০. খ ৬১. গ ৬২. ঘ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
- **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** বাংলা
- **নোটিশ বোর্ড :** উইল্‌স লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল ও কলেজ, দিনাজপুর ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ও কলেজে ভর্তি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৩১. 'প্লাইস্টোসিনকাল' বলা হয় কোন সময়কে?
ক. ২৫ হাজার বছর পূর্বের সময়কে
খ. আন্তবরফগলা সময়কে
গ. ২৫ লাখ বছর পূর্বের সময়কে
ঘ. ৭৫ হাজার বছর পূর্বের সময়কে

৩২. বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?
ক. জানুয়ারি খ. এপ্রিল
গ. জুন ঘ. সেপ্টেম্বর

৩৩. বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?
ক. জানুয়ারি খ. ফেব্রুয়ারি
গ. নভেম্বর ঘ. ডিসেম্বর

৩৪. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. ২টি খ. ৩টি
গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৩৫. ভূ-অভ্যন্তরের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়, তাকে কী বলে?
ক. কেন্দ্র খ. উপকেন্দ্র
গ. উপত্যকা ঘ. চ্যুতি

৩৬. ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী বলয়ে অবস্থিত নিচের কোনটি?
ক. চট্টগ্রাম খ. রংপুর
গ. বান্দরবান ঘ. খুলনা

৩৭. ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত লোক বাস করত?
ক. ৮১৫ জন খ. ৮৭৬ জন
গ. ১০১৫ জন ঘ. ১০৭৬ জন

৩৮. বাংলাদেশে 'কালবৈশাখী' কোন দিক থেকে প্রবাহিত হয়?
ক. পশ্চিম-উত্তর
খ. দক্ষিণ-পশ্চিম
গ. দক্ষিণ-পূর্ব ঘ. উত্তর-পূর্ব

৩৯. বাংলাদেশকে কেন ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল বলা হয়?
ক. ইন্ডিয়ান প্লেট ও মিয়ানমার সাবপ্লেটের মধ্যে বাংলাদেশ অবস্থিত
খ. এই এলাকায় নবীন পর্বতমালা অবস্থিত
গ. শিলা ধসে পড়ার কারণে
ঘ. প্লেটসমূহের সংঘর্ষের ফলে ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়

৪০. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় তাজিংডং-এর উচ্চতা কত?
ক. ১২৩১ মিটার খ. ১২৪২ মিটার
গ. ১৩০০ মিটার ঘ. ১৬১৫ মিটার

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৩১. ক ৩২. খ ৩৩. ক ৩৪. ক ৩৫. ক ৩৬. গ ৩৭. খ ৩৮. ক ৩৯. ক ৪০. ক

সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে প্রথম আলো বন্ধুসভার ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ছবি : দীপু মালাকার

তরুণোদয়ের নতুন আলোয় জেগেছে বাংলাদেশ

জাফর সাদিক, *সভাপতি, বন্ধুসভা জাতীয় পর্ষদ*

তারুণ্যের শক্তি বারবার দেখেছে বাংলাদেশ। '৫২, '৬৯, '৭১, '৮৭, '৯০, ২০০৮ সবশেষে ২০২৪—যেকোনো সংকটে তারুণ্যই ত্রাতা হয়ে এসেছে। তারুণ্যের শক্তিতেই মুক্তি পেয়েছে জাতি। বন্ধুসভা সেই তারুণ্যকেই লালন করে, ধারণ করে, দেশ গঠনে গড়ে তোলে। দেশ ও দেশের বাইরের ১৪০টির বেশি বন্ধুসভার লক্ষাধিক সদস্য ২৬ বছর ধরে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, সংকটে-সম্ভাবনায় নিজেদের প্রকাশ করেছেন। গেল জুলাই-আগস্টে তারুণ্যের অভূতপূর্ব জাগরণেও সারা দেশে বন্ধুসভার বন্ধুরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, সত্যের পক্ষে রুখে দাঁড়িয়েছেন। অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যখন দেশ আবার সংকটে, তখন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পাহারা, পরিচ্ছন্নতা ও ট্রাফিক কার্যক্রম, দেয়ালে বিপ্লবী গ্রাফিতি অঙ্কন—সবকিছুতেই ছিল বন্ধুদের সরব উপস্থিতি। শুধু কি তাই! এই তো আগস্টের বন্যায় যখন দেশের বিশাল একটি অঞ্চল হঠাৎ বিরানভূমিতে পরিণত হয়, তখন বন্ধুসভার বন্ধুরাই সাড়াদানকারীদের মধ্যে ছিলেন অগ্রগণ্য।

আত্মোন্নয়ন, মানবসেবা, ভালোবাসা আর সহমর্মিতায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে চর্চায় যাত্রা শুরু করেছিল বন্ধুসভা, প্রতিষ্ঠার ২৬ বছরে এসে তা আরও সুদৃঢ় হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে। বন্ধুদের বৃক্ষরোপণে সবুজে সবুজে ভরে উঠছে দেশ। এ বছরও সারা দেশে প্রায় দেড় লাখ গাছের চারা রোপণ করেছেন বন্ধুরা। সহমর্মিতা আর ভালোবাসায় ঈদ আনন্দে সুবিধাবঞ্চিত শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য যথাক্রমে প্রায় পাঁচ হাজার নতুন জামা ও সাড়ে পাঁচ হাজারের বেশি খাদ্যসামগ্রী উপহার দিয়েছে বন্ধুসভা, অর্থমূল্যে যার পরিমাণ ৩৭ লাখ ২৫ হাজার টাকার বেশি। বন্ধুরা পাখির জন্য বাসা বেঁধে দেন, ছিন্নমূল মানুষকে ঘর করে দেন, অসহায় পরিবারপ্রধানকে দোকান করে দেন, নারীদের স্বাবলম্বী করতে প্রশিক্ষণ দেন, আয়ের পথ তৈরি করে দেন, চিকিৎসাসেবা আর স্বাস্থ্যসচেতনতায় ক্যাম্প করেন। বন্ধুরা গ্রাম-শহর আর চর-বন্দর ঘুরে মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আগামীর বাংলাদেশের জন্য নিজেদের তৈরি করতে পাঠচক্র, জীবন ও কর্মমুখী নানা প্রশিক্ষণ আর কর্মশালায় নিজেদের শাণিত করেন। বন্ধুরা গান করেন, নাটক করেন, সিনেমা দেখেন।

তারুণ্যের শক্তিই যখন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ, তখন বন্ধুদের এই অসাধারণ আত্মত্যাগ, নিবেদন, প্রত্যয় আর সংকল্পবদ্ধ কর্মযজ্ঞ অসাধারণ এক বাংলাদেশের স্বপ্ন বুনে যায়। *প্রথম আলোর* পাঠক সংগঠন হিসেবে যাত্রা শুরু করা বন্ধুসভা এখন বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী-সামাজিক সংগঠন। বন্ধুসভার বন্ধুরা টেকসই উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন, বিদেশে পড়াশোনার জন্য সভা-সেমিনার করেন, প্রস্তুতি নেন। দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে চীন, ভারত, কাতার, অস্ট্রেলিয়াতেও বন্ধুরা বাংলাদেশের পতাকা উঁচু করে ধরেন, বাংলাদেশের গল্প বলেন, বাংলাদেশের নাম ছড়ানোর দূত হন। বন্ধুত্বের শক্তিতে বলীয়ান তারুণ্য হার না-মানা সংকল্পে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক দক্ষতায় নিজেকেই যেন ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করে। তাই বছর ঘুরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এলে সাড়ম্বরে নিজেদের প্রকাশ করে বন্ধুসভা।

২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ১১ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে সারা দেশের অন্তত ৫৫টি বন্ধুসভার চার শতাধিক বন্ধু ও সুহৃদ জড়ো হন; ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) সঙ্গে দুর্নীতিবিরোধী শপথ আর নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে উদ্‌যাপন করে তরুণোদয়ের ২৬! এ আয়োজনে বৃক্ষরোপণ ও সহমর্মিতার ঈদ কার্যক্রমে সারা দেশের সেরা ২০টি বন্ধুসভাকে দেওয়া হয় সম্মাননা। আরও ১০টি বন্ধুসভাকে দেওয়া হয় সেরাদের সেরা স্বীকৃতি। *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় তিনটি বন্ধুসভাকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়। নানা আয়োজন আর গুরুজনের পরামর্শে দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার প্রত্যয় নিয়ে শেষ হয় আয়োজন।

অনুষ্ঠানে লাইফস্টাইল সহযোগী ছিল টুয়েলভ ক্লদিং, রিফ্রেশমেন্ট সহযোগী ইস্পাহানি, এন্টারটেইনমেন্ট সহযোগী চরকি ও নিউট্রিশন সহযোগী হিসেবে ছিল নিউট্রি প্লাস।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানকে সম্মাননা প্রদান করেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক ও মনোরোগ চিকিৎসক মোহিত কামাল

বন্ধুসভাকে শুভেচ্ছা জানান (বাঁ থেকে) চরকির সিওও রেদওয়ান রনি, অভিনেত্রী দীঘি ও অভিনেতা শাওন জামান

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শোনান (বাঁ থেকে) আরিফুল ইসলাম আদিব, তাপসী দে প্রাপ্তি, নির্মাতা আশফাক নিপুন ও সায়মন চৌধুরী

বন্ধুসভার থিম সংগীতে ড্যাফোডিল বন্ধুসভার বন্ধুদের নৃত্য পরিবেশনা

অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন জাতীয় পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ। বন্ধুসভার বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক

সনদ হাতে অতিথিদের সঙ্গে সহমর্মিতার ঈদ ও বৃক্ষরোপণে সেরার স্বীকৃতি পাওয়া বন্ধুসভার বন্ধুরা

সংগীত পরিবেশন করে নকশীকাঁথা ব্যান্ড

দুর্নীতি ও রাষ্ট্র সংস্কার সেশন পরিচালনা করেন টিআইবির ওঅ্যান্ডসি পরিচালক মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

ব্যান্ড বাংলা ফাইভের গান পরিবেশনা

অতিথিদের সঙ্গে সনদ হাতে নির্বাচিত সেরা দশ বন্ধুসভার বন্ধুরা

মনোমুগ্ধকর সংগীত পরিবেশন করেন মেঘা খেতান ও অনিক সরকার

দর্শকদের আনন্দে মাতিয়ে তোলে তরুণ ব্যান্ড

৩ দিন পর বাড়ল ডিএসইর সূচক

৩ দিন পর গতকাল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ডিএসইএক্স সূচক ৬৮ পয়েন্ট বেড়ে ৫,৩৩৩.৪২ পয়েন্টে উঠেছে। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

দৈনিক *বণিক বার্তা* আয়োজিত তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৪-এ প্রধান অতিথি অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদসহ অন্য অতিথি, আলোচক ও অংশগ্রহণকারীরা। গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে। ছবি : প্রথম আলো

অর্থনীতির চার ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে

বণিক বার্তার অর্থনৈতিক সম্মেলন

বক্তারা বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য নিরসন, ব্যবসার সহজকীরণ ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে জোর দেন।

- অন্তর্বর্তী সরকারকে প্রধানত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বস্তি ফেরানোয় জোর দিতে হবে। এর মধ্যে সরকার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে সচেষ্ট রয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় গত দেড় দশকে বৈষম্য বেশি বেড়েছে। এই বৈষম্য বহুমাত্রিক—সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। দেশে যে প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন ঘটছে, তা বৈষম্য নিরসনে সহায়ক নয়। সে জন্য উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি করতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বস্তি (মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য)—এই চারটি বড় জায়গায় জোর দিতে হবে। এর মধ্যে সরকার অবশ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য নিয়ে সচেষ্ট রয়েছে। অন্য তিনটি জায়গা উন্নতি করতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দরকার।

'তৃতীয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সম্মেলন ২০২৪: বৈষম্য, আর্থিক অপরাধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির নিরাময়' শিরোনামে আয়োজিত এক সম্মেলনে বক্তারা এ কথা বলেন। দৈনিক বণিক বার্তা গতকাল সোমবার রাজধানীর একটি হোটেলে এই সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

বণিক বার্তার সম্পাদক ও প্রকাশক দেওয়ান হানিফ মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সরকারের দুজন উপদেষ্টা ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান, অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য দেন। তাঁরা বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগ বন্ধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য নিরসন, ব্যবসা সহজীকরণ এবং নিয়ন্ত্রণ সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে জোর দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমাদের ব্যক্তিগত এজেন্ডা নেই। আমাদের এজেন্ডা হলো দেশের স্বার্থ। আমরা চেষ্টা করছি কিছু করতে। আমাদের সিদ্ধান্তগুলো খুব দ্রুত হয়। তার মানে বিশৃঙ্খল সিদ্ধান্ত নয়। ভাবনাচিন্তা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া আমরা একটা ফুটপ্রিন্টও রেখে যেতে চাই। অতীতে দেখা গেছে, এক সরকার এসে আগের সরকারের সবকিছু ছুড়ে ফেলে। তবে আমরা ফুটপ্রিন্ট রেখে যাব। ভবিষ্যতে সেটিকে ধরে রাখতে রাজনৈতিক সরকারকে মানুষ চাপ দেবে।'

বাণিজ্য উপদেষ্টা হিসেবে প্রথম দিন কয়েক ঘণ্টা অফিস করে এই সম্মেলনে আসেন সেখ বশির উদ্দিন। তিনি বলেন, 'আমি সারা দেশে যাব। ব্যবসার খরচ কমাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক মন্দা হবে না। তবে দেশে প্রবৃদ্ধির গতি যে কমে গেছে, তা অনিবার্যই ছিল বলে মন্তব্য করেছেন গভর্নর আহসান এইচ মনসুর। তিনি বলেন, 'দেশের আর্থিক খাত সবচেয়ে দুর্বল, এমনকি পাকিস্তানের চেয়েও। আর্থিক খাতের এই দুর্বলতার ছাপ দেশের অর্থনীতিতে পড়েছে। এর জের টানতে হচ্ছে।'

অটোমেশন না হওয়া পর্যন্ত সনাতনী পদ্ধতিতে করনথির নিরীক্ষা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান। তিনি বলেন, 'আমরা এমন ব্যবস্থা করতে চাই যাতে করদাতাদের কর কার্যালয়ে আসতে না হয়। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা জাতিকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছি। এখান থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হবে।'

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, অনেক মেগা প্রকল্পের নামে অর্থের অপচয় হয়েছে। এগুলোকে 'ভ্যানিটি প্রকল্প' নামে ডাকা উচিত। মেগা প্রকল্পের প্রয়োজন থাকলেও ভ্যানিটি প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। অন্তর্বর্তী সরকার ঢাকায় বসে আছে। তারা ঢাকার বাইরে যাচ্ছে না। তাদের মাঠে যেতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, 'সুযোগের সমতার অভাবেই আমাদের দেশে বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই বৈষম্য সৃষ্টি করাটা বন্ধ করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন দরকার। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে যে বৈষম্য আছে, তা বন্ধ করে উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি করতে হবে।' একই সঙ্গে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় জোর দেন তিনি।

সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, অর্থনীতি কয়েকজন লোকের হাতে চলে গেছে। অর্থনীতিকে গণতান্ত্রিক করা না গেলে সাধারণ মানুষের কাজে আসবে না। অর্থনীতিতে সবার জন্য সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা বিএনপি থেকে একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ক্ষমতা গেলে জিডিপির ৫ শতাংশ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় বরাদ্দ রাখা হবে।'

ইউনিলিভার বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাভেদ আখতার বলেন, চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ভিয়েতনাম ১৪ বিলিয়ন ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ পেয়েছে। বাংলাদেশ এক বিলিয়ন ডলারও পায়নি। বিদেশি বিনিয়োগের জন্য নিয়মকানুন সহজ করতে হবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি ও ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেন, মূল্যস্ফীতি কমাতে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির মাধ্যমে অর্থনীতিকে গলা টিপে ধরলে সমস্যার সমাধান হবে না। অর্থনীতি ভালো করতে হলে রাজনীতি ভালো করতে হবে।

সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাশরুর আরেফিন বলেন, দুর্বল ব্যাংকগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। সব কটি দুর্বল ব্যাংক নিয়ে একটি ব্যাংক করা যেতে পারে। কারণ, দুর্বল ব্যাংকগুলো বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল, মেট্রো চেম্বারের সাবেক সভাপতি নিহাদ কবির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সায়মা হক বিদিশা, ইষ্টকোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হোয়ে ইউন জিয়ং, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম। মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, সিটি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার প্রমুখ।

সংকটগ্রস্ত ব্যাংকগুলোকে আরও তারল্য দেওয়ার নির্দেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

যেসব ব্যাংক তারল্যসংকটে রয়েছে, তাদের আরও সহায়তা দিতে অন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। অতিরিক্ত তারল্য আছে এমন ১৭টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের (এমডি) নিয়ে আয়োজিত এক সভায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর এ পরামর্শ দেন।

গতকাল সোমবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে এমডিদের বৈদেশিক মুদ্রাবাজার, ঋণ অবলোপন পদ্ধতি, মূলধন-ঘাটতি হলে লভ্যাংশ না দেওয়া এবং ব্যাংকিং ডিপ্লোমা পরীক্ষার বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হয়। সভা শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান।

গতকালের সভায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন সোনালী, অগ্রণী, জনতা ও রূপালী ব্যাংকের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের ব্র্যাক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, সিটি, ঢাকা, ডাচ-বাংলা, ইস্টার্ণ, পূবালী, প্রাইম, এনসিসি, মার্কেন্টাইল, প্রিমিয়ার, যমুনা ও সাউথইস্ট ব্যাংকের এমডিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নিয়ন্ত্রণ সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্যারান্টির বিপরীতে তারল্যসহায়তা নিয়ে ইতিমধ্যে ইসলামী ব্যাংক অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকটি সহায়তা ছাড়াই স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে। বাংলাদেশ ব্যাংক সভায় অংশ নেওয়া ব্যাংকগুলোর এমডিদের ন্যাশনাল, ফার্স্ট সিকিউরিটি, ইউনিয়ন, গ্লোবাল ইসলামী ও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংককে আরও তারল্যসহায়তা দেওয়ার পরামর্শ দেয়।

জানতে চাইলে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল আমিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'সংকট মেটাতে আমরা এক হাজার কোটি টাকা ধার চেয়েছিলাম। সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা পেয়েছি। এখন ব্যাংকগুলোর সহায়তা পেলে দ্রুত গ্রাহক চাহিদা মিটিয়ে ব্যাংকটিকে সঠিক পথে নেওয়ার দিকে নজর দেওয়া যাবে।'

অন্য যেসব সিদ্ধান্ত

সভায় ব্যাংকগুলোর কাছে বৈদেশিক মুদ্রাবাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চায় বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন এমডিরা জানান, এখন বড় কোনো চ্যালেঞ্জ নেই। তবে ঋণপত্রের (এলসি) মেয়াদোত্তীর্ণ দায় রয়ে গেছে। আগে ৩০০-৪০০ কোটি ডলার বকেয়া ছিল, এখন তা কমে ৩০-৪০ কোটি ডলারে নেমেছে।

এ সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে ডলারের বিনিময় মূল্য স্থিতিশীল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি আগামী মাসের (ডিসেম্বর) মধ্যে সব বকেয়া দায় পরিশোধ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কোনো ব্যাংক বিদেশি দায় পরিশোধ করতে না পারলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বলে মন্তব্য করে বাংলাদেশ ব্যাংক। নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি প্রয়োজনে এ ধরনের বিষয় তাদের অবহিত করার আহ্বান জানায়। পাশাপাশি তারা বলেছে, বিদেশি দায় বিলম্বে শোধ করলে প্রয়োজনে ঋণপত্র খোলা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া কেউ যাতে ডলার মজুত করে সুবিধা নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সভায় অংশ নেওয়া ব্যাংক এমডিদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ক্রেডিট কার্ডের বর্তমান যে সুদ হার, তা বাজারের চেয়ে কম। এ ব্যবসার পরিচালন খরচ অনেক বেশি। তাই সুদ পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অনুরোধ জানানা তাঁরা।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য ব্যাংকিং ডিপ্লোমায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সভায় এমডিরা পদোন্নতির ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা উত্তীর্ণদের জন্য ৫ নম্বর রাখার পরামর্শ দেন।

সভায় ব্যাংকের এমডিরা জানান, ঋণ অবলোপন হলে পরের দুই বছর নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হয়, এরপর মামলা করা যায়। এর পরিবর্তে অবলোপনের পরই মামলার সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর বলেন, যেসব ব্যাংকের মূলধনের ঘাটতি আছে, তারা কোনোভাবেই লভ্যাংশ বিতরণ করতে পারবে না। এ নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিমা ব্যবসায় আসছে ইউনাইটেড পরিবার

মালিকানা কিনছে দুই কোম্পানির

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ও ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের মালিকানা কিনছেন ইউনাইটেড গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট তিন পরিবারের সদস্যরা।

- ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের ৩৫% শেয়ার বিক্রি হয় ৯০ কোটি টাকায়।
- ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের ৫৩% শেয়ারের দাম ৮৪ কোটি টাকা।
- কোম্পানি দুটির উদ্যোক্তা শেয়ারধারী ছিল ডানকান ব্রাদার্স ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

সুজয় মহাজন, *ঢাকা*

ব্যাংকবহির্ভূত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও একটি বিমা কোম্পানির মালিকানায় যুক্ত হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় দেশীয় শিল্পগোষ্ঠী ইউনাইটেড গ্রুপের তিন মালিক পরিবারের সদস্যরা। এরই মধ্যে এই দুই কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকদের মালিকানার অংশ কিনে নিয়েছেন তাঁরা। জানা গেছে, ইউনাইটেড গ্রুপের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, বরং ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা এসব শেয়ার কিনেছেন।

ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ও ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স—দুটিই শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি। কোম্পানি দুটির উদ্যোক্তা ছিল বিদেশি মালিকানাধীন ডানকান ব্রাদার্স ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান। এই উদ্যোক্তাদের শেয়ারের বড় অংশ কিনে নিয়েছে ইউনাইটেড গ্রুপের তিন মালিক পরিবারের সদস্যরা। শেয়ার হাতবদলের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন না হওয়ায় মালিকানা বদলের বিষয়টি এখনো কোনো পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে ডানকান ব্রাদার্স ও তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে কোম্পানি দুটির শেয়ার বিক্রির কথা স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জানানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা যায়, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের প্রায় ৩৫ শতাংশ এবং ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের সোয়া ৫৩ শতাংশ শেয়ার কিনেছেন ইউনাইটেড গ্রুপের অন্যতম মালিক হাসান মাহমুদ রাজা, আকতার মাহমুদ এবং কে এম এ শামীম পরিবারের সদস্যরা। এই দুই কোম্পানিতে তাঁরা প্রায় পৌনে দুই শ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এর মধ্যে ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের শেয়ার কিনতে প্রায় ৯০ কোটি টাকা এবং ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের শেয়ার কিনতে বিনিয়োগ করা হয়েছে ৮৪ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট একাধিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে ও নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ৬ কোটি ৫৩ লাখ ২৭ হাজার ৮৭৭টি শেয়ার কিনে নিচ্ছেন ইউনাইটেড গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০ ব্যক্তি। তাঁরা হলেন ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈন উদ্দিন হাসান রশিদ, গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট নিজামউদ্দিন হাসান রশিদ, মেহেনুর সুলতানা রশিদ, নাজমুল হাসান, সরফুদ্দিন আকতার রশিদ, আকতার মাহমুদ, কুতুবউদ্দিন আকতার রশিদ, খন্দকার মঈনুল আহসান, খন্দকার জায়েদ আহসান ও খন্দকার জাহিন আহসান।

শেয়ারধারণসংক্রান্ত নথিপত্র অনুযায়ী, ইউনাইটেড ফাইন্যান্সের উদ্যোক্তা শেয়ারধারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শেয়ারের মালিকানা ছিল লরি গ্রুপের হাতে। প্রতিষ্ঠানটির হাতে ছিল প্রায় পৌনে চার কোটি শেয়ার। ইউনাইটেড গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট পাঁচ ব্যক্তি এই শেয়ার কিনছেন। এর বাইরে উদ্যোক্তা অংশের প্রায় দেড় কোটি শেয়ার ছিল সুরমা ভ্যালি টি কোম্পানির নামে। ক্যামেলিয়া ডানকান ফাউন্ডেশনের নামে ছিল ৪৮ লাখ ৫৫ হাজার শেয়ার। এ ছাড়া ২১ লাখ ৪৪ হাজার শেয়ার ছিল ম্যাকালমস বাংলাদেশ ট্রাস্ট, আর ৫৪ লাখ ২৩ হাজার শেয়ার ছিল দ্য লুংলা টি কোম্পানি, চাঁদপুর টি কোম্পানি, ডানকান ব্রাদার্স, ডানকান প্রোডাক্টস, চিটাগাং ওয়্যার হাউসসহ নয়টি প্রতিষ্ঠানের নামে। এসব প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা সিংহভাগ শেয়ারই ইউনাইটেড গ্রুপ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কিনে নিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, চলতি বছরের শুরু থেকে ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ও ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের উদ্যোক্তাদের শেয়ার বিক্রি নিয়ে ইউনাইটেড গ্রুপ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ আলোচনা শেষে শেয়ারের দরদাম নির্ধারণের পর দুই পক্ষের মধ্যে চুক্তি হয়। গত জুলাইয়ের মধ্যে শেয়ার হাতবদল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গণ-আন্দোলনের কারণে পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে কয়েক মাস বিলম্ব হয়।

অন্যদিকে ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের উদ্যোক্তাদের প্রায় ২ কোটি ৩৭ লাখ শেয়ার বিক্রি হচ্ছে। এসব শেয়ারের মধ্যে সর্বোচ্চ সাড়ে ৪৪ লাখ শেয়ার ছিল ক্যামেলিয়া ডানকান ফাউন্ডেশনের নামে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার শেয়ার ছিল ম্যাকালমস বাংলাদেশ ট্রাস্টের নামে। বাকি শেয়ারের মালিকানা ছিল আমো টি কোম্পানি, আলয়নাগার টি কোম্পানি, চাঁদপুর টি কোম্পানি, মাজদি টি কোম্পানি, লুংলা টি কোম্পানি, ডানকান ব্রাদার্স বাংলাদেশ, অক্টোভিয়ার্স স্টিল এবং ডানকান প্রোডাক্টসের নামে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, বাংলাদেশে চায়ের ব্যবসার পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা কোম্পানিসহ আরও কিছু ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল ডানকান ব্রাদার্স ও সহযোগী বিভিন্ন কোম্পানি। মূল ব্যবসা অর্থাৎ চায়ের ব্যবসায় বেশি মনোযোগী হতে অন্যান্য ব্যবসা থেকে তারা সরে আসতে চায়।

ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ও ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সের শেয়ার কেনার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউনাইটেড গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মঈন উদ্দিন হাসান রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'দেশের প্রতি অঙ্গীকার ও আর্থিক খাতের প্রতি মানুষের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা এই দুই কোম্পানিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোম্পানি দুটির মালিকানায় ছিল বিদেশি প্রতিষ্ঠান এবং বাজারে এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সুনামও রয়েছে। তাই আমরা বিনিয়োগের জন্য কোম্পানি দুটিকে বেছে নিয়েছি।'

জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর শেয়ার হাতবদলের পুরো প্রক্রিয়া শেষে দুই কোম্পানির পর্ষদ পুনর্গঠন করা হবে। পরিচালনায় যুক্ত হবেন নতুন শেয়ারধারীরা। এর মাধ্যমে ইউনাইটেড গ্রুপের সদস্যরা সরাসরি কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিমা কোম্পানির পরিচালনায় যুক্ত হবেন। বর্তমানে এ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যুৎ, আবাসন, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চেইনশপসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

এ বিষয়ে মঈন উদ্দিন হাসান রশিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ব্যবসা করতে গিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি যে সমস্যার মুখোমুখি হই তা হচ্ছে অর্থায়নের সমস্যা। এ কারণে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের পরিকল্পনায় ছিল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হওয়া'

ইউনাইটেড ফাইন্যান্স ১৯৯৪ সাল থেকে দেশের প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) তালিকাভুক্ত। বর্তমানে ডিএসইতে এটি মাঝারি মানের 'বি' শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি। সর্বশেষ গতকাল সোমবার কোম্পানিটির শেয়ারের বাজারমূল্য ছিল ১৫ টাকা ৬০ পয়সা। এদিন বাজারে এটির শেয়ারের দাম সোয়া ১ শতাংশ বা ২০ পয়সা কমেছে। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন ১৮৭ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ১৮ কোটি ৭১ লাখ শেয়ারে বিভক্ত।

অপর কোম্পানি ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স ১৯৯০ সালে ডিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়। এটি ভালো মৌলভিত্তির 'এ' শ্রেণিভুক্ত কোম্পানি। গতকাল কোম্পানিটির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ছিল ৪১ টাকা ২০ পয়সা। এদিন বাজারে প্রতিটি শেয়ারের দাম প্রায় দুই টাকা বেড়েছে। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন সাড়ে ৪৪ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৪ কোটি ৪৫ লাখ শেয়ারে বিভক্ত।

'নবান্ন, ফিরে আসো'

থিয়েটার অ্যাভাঁগার্ডের নাটক *নবান্ন, ফিরে আসো* চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যা সাতটায়। নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

কফি কালচার

সময় বদলেছে। বদলায়নি কফি হাউসের সেই আড্ডা। ঢাকা তো বটেই, বড় শহরগুলোয় তরুণ-তরুণীরা দিনান্তের ক্লান্তি কাটাতে কফি হাতে জম্পেশ আড্ডায় মাতেন। তরুণেরাই জিইয়ে রেখেছেন এই কফি-কালচার। এসব স্থানে কফির সঙ্গে পাওয়া যাবে মুখরোচক খাবারও।

ছিমছাম পরিবেশে কফিশপ হতে পারে আড্ডার আদর্শ স্থান। রাজধানীর সাতমসজিদ রোডে বিনস অ্যান্ড অ্যারোমায়। ছবি : জাহিদুল করিম

বিনস অ্যান্ড অ্যারোমা

উত্তরা, ধানমন্ডি, বসুন্ধরা

কফির রকমফের ও দাম : ১৫ রকমের কফি আছে। এর মধ্যে রয়েছে এসপ্রেসো, ক্যাফে আমেরিকানো, মাচিতো, ক্যাফে লাত্তে, করতাদো, কোন পান্না, ক্যাফে মোকা প্রভৃতি। ছয়টি রেগুলার কফি। এগুলোতে অ্যাডিশনাল অ্যাড হয় না। সাতটিতে বিভিন্ন ফ্লেভার অ্যাড করা হয়। দাম ১৬৫ থেকে ৪৩৫ টাকা।

সিগনেচার আইটেম : চকলেট চিপস ক্যাপাচিনোর চাহিদা বেশি। এর দাম পড়বে ৪৩৫ টাকা।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : জুস, চা, সুশি, বার্গার, স্যান্ডউইচ, স্প্যাগেটি, বিশেষ ধরনের সালাদ, মোমো, ইংলিশ ব্রেকফাস্ট, সি-ফুড, স্টেক, সেট মেনু, থাই স্যুপ।

সকাল ৮টা থেকে রাত ১টা

beansnaroma

০১৮৯৪-৭৫৫৭৯৯

সুশি

কফির কাপে বাণিজ্য

বছরে কফির চাহিদা প্রায় ২০০০ টন

বছরে বেচাকেনা ৬০০ কোটি টাকা

কফি আমদানি : টন
(ইনস্ট্যান্ট, বিন ও ভাজা আকারে)

২০২১-২২	২২-২৩	২৩-২৪
১,৭৬৭	১,৭৩২	১,৪৩৯

কফি চাষ ও উৎপাদন
দেশে উৎপাদন (কাঁচা কফি)

২০২১-২২	২২-২৩	২৩-২৪
৫৮	৬২	৬৭

কফি চাষের এলাকা ১৮০০ হেক্টর জমি

কফি চাষে যুক্ত ২০০০ চাষি

কফি চাষের এলাকা

তিন পার্বত্য জেলা, টাঙ্গাইল, রংপুর, নীলফামারীসহ বিভিন্ন জেলায়

সূত্র : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, এনবিআর

গ্লোরিয়া জিনস

উত্তরা, ধানমন্ডি, গুলশান

কফির রকমফের ও দাম : স্প্যানিশ লাত্তে, স্প্যানিশ চিলার, স্ট্রবেরি চিলার, ভ্যানিলা মিন্ট চিলার, কাপুচিনো, ক্যাফে লাত্তে, ক্যাফে অ্যামেরিকানো, এসপ্রেসো, মাকিয়াতো, ক্যাফে মোকা, ক্যারামেল লাত্তে, চকলেট ম্যাকাদামিয়া লাত্তে, হ্যাজেলনাট মোকা চিলার। দাম সর্বনিম্ন ২৮৫ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা।

সিগনেচার আইটেম : ক্যাপাচিনো ও লাত্তে বেশ জনপ্রিয়। দাম ২৮৫ থেকে ৩৩০ টাকা পর্যন্ত। বিভিন্ন ফ্লেভার অ্যাড করা যায়।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : স্পাইসি থাই চিকেন, স্পাইসি কোরিয়ান বিফ বাও, ম্যাঙ্গো সালাদ। সকালের নাশতায় রয়েছে বিগ ব্রেকফাস্ট, বিফ পেপেরনি করইসান্ত, গ্রানুলা, ইতালিয়ান অমলেট, ওয়াফেল, টুনা কাসাদিলা।

সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত

gloriajeanscoffeesbangladesh/about

০১৯২৯-৩৩৩৯৯৯

ব্রিওশ

কফি ওয়ার্ল্ড

ধানমন্ডি, উত্তরা, বনানী ও গুলশান

কফির রকমফের ও দাম : ১০-১৫ পদের কফি আছে। কাপুচিনো, আমেরিকানো, এসপ্রেসো, আইস কফি। খেতে চাইলে গুনতে হবে সর্বনিম্ন ১৮০ থেকে সর্বোচ্চ ৪৪০ টাকা।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : সকালের নাশতা, স্যান্ডউইচ, আইসক্রিম, কফি টফি, বিফ পাস্তা, ওয়াফেল

সকাল ৯টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা

CoffeeWorldDhaka

০১৮৪৪-৫১৫৭৫৯

ক্রিমসন কাপ

ধানমন্ডি, উত্তরা, খিলগাঁও, বনানী, গুলশান, মিরপুর, ওয়ারী, তেজগাঁও

কফির রকমফের ও দাম : ১৫-এর বেশি পদের কফি আছে। এর মধ্যে রয়েছে কাপুচিনো, আমেরিকানো, এসপ্রেসো, চাই লাত্তে, ফ্লেভারড লাত্তে, ক্রিমসন কাপ মোকা, গ্রিন টিজি ফ্রিজ, ক্যাফে মোকা। খেতে চাইলে আপনাকে ১৭০ থেকে ৫৮৫ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হবে।

সিগনেচার আইটেম : ক্রিমসন কাপ মোকা, ক্যাফে মোকা, ফ্রোজেন ক্রিমসন কাপ মোকা ও ক্যাফে মোকার বিশেষ চাহিদা রয়েছে। এ জন্য ৩৬০ থেকে ৪৩০ টাকা পর্যন্ত গুনতে হবে।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : সকালের নাশতায় পাওয়া যায় মিট অ্যান্ড টোস্ট, সানরাইজেস অমলেট, চিকেন সসেজ হোয়াইট সস পাস্তা, ডেজার্ট, স্যান্ডউইচ।

সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত

crimsoncupbd

তেজগাঁওয়ে ক্রিমসন কাপে

অ্যাওয়েক ক্যাফে অ্যান্ড বিস্ত্রো

বসুন্ধরা

কফির রকমফের ও দাম : ১০টির বেশি হট কফি, কোল্ড কফি আছে ১৬টি, বেসিক ৫টি। এ ছাড়া আছে মকা, এসপ্রেসো।

সিগনেচার আইটেম : অ্যামেরিকানো, কাপুচিনো, ও লাত্তে। খরচ হবে ২৪০ থেকে ৪৯০ টাকার মধ্যে।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : সকালের নাশতা, স্ন্যাকস, পেস্ট্রি

সকাল সাড়ে ৭ থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত।

awakecoffeeroastersbd

০১৮৫০-২২৮৮৮৩

হট চকলেট

ডেজার্ট

তাবাক কফিশপ

গুলশান, ধানমন্ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা, যমুনা ফিউচার পার্ক

কফির রকমফের ও দাম : ১৭ ধরনের কফি আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাপুচিনো, লাত্তে, হ্যাজেলনাট লাত্তে, ভ্যানিলা লাত্তে, মোকা, এস্প্রেসো। ১৭৫ থেকে ৪৭৫ টাকার মধ্যে কফি পাওয়া যায় এখানে।

কফির সঙ্গে বাড়তি কিছু : ডেজার্ট, স্যান্ডউইচ

tabaqcoffeegulshanavenue

০১৭৪৩-৪৪০৪৩৫

চট্টগ্রাম

সেগাফ্রেডো

ইনোভেটিভ ভূঁইয়া অর্কিড, পূর্ব নাসিরাবাদ (হাউজিং সোসাইটি ১ নম্বর রোডের বিপরীতে), বায়েজিদ রোড, চট্টগ্রাম।

কফির রকমফের ও দাম : কাপুচিনো, এসপ্রেসো, এসপ্রেসো মাকিয়াটো, লাত্তেসহ অন্তত ২০ ধরনের কফি ও আইস কফি রয়েছে। দাম ২৫০ থেকে ৪২০ টাকার মধ্যে।

আর কী খাবেন : কফি ছাড়া ফ্রাইস, বার্গার, সি-ফুড স্যুপ, গ্রিড কালামারি, স্টেকসহ আরও নানা পদের খাবার রয়েছে।

সপ্তাহের প্রতিদিনই দুপুর ১২টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত খোলা। শুক্রবার বেলা ২টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

segafredo.bd

০১৯৬৬-৪৪৩৩৫৫

সিলেট

সিপ কফি

নয়াসড়ক, জিন্দাবাজার, মানিকপীর রোড।

কফির রকমফের ও দাম : প্রায় ৩৫ রকমের কফি পাওয়া যায়। নিজেদের তৈরি ভ্যানিলা হট, সুইট নাট হট, হট মালাই, ম্যাংগো হট কফি আছে। কোল্ড কফির মধ্যে ব্লেন্ডেড ওরিও, ক্যারামেলও কোল্ড, কোল্ড চকলেট কফি আছে। এ ছাড়া এসপ্রেসো মেশিনের উল্লেখযোগ্য কফি হচ্ছে— কাপুচিনো, লাত্তে, আইস কাপুচিনো। দাম ১৪০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে।

আর কী খাবেন : সিপ কফিতে প্রিমিয়াম স্যান্ডউইচ, ব্রাউনি, কুকিজ, মাফিন, ফ্রুট কেক, ওয়াফেল পাওয়া যায়।

সপ্তাহের সাত দিনই সকাল সাড়ে ১০টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

https://www.facebook.com/share/fjKiW9fBHz4RjoXu/

www.sipcoffees.com ০১৭১১৩৭১১১৮, ০৯৬১১৬৫৬৪৪৩

রাজশাহী

ব্রুজ অ্যান্ড ব্যাকস

রাজশাহী নগর ভবনের পশ্চিম পাশে দড়িখরবোনা মোড়ে।

কফির রকমফের ও দাম : তিন-চার ধরনের কফি আছে। তবে নানা ফ্লেভারের সাত-আটটি পাওয়া যায়। চকলেট মিল্ক শেক, কাপুচিনো, কোল্ড কফি, ক্যারামেল কোল্ড কফি। ১৩০ থেকে ২৬০ টাকার মধ্যে কফি পাওয়া যাবে।

আর কী খাবেন : বিভিন্ন ধরনের কেক আছে।

সপ্তাহে সাত দিন খোলা থাকে। শুক্রবার বাদে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত খোলা। শুক্রবার বেলা তিনটা থেকে খোলা থাকে।

BREWS & BAKES

০১৯১৫-৪০২৫৩৬

• তথ্য দিয়েছেন **মেহেদি হাসান**, *ঢাকা;* **ফাহিম আল সামাদ**, *চট্টগ্রাম;* **মানাউবী সিংহ**, *সিলেট* ও **শফিকুল ইসলাম**, *রাজশাহী*

সংস্কৃতি

প্রদর্শনী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার শিক্ষার্থীদের চিত্রকর্ম নিয়ে 'ডাউনওয়ার্ডস সার্ফেস' প্রদর্শনীর উদ্বোধন আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকার ধানমন্ডি শাখায় আগামী ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়, চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

চিত্র প্রদর্শনী

বরেণ্য শিল্পী কাজী আবদুল বাসেতের ষাট থেকে নব্বইয়ের দশকের বাছাই করা শিল্পকর্ম নিয়ে 'বৃষ্টিতে রোদের কণা' শীর্ষক প্রদর্শনী চলছে রাজধানীর ধানমন্ডি ২৭ নম্বরে অবস্থিত বেঙ্গল শিল্পালয়ে। রোববার ছাড়া সপ্তাহের বাকি সব দিন প্রদর্শনী বিকেল চারটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে, প্রদর্শনী চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি

ভারতের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে **গত**কাল শপথ নিয়েছেন সঞ্জীব খান্না। এনডিটিভি

সংক্ষেপে

হাইতি

ক্ষমতাচ্যুত হলেন হাইতির প্রধানমন্ত্রী

হাইতির প্রধানমন্ত্রী গ্যারি কনিলকে বরখাস্ত করা হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার ছয় মাসের কম সময়ের মধ্যে ক্ষমতাসীন ট্রানজিশনাল প্রেসিডেনশিয়াল কাউন্সিল (টিপিসি) তাঁকে বরখাস্ত করেছে। কাউন্সিলের ৯ সদস্যের মধ্যে ৮ জনের স্বাক্ষর করা একটি নির্বাহী আদেশ জারি করা হয়েছে। এতে কনিলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ব্যবসায়ী ও হাইতির সাবেক সিনেট প্রার্থী অ্যালিক্স দিদিয়ার ফিলস এইমির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। কনিল জাতিসংঘের সাবেক কর্মকর্তা। গত ৩ জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন কনিল। হাইতিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর (গ্যাং) নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে চলমান নিরাপত্তা সংকটের মধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ধারণা করা হচ্ছিল, তিনি দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আয়োজনের পথ তৈরি করবেন। ২০১৬ সালের পর দেশটিতে আর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়নি। এক চিঠিতে কনিল দাবি করেন, তাঁকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স সে চিঠিটি দেখেছে। চিঠিতে কনিল হাইতির ভবিষ্যৎ নিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' জানিয়েছেন। হাইতিতে বর্তমানে কোনো প্রেসিডেন্ট কিংবা পার্লামেন্ট নেই। হাইতির সংবিধান অনুযায়ী, একমাত্র পার্লামেন্টই ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করতে পারে।
বিবিসি

মরিশাস

নির্বাচনে হেরে গেল ক্ষমতাসীন দল

ভারত মহাসাগরের ছোট্ট দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের পার্লামেন্ট নির্বাচনে হেরে গেছেন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ জুগনাউথের জোট এল অ্যালায়েন্স লেপেপ। গত রোববার এখানে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর গতকাল প্রধানমন্ত্রী প্রভিন্দ পরাজয় স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, 'জোট বড় ব্যবধানে হারতে যাচ্ছে। আমি দেশ ও জনগণের জন্য যতটা পারি করার চেষ্টা করেছি। জনগণ আরেকটি দলকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি দেশের মঙ্গল কামনা করছি।' আগামী পাঁচ বছরের জন্য ৬২ আসনের পার্লামেন্টে আইনপ্রণেতা নির্বাচন করে থাকেন মরিশাসের জনগণ। সেখানে ৬৮টি রাজনৈতিক দল ও পাঁচটি জোট রয়েছে। যে দল বা জোট অর্ধেকের বেশি আসন পাবে, তারা জয় পাবে এবং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করবে।
রয়টার্স, *পোর্ট লুইস*

জার্মানি

চলতি বছরই আস্থা ভোট

জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বলেন, তিনি চলতি বছরেই পার্লামেন্টে আস্থা ভোট আয়োজনের জন্য প্রস্তুত আছেন। শলৎজের জোট সরকারে গত বুধবার ভাঙন দেখা দেয়। এতে সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। এমন প্রেক্ষাপটে পার্লামেন্টে সরকারের প্রতি সমর্থনের বিষয়ে দ্রুত আস্থা ভোট আয়োজনের জন্য চাপ বাড়ছিল। এ পরিস্থিতিতে অবশেষে শলৎজ চলতি বছরেই আস্থা ভোট আয়োজনে প্রস্তুত বলে জানান। জার্মানির চ্যান্সেলর গত রোববার বলেন, আগামী মাসে বড়দিনের আগেই তিনি আস্থা ভোট আয়োজন করতে চান। যদি সব পক্ষ রাজি থাকে, তাহলে তাঁর দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। অবশ্য আগে শলৎজ বলেছিলেন, তিনি আগামী বছরের জানুয়ারির মাঝামাঝি আস্থা ভোটের আয়োজন করতে চান। ফলাফল সরকারের বিপক্ষে গেলে আগামী মার্চের শেষ দিকে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। জার্মানিতে সর্বশেষ পার্লামেন্ট নির্বাচন হয়েছিল ২০২১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর।
এএফপি, *বার্লিন*

প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তৎপর ট্রাম্প

ফোনে পুতিনের সঙ্গে আলাপ

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ, গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশের ভেতরে অভিবাসনবিরোধী তৎপরতা শুরু।

রয়টার্স, *মস্কো*

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইউক্রেনে যুদ্ধ সম্প্রসারণ না করতে পুতিনের প্রতি আহ্বান ট্রাম্পের : ওয়াশিংটন পোস্ট

ভ্লাদিমির পুতিন

এটা সম্পূর্ণ অসত্য। এ ধরনের আলোচনার কথা পুরোপুরি কাল্পনিক : ক্রেমলিন

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছেন। বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা ও গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দেশের ভেতর অভিবাসনবিরোধী অবস্থান শক্ত করা ও নিজের প্রশাসন সাজানোর কাজগুলোয় তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছেন তিনি।

৫ নভেম্বরের নির্বাচনে জয় পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি তিনি বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম *ওয়াশিংটন পোস্ট* জানিয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ সময় ইউক্রেনে যুদ্ধ সম্প্রসারণ না করতে পুতিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। তবে গতকাল সোমবার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে এ প্রতিবেদন অস্বীকার করা হয়েছে। ক্রেমলিন বলেছে, এ ধরনের আলোচনার কথা পুরোপুরি কাল্পনিক। ট্রাম্পের সঙ্গে এ ধরনের কথা বলার বিষয়ে পুতিনের এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই।

সূত্র প্রকাশ না করে *ওয়াশিংটন পোস্ট* প্রথম ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপের কথা জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া বন্ধ করতে বলেন পুতিনকে। একটি অজ্ঞাত সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে এ ফোনকলের বিষয়টি জানানো হয়। তবে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। পুরোপুরি কাল্পনিক। কোনো আলোচনা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, নির্বাচিত হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি ইউক্রেনে শান্তি আনবেন। কিন্তু কীভাবে তা করবেন, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানান পুতিন। নির্বাচনী প্রচারের সময় হত্যাচেষ্টার মুখে পড়ার পরও সাহস দেখানোর প্রশংসা করেন। ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কো প্রস্তুত বলেও বার্তা দেন তিনি।

ইউরোপে শান্তি ফেরাতে তৎপরতা

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের সঙ্গে ইউরোপে শান্তি ফেরাতে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করেছেন ট্রাম্প। জার্মান সরকারের এক মুখপাত্র বলেন, মার্কিন নির্বাচনের পর ট্রাম্পের সঙ্গে প্রথম ফোনে কথা বলেছেন শলৎজ।

এর আগে ট্রাম্প ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি ও ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মিত্তে ফ্রেডেরিকসেনের সঙ্গেও কথা বলেন। গাজায় শান্তি ফেরাতেও কাজ করতে চান ট্রাম্প। ইতিমধ্যে ফিলিস্তিনি নেতা মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি সে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিয়োগ দিচ্ছেন বিশ্বস্তদের

বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি ট্রাম্পের পক্ষ থেকে নিজের প্রশাসন গোছানোর দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের কাজ শুরু করেছেন। তিনি এ ক্ষেত্রে কট্টরপন্থী কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত টম হোম্যানকে নিয়োগ দিয়েছেন। এর আগে তিনি হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন সুজি ওয়াইলসকে। এ ছাড়া তিনি জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে এলিস স্টেফানিককে মনোনয়ন দিয়েছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলেন ইশিবা

মনজুরুল হক, *টোকিও থেকে*

শিগেরু ইশিবা

নাটকীয়তার শেষে জাপানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের ভোট গ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বী সাংবিধানিক গণতন্ত্রী দলের প্রধান নোদা ইয়োশিহিদেকে ৮১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শিগেরু ইশিবা। গতকাল সোমবার দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে ভোট গ্রহণের পর প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিম্নকক্ষে কেন্দ্রীভূত হয়। উচ্চকক্ষে প্রধান ক্ষমতাসীন উদার গণতন্ত্রী দল এলডিপি ও দলের কোয়ালিশন অংশীদার কোমেই পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ইশিবা সেখানে সহজেই জয়লাভ করেন।

২৭ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে এলডিপি নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন দলের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ৪৬৫ আসনবিশিষ্ট নিম্নকক্ষে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য ক্ষমতাসীন জোটের প্রয়োজন ছিল ২৩৩টি ভোট নিশ্চিত করা। সেই লক্ষ্যে নির্বাচনের পর থেকে এলডিপি ২৮টি আসনে জয়লাভ করা ডেমোক্রেটিক পার্টি ফর দ্য পিপলের (ডিপিপি) সঙ্গে কয়েক দফায় আলোচনা চালিয়ে গেলেও ডিপিপি শেষ পর্যন্ত ইশিবা কিংবা প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থী নোদা—কারও পক্ষেই ভোট দিতে রাজি না হয়ে দলের সভাপতি তামাকি ইয়োইচিরোকে নিজস্ব প্রার্থী হিসেবে বেছে নেয়।

ইশিবাকে ভোট দিতে ডিপিপির অপারগতায় শেষ পর্যন্ত নিম্নকক্ষে দুই দফা ভোটদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। গতকাল দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে ইশিবা পেয়েছেন ২২১ ভোট, অর্থাৎ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেয়ে ১২টি ভোট কম। অন্যদিকে নোদাকে ভোট দিয়েছেন ১৬০ জন সংসদ সদস্য। ফলে ইশিবাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পথ তাঁর জন্য খুলে যায়।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে রিয়াদে আরব বিশ্বের নেতারা

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাত বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ দেওয়া নিয়ে আলোচনা করবেন আরব নেতারা।

আল-জাজিরা, *রিয়াদ*

পৃথক দুই রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে ফিলিস্তিন সংকটের সমাধানের লক্ষ্যে বৈঠকে বসেছেন আরব বিশ্বের নেতারা। গতকাল সোমবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে আন্তর্জাতিক এ সম্মেলন শুরু হয়েছে। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চলমান সামরিক সংঘাত বন্ধের বিষয়ে পদক্ষেপ এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ দেওয়া নিয়ে আলোচনা হবে সম্মেলনে।

গাজা যুদ্ধ বন্ধ ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে গত অক্টোবরের শেষদিকে রিয়াদে আরব নেতাদের একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলন শেষে নভেম্বরের শুরুতেই আবার সম্মেলনের ঘোষণা দেওয়া হয়। সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থা সৌদি প্রেস এজেন্সি জানিয়েছে, ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলের আগ্রাসন আরব ও মুসলিম বিশ্বের নেতাদের জরুরি এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।

সম্মেলন প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের আগ্রাসন বন্ধ, বেসামরিক মানুষজনকে রক্ষা, ফিলিস্তিন ও লেবাননের নাগরিকদের পাশে দাঁড়ানো, নিজেদের অবস্থান নিয়ে ঐকমত্য তৈরি, চলমান হামলা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ওপর চাপ তৈরির পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে কীভাবে টেকসই শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরানো যায়, সেসব নিয়েই আলোচনা হবে সম্মেলনে।

গতকাল বিকেলে সৌদি প্রেস এজেন্সি জানায়, সম্মেলনে যোগ দিতে রোববার সন্ধ্যায় রিয়াদে পৌঁছেছেন নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু ও লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাজিব মিকাতি। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফেরও সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা। তবে রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ততার কারণে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান সম্মেলনে থাকবেন না।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র 'বাস্তবসম্মত' নয়

দুই রাষ্ট্র সমাধান নিয়ে রিয়াদে সম্মেলন শুরুর মধ্যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েল। গতকাল ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সার বলেছেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কোনো বাস্তবসম্মত লক্ষ্য হতে পারে না।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক স্বাভাবিক করা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে গিডিয়ন সার বলেন, 'আমার মনে হয় আজকের দিনে এসে এটা কোনো বাস্তবসম্মত অবস্থান নয়। আমাদের অবশ্যই বাস্তববাদী হতে হবে। আর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা হবে হামাসের রাষ্ট্র।'

সৌদি যুবরাজের মন্তব্য

ইরানের সার্বভৌমত্বের প্রতি ইসরায়েলকে সম্মান দেখাতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান। গতকাল সোমবার রিয়াদে অনুষ্ঠিত আরব লিগ ও ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) যৌথ শীর্ষ সম্মেলনে এসব কথা বলেছেন মুহাম্মদ বিন সালমান।

অ্যাথেনা হচ্ছেন

পার্সি জ্যাকসন অ্যান্ড দ্য অলিম্পিয়ানস-এর দ্বিতীয় মৌসুমে অ্যাথেনা হচ্ছেন অ্যান্ড্রা ডে। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

মেহজাবীনদের আরেক সুখবর

নতুন সুখবর দিলেন মেহজাবীন চৌধুরী। সৌদি আরবের রেড সি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতা করবে তাঁর অভিনীত সিনেমা *সাবা*। জানান, বেশ আগেই সুখবরটি পেয়েছিলেন। কিন্তু বলা বারণ ছিল। গতকাল আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আগামী ৫ থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে উৎসব। এখানে ১৫টি সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে বাংলাদেশের *সাবা*। **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

সাবার পোস্টারে মেহজাবীন

জাপান ও চীনে ‘কল্কি’

ভারতীয় বক্স অফিসে ঝড় তুলেছিল প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন আর দীপিকা পাড়ুকোনের *কল্কি : ২৮৯৮ এডি*। নাগ অশ্বিন পরিচালিত সায়েন্স ফিকশন ছবিটি এবার জাপানে মুক্তি পেতে চলেছে। ২০২৫ সালের ৩ জানুয়ারি জাপানে মুক্তি পাবে *কল্কি*। ছবিটি এর আগে রুশ ভাষায় রাশিয়ায় মুক্তি পেয়েছিল। শিগগিরই চীনা ভাষায়ও মুক্তি পাবে *কল্কি*। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

আবার ‘গোলমাল’

অ্যাকশনের পর এবার হালকা মেজাজের ছবিতে মন দেবেন, জানিয়েছেন রোহিত শেঠি। *সিংহাম এগেইন* ছবির পর তাই *গোলমাল*-এর সিকুয়েল আনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বলিউডের সুপারহিট কমেডি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে অন্যতম *গোলমাল*। **প্রতিনিধি**, *মুম্বাই*

রোহিত শেঠি। ছবি : ইনস্টাগ্রাম থেকে

সেরা হলো যোদ্ধার গল্প

ক্রিটিকস চয়েস ডকুমেন্টারি অ্যাওয়ার্ডসে সর্বোচ্চ ছয়টি পুরস্কার জিতেছে *সুপার/ম্যান : দ্য ক্রিস্টোফার রিভ স্টোরি*। মার্কিন অভিনেতা ক্রিস্টোফার রিভকে নিয়ে তথ্যচিত্রটি বানিয়েছেন ইয়ান বনহোতে ও পিটার ইতেদগুই। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন রিভ। এর পর থেকে শারীরিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের অধিকার নিয়ে কাজ শুরু করেন। গত রোববার রাতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসেছিল ক্রিটিকস চয়েস ডকুমেন্টারি অ্যাওয়ার্ডসের নবম আসর। **বিনোদন ডেস্ক**

তুফান-এ শাকিব খান। ছবি : প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে

বাংলা সিনেমার ‘ঈদ’ কবে আসবে

ঢালিউড

লতিফুল হক, *ঢাকা*

আলাপটা আগেও ছিল। তবে ঘরোয়া আসরে। বছর দুই হলো আলোচনাটা প্রকাশ্যে এসেছে, এখন তো বড় তারকাকে সামনে পেলে অবধারিতভাবেই করা হয় প্রশ্নটা, ‘ঈদ ছাড়া কি আপনার সিনেমা আসবে না?’ দেশি সিনেমার হালহকিকত বুঝতে এর চেয়ে মোক্ষম প্রশ্ন আর কী আছে?

২০২২ সালে পবিত্র ঈদুল আজহা এবং এরপরই আসে দুই সিনেমা—*পরাণ* ও *হাওয়া*। পরের বছরগুলোয় আসে *প্রিয়তমা*, *সুড়ঙ্গ*, *রাজকুমার*, *কাজলরেখা*, *তুফান*। ঈদের মতো বড় উৎসবে তারকাবহুল একাধিক সিনেমা মুক্তি পাবে এ আর আশ্চর্য কী! কিন্তু মোটাদাগে বড় সিনেমাগুলো যদি কেবল ঈদেই আসে, পুরো ইন্ডাস্ট্রির সুস্থ-স্বাভাবিক বিকাশের জন্য কি সেটা ভালো?

গত মাসেই দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে তিনটি সিনেমা : *টেক্কা*, *বহুরূপী*, *শাস্ত্রী*। তিন সিনেমাই কমবেশি ব্যবসা করেছে। তবে শিকড়ের গল্প, দুর্দান্ত অভিনয় আর টান টান নির্মাণ মিলিয়ে বাজিমাত করেছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়ের *বহুরূপী*। ১০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে ছবিটি! সামনে বড়দিন, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে দীর্ঘ ছুটিতে কলকাতার মিঠুন অভিনীত *সন্তান*, দেব অভিনীত *খাদান*-এর মুক্তি চূড়ান্ত। আর *বেবি জন*, *পুষ্পা ২*-এর মতো হিন্দি যে আসবে; সেটা তো অনেক আগেই জানা গেছে।

ডিসেম্বর আমাদের দেশেও ছুটির মৌসুম। স্কুল-কলেজের পরীক্ষা শেষ হলে ঘোরাঘুরির নানা লোভনীয় প্যাকেজ ঘোষণা করেন ট্যুর অপারেটররা। কিন্তু এই ছুটির মৌসুমকে কাজে লাগানোর কথা কি ভেবেছেন প্রযোজকেরা? বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের ক্যারিয়ার গ্রাফ অনুসরণ করলেই বোঝা যাবে, কীভাবে উৎসবকে কেন্দ্র করে বছরে চারটি করে সুপারহিট ছবি দিয়েছেন এই তারকা। প্রতিবছর ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারিতে সিনেমা মুক্তি দিতেন তিনি, আর মুক্তির জন্য বেছে নেওয়া হতো এমন ছবি, যাতে দেশপ্রেমের বার্তা আছে। সেগুলোর বেশির ভাগই বক্স অফিসে সাফল্য পেয়েছে।

একইভাবে হলিউডের কথাও বলা যায়। পশ্চিমে বড় বাজেটের বেশির ভাগ ছবিই আসে গ্রীষ্মে। এর মধ্যেই যেমন ২০২৫ সালের মে, জুন ও জুলাইতে মুক্তির জন্য *থান্ডারবোল্টস*, *মিশন : ইমপসিবল*-এর নতুন কিস্তি, *কারাতে কিড : লেজেন্ডস*, *ব্যালেরিনা*, *জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ*, *সুপারম্যান* ইত্যাদি সিনেমা চূড়ান্ত হয়ে আছে। বাংলা ছবির খবর কী? অনেকেই হয়তো রায়হান রাফীর *লায়ন*সহ কয়েকটি ছবির নাম বলবেন। যেগুলোর সবই ঈদের ছবি। অথচ আমাদেরও উপলক্ষের অভাব নেই। বাংলা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস—এ রকম উৎসব ধরে বাংলা সিনেমার ক্যালেন্ডার তৈরির কথা কি কেউ ভেবেছেন?

অন্য দেশগুলোয় বিভিন্ন উৎসবের সিনেমাগুলো অনেক আগেই চূড়ান্ত হয়। পোস্টার, টিজার, ট্রেলার ধরে প্রচারও চলে অনেক আগে থেকে। সিনেমা নিয়ে ধীরে ধীরে দর্শকের আগ্রহ তৈরি হয়। কিন্তু ঈদ ছাড়া অন্য উৎসবগুলো ধরে দেশি সিনেমার তেমন কোনো পরিকল্পনাই দেখা যায় না। অন্য সময়ের সিনেমা মুক্তি নিয়ে আরেক মুশকিল বাণিজ্যিক সিনেমার নির্মাতার অভাব। গত কয়েক বছরে কেবল রায়হান রাফী, হিমেল আশরাফদের মতো হাতে গোনা দু-একজন নির্মাতার সিনেমা আলোচনায় এসেছে। রাফী নতুন বেশ কয়েকটি সিনেমার কাজ করছেন, হিমেল আছেন বিরতিতে। কিন্তু এক রাফী আর কত সিনেমা করবেন। এই সময়ের দর্শকের চাহিদা বুঝে বুদ্ধিদীপ্ত বাণিজ্যিক সিনেমা বানানোর মতো আরও নির্মাতার অপেক্ষায় ঢাকাই সিনেমা।

দেশের চলমান অবস্থার কারণে অনেক দিন নতুন সিনেমা মুক্তি পায়নি। পরে যেগুলো এসেছে, নানা কারণে সেগুলোও সেভাবে আলোচনায় আসতে পারেনি। ঈদের যে দর্শকেরা এত ভিড় করেন, তাঁরা তাহলে গেলেন কোথায়? ঈদ উৎসবে নতুন দর্শক আসেন, এটা যেমন সত্যি, তেমনি সারা বছরই হলে গিয়ে ছবি দেখতে চান, এমন দর্শকও আছেন, সেটাও সত্যি। গত শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে ৩৬-২৪-৩৬। চরকি অরিজিনাল এই ফিল্মটি বানিয়েছেন রেজাউর রহমান। ১৫ নভেম্বর শাকিব খান অভিনীত *দরদ* মুক্তির ঘোষণা দিয়েছেন অনন্য মামুন। অন্য অনেক কিছুর মতোই সিনেমার ক্ষেত্রেও অনেক সময় মোমেন্টাম কাজ করে; যদি ৩৬-২৪-৩৬, *দরদ* দর্শকপ্রিয়তা পায়, সেই পথ ধরে হয়তো ঈদ ছাড়াও সিনেমা মুক্তির কথা ভাববেন প্রযোজকেরা।

সুইফটের আরও ৪

বিশ্বসংগীত

বিনোদন ডেস্ক

বলা হয়ে থাকে, পুরস্কারের মঞ্চ থেকে খালি হাতে ফেরেন না টেলর সুইফট। এমটিভি ইউরোপ মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসেও রাজত্ব করেছেন ৩৪ বছর বয়সী এই তারকা। সর্বোচ্চ সাত বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিলেন আর জিতে নিলেন সর্বোচ্চ চারটি পুরস্কার। আলোচিত গান ‘ফোর্টনাইট’-এর জন্য ঘরে তুলেছেন সেরা আর্টিস্ট, সেরা ভিডিওর পুরস্কার। গত রোববার রাতে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের কো-অপ লাইভ অ্যারেনায় জমকালো এক আয়োজনে দেওয়া হয় পুরস্কার। গত বছর গাজায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে প্যারিসের আসরটি স্থগিত করেছিল এমটিভি কর্তৃপক্ষ। এ বছর ৩০তম আসর বসেছে।

বর্তমানে ইরাস ট্যুরে উত্তর আমেরিকায় রয়েছেন সুইফট। একটি ভিডিও বার্তায় ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। **এ বছরের এপ্রিলে প্রকাশিত হয়েছে *দ্য টর্চার্ড পোয়েটস ডিপার্টমেন্ট*। অ্যালবামটির জন্য ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসেও মনোনয়ন পেয়েছেন। এ** অ্যালবামের ‘ফোর্টনাইট’ গানের জন্যই পুরস্কৃত হলেন। ‘ফোর্টনাইট’-এ অতিথি শিল্পী হিসেবে রয়েছেন মার্কিন গায়ক পোস্ট মালোন।

এমটিভি ইউরোপ মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসে তিনবার সেরা শিল্পীর পুরস্কার পেয়ে রেকর্ড গড়েছেন সুইফট। দুবার সেরা শিল্পী হয়ে রেকর্ডটি এর আগে কানাডিয়ান গায়ক শন মেন্ডেসের দখলে ছিল। এ আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তিনটি পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকান সংগীতশিল্পী টাইলা; এর মধ্যে সেরা আরঅ্যান্ডবি ও সেরা আফ্রিকান শিল্পীর পুরস্কারও রয়েছে।

আসরটি উপস্থাপনা করেছেন মার্কিন সংগীতশিল্পী রিটা ওরা। তিনি ওয়ান ডিরেকশন ব্যান্ডের প্রয়াত গায়ক লিয়াম পেইনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গত মাসেই মারা গেছেন পেইন। পেইনের সঙ্গে গানও করেছেন ওরা। তিনি বলেছেন, ‘আমার দেখা সবচেয়ে দরদি মানুষ লিয়াম পেইন। তিনি সর্বদা মানুষের পাশে থাকতেন।’

‘এসপ্রেসো’ গানের জন্য সেরা **গায়িকার পুরস্কার পেয়েছেন তরুণ গায়িকা সাবরিনা কার্পেন্টার। এর বাইরে আরিয়ানা গ্র্যান্ডে, ব্ল্যাকপিংক তারকা লিসাসহ আরও অনেকে পুরস্কার পেয়েছেন।**

টেলর সুইফট। এএফপি ফাইল ছবি

২২ নভেম্বর সায়ানের একক কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একক কনসার্টে গাইবেন সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। বরাবরই কথা-সুরে প্রতিবাদ করে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে ‘গানে গানে সায়ান’ শীর্ষক আয়োজনে গাইবেন তিনি।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান আজব কারখানা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা ছয়টায় শো শুরু হবে। দুই ঘণ্টার বেশি সময় ধরে গাইবেন সায়ান। বেশ কয়েক বছর পর তাঁকে কোনো একক শোতে পাওয়া যাবে।

‘আবরার ফাহাদ’ থেকে ‘আমার নাম প্যালেস্টাইন’ কিংবা ‘কালো মানুষ’; বাংলাদেশ ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে চলা অন্যায়ের প্রতিবাদে গান করেছেন তিনি।

সায়ান। ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

প্রতিবাদের গানের পাশাপাশি ‘তার চেয়ে মেনে নাও’, ‘হঠাৎ করেই চোখ পড়েছে’, ‘এক হারিয়ে যাওয়া বন্ধু’, ‘মুখোশ’, ‘ফিরতে ঘরে ভয়’-এর মতো প্রেম ও বিরহের গানও করেছেন তিনি। কনসার্ট নিয়ে সায়ান বলেন, ‘আজব কারখানার আয়োজনে অনেক অনেক দিন পর একটা একক গানের আসরে গান গাইব। অনেক কিছু হলো এর মাঝে। গানের মানুষ হিসেবেই সেই সব তীব্র সময়ের দুঃখ, বেদনা আবার নতুন দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার আবেশ নিয়েই হাজির থাকতে চাই সেই আসরে। আপনাদের সঙ্গ সব সময়ই আমার শক্তি।’

গত বছরের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটমণ্ডলে একক শো করেছেন সায়ান। এর ভেতর দেশে আর কোনো একক শো করেননি তিনি। তবে কলকাতায় করেছেন।

কনসার্টের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে গেট সেট রক ডটকমে। তিন ধরনের টিকিটের মূল্য ৫০০, ৭০০ ও ১ হাজার টাকা।

বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ এই ঠিকানায়
binodon@prothomalo.com

মাহমুদউল্লাহর ৯৮ বলে ৯৮ রানের ইনিংস ম্লান হয়ে গেছে আফগানিস্তানের গুরবাজের শতকে। গতকাল শারজায়। ওয়ালটনের সৌজন্যে

গুরবাজে ম্লান মাহমুদউল্লাহ

বাংলাদেশের সিরিজ হার

মাহমুদউল্লাহ, মিরাজের কৃতিত্ব ম্লান হয়ে গেল রহমানউল্লাহ গুরবাজের সেঞ্চুরির কাছে। শেষ ওয়ানডেটাও জিতে ২-১-এ সিরিজ জিতেছে আফগানিস্তান।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে ৫ আর ২। রহমানউল্লাহ গুরবাজ যেন সব জমিয়ে রেখেছিলেন শেষ ম্যাচের জন্য! কাল শারজায় শেষ ওয়ানডেটা সিরিজ নির্ধারণী হয়ে যাওয়ায় সেটার দরকার পড়ল আরও বেশি। বাংলাদেশের ২৪৪ রানের জবাব দিতে নেমে সময়ের দাবি মিটিয়ে আফগান ওপেনার এবার খেললেন ১০১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস। আর তাতে শেষ ম্যাচটা ৫ উইকেটে জিতে সিরিজও ২-১-এ জিতে নিল আফগানিস্তান।

নড়বড়ে শুরুর পরও মাহমুদউল্লাহর ৯৮ বলে ৯৮ আর চোটে পড়া নাজমুল হোসেনের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়কের দায়িত্ব পাওয়া মেহেদী হাসান মিরাজের সময়োপযোগী ৬৬ রানের ইনিংসে লক্ষ্যটা খারাপ দেয়নি টসে জিতে আগে ব্যাট করা বাংলাদেশ। শারজার গতকালের উইকেটে যেখানে ২২৫-২৩০ রানকেই জেতার মতো স্কোর মনে হচ্ছিল, সেখানে বাংলাদেশ ৮ উইকেটে করে ২৪৪।

কিন্তু ম্যাচ জিততে বোলিংটাও তো হওয়া চাই সে রকম। নাসুম আহমেদ কিছুটা বেগ দিয়েছেন আফগান ব্যাটসম্যানদের। উইকেট না পেলেও ১০ ওভারে মাত্র ২৪ রানই দিয়েছেন এই বাঁহাতি স্পিনার। ২ উইকেট পাওয়া নাহিদ রানাও খারাপ করেননি। কিন্তু বাকি বোলারদের তেমন একটা পাত্তাই দেননি আফগান ব্যাটসম্যানরা। ৮৪ রানে ৩ উইকেট হারালেও কখনো এটাও মনে হয়নি যে ম্যাচে তারা পিছিয়ে।

চতুর্থ উইকেটে গুরবাজ-আজমতউল্লাহ ওমরজাই মিলে ১১১ বলে গড়েন ১০০ রানের জুটি। বাংলাদেশের হাত থেকে ম্যাচটা ফসকে যায় তখনই। মিরাজের বলে ডিপ স্কয়ার লেগে জাকিরের ক্যাচ হয়ে গুরবাজ ফিরে গেলেও ষষ্ঠ উইকেটে মোহাম্মদ নবীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ৫৮ রানের জুটিতে বাকি কাজটা ওমরজাই সেরে ফেলেন ১০ বল বাকি থাকতেই। শরীফুল ইসলামকে লং অফ দিয়ে মারা নিজের পঞ্চম ছক্কায় ম্যাচ শেষ করা ওমরজাই করেছেন ৭৭ বলে অপরাজিত ৭০ রান।

এর আগে ৭২ রানে ৪ উইকেট পড়ার পর বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডটা ইনিংস শেষে কেমন হতশ্রী হতে পারে, সে কল্পনাকে চোখ জ্বালা করা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল প্রথম ম্যাচের দুঃস্মৃতি। ৫৩ রানে দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও সৌম্য সরকার আউট হয়ে যাওয়ার পর মিরাজ উইকেটে এসে চলে যেতে দেখেছেন আরও দুই ব্যাটসম্যান জাকির হাসান ও তাওহিদ হৃদয়কেও। নবম ওভারে বিনা উইকেটে ৫৩ থেকে ১৫তম ওভারেই বাংলাদেশের স্কোর ৭২/৪!

উইকেটে নেমে মিরাজ হয়তো ভাবলেন, আরও উইকেট পড়ে যাওয়া রোধে খোলসবন্দী ব্যাটিংই নিরাপদ। অথবা মাহমুদউল্লাহর সঙ্গে বুঝি এই দ্বিপক্ষীয় সিদ্ধান্তই হলো, 'ভাই, আপনি মারেন, আমি ঠেকাই।' শারজার উইকেটের দুই প্রান্তে যুগপৎ দৃশ্যায়িত হতে থাকল টেস্ট আর ওয়ানডের ব্যাটিং। মাহমুদউল্লাহর ৯৮ রান এসেছে ৯৮ বল খেলে ১০০ স্ট্রাইক রেটে, মিরাজ ঠিক উল্টো। ৫৫.৪৬ স্ট্রাইক রেটে ১১৯ বলে করেছেন ৬৬ রান।

মাহমুদউল্লাহ রানআউট হয়েছেন একেবারে ইনিংসের শেষ বলে। মাঠ ছাড়ার সময় শরীরী ভাষায় আর মুখের অভিব্যক্তিতে যত না ২ রানের জন্য হতাশা, তার চেয়ে বেশি ছিল ক্লান্তি। দলকে বিপর্যয়ের মুখ থেকে একটু একটু করে দাঁড় করাতে করাতে একপর্যায়ে তিনিও হয়তো ভেবেছিলেন, সেঞ্চুরি কেন নয়! অবশ্য যে পরিস্থিতিতে তিনি ওই ইনিংস খেলেছেন, সে পরিস্থিতিতে তিন অঙ্ক ছোঁয়াটা যেমন 'মহাকাব্যিক ইনিংসের' বিশেষণে সিক্ত হওয়া, তেমনি ওই পরিস্থিতিতে দলকে প্রাণ ফিরিয়ে দেওয়া ৯৮ রানের ইনিংস খেলার পর ২ রানের আফসোসও আসলে কোনো আফসোস নয়।

মাহমুদউল্লাহর ইনিংসের ৩টি ছক্কা ও ৭টি চারকে 'অলংকার'ই বলতে হচ্ছে। কারণ, কখনো সুইপ, কখনো দুই পা এগিয়ে, কখনোবা বানানো শট খেলে মারা চার-ছক্কাগুলোর প্রায় সবই ছিল চোখ আটকে যাওয়ার মতো শটে। ক্যারিয়ারের দিগন্ত দেখতে পাওয়া একজন ব্যাটসম্যানের ব্যাটিংয়ে বয়সের ছায়া পড়বে স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ব্যাটসম্যান মাহমুদউল্লাহ বলেই হয়তো আবহ সংগীতে বেজে চলছিল প্রত্যাবর্তনের গান, যে গানের শুরু প্রতিবারই হয় শেষের বাঁশি শুনে।

তবে শারজায় কাল রাতটা মাহমুদউল্লাহর ছিল না। সেটি হলে তো রাতটা হতো বাংলাদেশেরও!

সংক্ষিপ্ত | স্কোর

বাংলাদেশ : ৫০ ওভারে ২৪৪/৮ (তানজিদ ১৯, সৌম্য ২৪, জাকির ৪, মিরাজ ৬৬, হৃদয় ৭, মাহমুদউল্লাহ ৯৮, জাকের ১, নাসুম ৫, শরীফুল ২*; ওমরজাই ৪/৩৭, নবী ১/৩৭, রশিদ ১/৪০)।
আফগানিস্তান : ৪৮.২ ওভারে ২৪৬/৫ (গুরবাজ ১০১, ওমরজাই ৭০*, নবী ৩৪*, আতাল ১৪; শরীফুল ০/৬১, রানা ২/৪০, নাসুম ০/২৪, মোস্তাফিজ ২/৫০, মিরাজ ১/৫৬, সৌম্য ০/১২)।
ফল : আফগানিস্তান ৫ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ : আফগানিস্তান ২-১ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : আজমতউল্লাহ ওমরজাই।
ম্যান অব দ্য সিরিজ : মোহাম্মদ নবী।

২ বাংলাদেশের দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে নব্বইয়ের ঘরে রানআউট হলেন মাহমুদউল্লাহ। প্রথমজন শাহরিয়ার নাফীস (৯১, বিপক্ষ কেনিয়া, ২০০৬)।

২৩ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের ২৩তম অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। শুধু ওয়ানডের হিসাবে মিরাজ ১৭তম।

৫ ওয়ানডেতে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ম্যাচে ফিফটি পাওয়া পঞ্চম খেলোয়াড় মিরাজ (৬৬)। প্রথম চারজন—আমিনুল ইসলাম (৭০), হাবিবুল বাশার (৬১), সাকিব আল হাসান (৫৪) ও নাজমুল হোসেন (৭৬)।

১৩ ও ৩ বাংলাদেশের ১৩তম খেলোয়াড় হিসেবে শততম ওয়ানডে খেললেন মিরাজ। শততম ওয়ানডেতে ফিফটি পেলেন তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে। প্রথম দুজন—হাবিবুল বাশার ও মুশফিকুর রহিম।

ছোট পর্দায় আজ

জাতীয় ক্রিকেট লিগ	ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা বিভাগ-ঢাকা মহানগর	সকাল ১০টা
সিলেট-খুলনা	সকাল ১০টা
রংপুর-রাজশাহী	সকাল ১০টা
টেনিস	*সনি স্পোর্টস ৫*
এটিপি ফাইনালস	বিকেল ৪-৩০ মি.
মেয়েদের চ্যাম্পিয়নস লিগ	*ইউটিউব/ডিএজেডএন*
বার্সেলোনা-সেন্ট পল্টেন	রাত ১১-৪৫ মি.

আশরাফুলের ৬ উইকেট, শাহাদাতের সেঞ্চুরি

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গত মার্চের পর জাতীয় দলে নেই শাহাদাত হোসেন। বাংলাদেশ 'এ', জাতীয় ক্রিকেট লিগেও রান পাচ্ছিলেন না। অবশেষে বরিশাল বিভাগের বিপক্ষে রানের দেখা পেলেন চট্টগ্রাম বিভাগের অধিনায়ক শাহাদাত। তাঁর ব্যাট থেকে এসেছে ২৪৯ বলে ১১৬ রানের ইনিংস। এরপর চট্টগ্রামের ১৯ বছর বয়সী বাঁহাতি স্পিনার আশরাফুল হাসান ৬ উইকেট নিলে বরিশাল অলআউট হয় ৭৭ রানে। ৮৩ রানের লক্ষ্য পাওয়া চট্টগ্রাম কাল ১১.৩ ওভারেই ২ উইকেট হারিয়ে পেয়ে যায় জয়। চট্টগ্রাম জিতল তিন দিনের মধ্যেই।

কক্সবাজারে ম্যাচটিতে বরিশালের বিপক্ষে দ্বিতীয় দিনেই ফিফটি করে বড় ইনিংসের আভাস দিচ্ছিলেন চট্টগ্রামের দুই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শাহাদাত ও ইয়াসির আলী। আজ ইয়াসির ৯৯ রানে আউট হয়ে সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। শাহাদাত সে ভুল করেননি। আউট হয়েছেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তৃতীয় সেঞ্চুরি করে। তাঁর ১১৬ রানের ইনিংসের সৌজন্যে ৩১৩ রানে থামে চট্টগ্রাম।

এরপর প্রথম ইনিংসে ৫ রানের লিড পাওয়া বরিশালের দ্বিতীয় ইনিংসে ধস নামান তরুণ স্পিনার আশরাফুল হাসান। প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেট নেওয়া ১৯ বছর বয়সী তরুণ দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৬ উইকেট, রান দিয়েছেন মাত্র ২২।

পাশের মাঠেই সিলেট ৭ উইকেটে ৪৯৬ রানে ইনিংস ঘোষণার পর খুলনা কাল অলআউট ২৭৩ রানে। বিশাল রানের চাপে পড়া খুলনার হয়ে লড়াই করেছেন ফর্মে থাকা পেসার এনামুল হক। ১৩১ বলে ৮৮ রান করেছেন তিনি। জাতীয় লিগে ফিরে ফিফটি করেছেন আফিফ হোসেন। ১০৮ বলে ৫৩ রান করেছেন এই অলরাউন্ডার। সিলেটের হয়ে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন খালেদ আহমেদ ও নাবিল সামাদ।

রাজশাহীতে রংপুরকে লড়াই করার মতো পুঁজি এনে দিয়েছেন অধিনায়ক আকবর আলী। প্রথম ইনিংসে রংপুর ১৮৯ রানে অলআউট হওয়ার পর রাজশাহীও তাদের প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রান করে। আজ রংপুর তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে করেছে ২৬২ রান, সর্বোচ্চ ৭৭ রান আসে আকবরের ব্যাট থেকে।

বরিশালের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে শাহাদাত টেস্ট দলে জায়গা পাওয়ার দাবি জোরালো করলেন

প্রথম ইনিংসে ৪ উইকেটের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিলেন আশরাফুল

চতুর্থ ইনিংসে জয়ের জন্য ২৬৩ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে রাজশাহী দিন শেষে ৬ উইকেট হারিয়ে করেছে ৬২ রান।

সিলেটে ঢাকা বিভাগ ও ঢাকা মহানগরের ম্যাচের তৃতীয় দিন শেষে ১৭৫ রানে এগিয়ে আছে মহানগর। হাতে আছে আরও ৪ উইকেট। প্রথম ইনিংসে মহানগরের ৩০৪ রানে অলআউট হওয়ার পর ঢাকা বিভাগ ৩১৫ রান করে। ৯ রানের লিড পেলেও আজ আমিনুল ইসলামের ৮২ রানের সৌজন্যে দিন শেষে ৬ উইকেটে করেছে ১৮৬ রান।

টেস্টে নাজমুলের বিকল্প কে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাজমুল হোসেনের কুঁচকির চোট বড় এক ধাক্কাই হয়ে এল বাংলাদেশ দলের জন্য। শারজায় গতকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেটা খেলতে পারেননি অধিনায়ক। খেলতে পারবেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজেও।

শারজার শেষ ম্যাচে নাজমুলের খেলা নিয়ে সংশয় ছিল দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ফিল্ডিংয়ের সময় চোট পাওয়ার পর থেকেই। এ ধরনের চোট খুব গুরুতর না হলেও সেরে উঠতে সপ্তাহখানেক সময় লেগে যায়। তবে নাজমুলের চোটটি যে একটু গুরুতরই, তা নিশ্চিত হওয়া গেছে পরশু করানো এমআরআই রিপোর্ট টিম ম্যানেজমেন্টের হাতে আসার পর।

পরে বিসিবি কাল সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ ওয়ানডেতে (কাল হয়ে যাওয়া) খেলবেন না নাজমুল। খেলা হবে না অ্যান্টিগা ও জ্যামাইকায় ২২ ও ৩০ নভেম্বর শুরু হতে যাওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুটি টেস্টেও। দুই টেস্ট, তিন ওয়ানডে আর তিন টি-টোয়েন্টির সিরিজটি শুরুই হবে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী বলেছেন, 'আমরা স্ক্যান রিপোর্ট পেয়েছি। কুঁচকিতে তিনি গ্রেড টু পর্যায়ের চোট পেয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সেরে উঠতে নির্দিষ্ট একটা সময় তাঁকে বিশ্রাম ও পুনর্বাসনে থাকতে হবে।' দেবাশীষ জানান, দুই সপ্তাহ পর নাজমুলের অবস্থা পুনর্মূল্যায়ন করা হবে। পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে তিনি আরব আমিরাত থেকে দেশে ফিরে আসবেন। টেস্ট সিরিজে নাজমুলের বিকল্প কে হবেন, তা এখনো ঘোষণা করেনি বিসিবি। তবে জানা গেছে, এ ক্ষেত্রে চলতি জাতীয় লিগের পারফরম্যান্সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। সম্ভাব্যদের তালিকায় আছেন এরই মধ্যে সেঞ্চুরি পাওয়া মার্শাল আইয়ুব, ডাবল সেঞ্চুরি করা অমিত হাসান ও কক্সবাজারের গতকালই চট্টগ্রামের হয়ে বরিশালের বিপক্ষে সেঞ্চুরি (১১৬) করা ডানহাতি ব্যাটসম্যান শাহাদাত হোসেন।

তবে শাহাদাতের সম্ভাবনাই বেশি বলে জানিয়েছে একটি সূত্র। জাতীয় দলের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে সংশ্লিষ্টতা ছিল, এমন কাউকেই প্রাধান্য দিতে চান নির্বাচকেরা। এরই মধ্যে চারটি টেস্ট খেলা শাহাদাত সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে না খেললেও গত মার্চে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হোম সিরিজে খেলেছেন। নাজমুলের অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সহ-অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ ও কোচ ফিল সিমন্সের সঙ্গে আলোচনা করেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে নির্বাচক কমিটি।

৩৩তম জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে কাল একটিই রেকর্ড হয়েছে। ছেলেদের রিলেতে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়ার পর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চার সাঁতারু। ছবি : শামসুল হক

এক রেকর্ডের দিনে সবার ওপরে সোনিয়া

জাতীয় সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতীয় সাঁতারের প্রথম দিনে রেকর্ড হয়েছে চারটি। দ্বিতীয় দিনে একটি কমে তিনটি। কিন্তু গতকাল প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে ছিল রেকর্ডের খরা। প্রতিযোগিতা যখন শেষ বিকেলে গড়িয়েছে, অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে একটি রেকর্ডই হয়েছে। সেটিও ব্যক্তিগত কোনো রেকর্ড নয়, ৪x২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে।

মিরপুরের জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে ৮ মিনিট ০.৫১ সেকেন্ড সময় নিয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম, কাজল মিয়া, আসিফ রেজা ও মাহমুদুন্নবী নাহিদের দল। এই ইভেন্টে এর আগের রেকর্ড ছিল ৮ মিনিট ৬.১ সেকেন্ড। গত বছর হওয়া সেই রেকর্ডও নৌবাহিনীর।

ছেলেদের ফ্রি স্টাইল রিলেতে সবার দৃষ্টি ছিল সামিউলের দিকেই। এর আগে ৪টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ৩টিতেই ব্যক্তিগত জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। কাল রিলেসহ এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি সোনা জিতলেন চারটি। রিলের পর উচ্ছ্বসিত সামিউলের কথা, 'ব্যক্তিগত রেকর্ড তো গড়েছিই, দলকেও সাফল্য এনে দিতে পেরে খুব খুশি। পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখতে পেরে আনন্দিত।'

তবে সোনা জয়ে সামিউলকে ছাড়িয়ে গেছেন নৌবাহিনীর নারী সাঁতারু সোনিয়া আক্তার। তিনি জিতেছেন ৬টি ব্যক্তিগত সোনার পদক। প্রথম দুই দিনে চারটি সোনা জেতা সোনিয়া গতকাল জয় পেয়েছেন ১০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে।

৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সোনিয়া সময় নিয়েছেন ১০ মিনিট ৩৭.০৬ সেকেন্ড। ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে সোনিয়ার টাইমিং ১ মিনিট ৯.০২ সেকেন্ড। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর মুক্তি খাতুন ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জিতেছেন। তিনি সময় নেন ৩৬.৬৫ সেকেন্ড। মেয়েদের ৪x২০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে ৯ মিনিট ৫৮.৫৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে জয় পেয়েছেন নৌবাহিনীর অ্যানি আক্তার, সোনিয়া আক্তার, যুথী আক্তার ও সোনিয়া খাতুন।

কাল মোট ১০টি ইভেন্ট হয়েছে। ১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সোনা জিতেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জুয়েল আহমেদ। তিনি সময় নেন ১৭ মিনিট ১৪.৮২ সেকেন্ড। ৫০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ৩০.৫২ সেকেন্ড সময় নিয়ে সোনা জিতেছেন সেনাবাহিনীরই সুকুমার রাজবংশী। ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে নৌবাহিনীর মাহমুদুন্নবী নাহিদ ৫৬.১৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে জিতেছেন সোনা। ৫০ মিটার ফ্রি স্টাইলে সোনা জিতেছেন নৌবাহিনীর আসিফ রেজা। তিনি সময় নেন ২৪.৪৩ সেকেন্ড।

জাতীয় সাঁতারে আজ শেষ দিন। গতকাল পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয়েছে ৩২টি ইভেন্টের। ২৪টি সোনা, ১৯টি রুপা ও ৯টি ব্রোঞ্জ নিয়ে পদক তালিকার শীর্ষে আছে নৌবাহিনী। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেনাবাহিনীর ঝুলিতে গেছে ৮টি সোনা, ১৩টি রুপা ও ১৮টি ব্রোঞ্জ। ৫টি ব্রোঞ্জ নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বিকেএসপি। বিমানবাহিনী পেয়েছে মাত্র একটি ব্রোঞ্জপদক।

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে চলছে জাতিসংঘের জলবায়ুবিষয়ক সম্মেলন (কপ ২৯)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী কতটা ঝুঁকিতে, তা তুলে ধরতে সম্মেলনস্থলের পাশে প্রতীকীভাবে একটি মৃত তিমি তৈরি করেছেন জলবায়ু অধিকারকর্মীরা। গতকাল বাকুতে। ছবি : রয়টার্স

অঙ্গীকার বাস্তবায়ন কতটা হবে, সেই সন্দেহ থাকছেই

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ধনী রাষ্ট্রের কাছ থেকে গরিব ও মধ্যবিত্ত দেশের জন্য অর্থের বন্দোবস্ত করা।

- প্যারিস চুক্তিতে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল।
- গতকাল সম্মেলন শুরু হয়েছে। চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত।

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাকু, আজারবাইজান থেকে*

ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিস্ময়কর বিজয় জলবায়ু সম্মেলনের আসরে কতটা প্রভাব ফেলেছে, বাকুতে পা দিয়ে বোঝা যাবে না। কারণ, আজারবাইজানের রাজধানী বাকু এই মুহূর্তে জলবায়ুময়। বিমানবন্দর থেকে শহরের আনাচকানাচে যেখানে যাবেন; দেখবেন, এ দেশের সরকারের দৃপ্ত অঙ্গীকার, 'ইন সলিডারিটি ফর আ গ্রিন ওয়ার্ল্ড'। পৃথিবীকে তাপমুক্ত করা ছাড়া যেন আর কোনো কাজই এ দেশের সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

কথা ও কাজের ফারাক যাতে না থাকে, তাই ছবিতুল্য শহরটাকে মুড়ে দেওয়া হয়েছে হালকা সবুজের চাদরে। কচি কলাপাতার সেই রং, যা উষ্ণায়ন কমানোর প্রতীক হয়ে গেছে পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত এই দেশের রাজধানীর, তার অর্থবলের উৎস অঢেল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। সম্মেলনের আনাচকানাচে এই বৈপরীত্য পরিহাসের মতো ঝুলে রয়েছে আরও এ কারণে—জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে এ দেশের সরকার কিছুদিন আগেও তেমন কোনো গরজ দেখায়নি।

তাহলে কেন আজারবাইজানকে জলবায়ু সম্মেলনের আসর হিসেবে বেছে নেওয়া হলো—জানতে চাইলে স্থানীয় পরিবেশকর্মীদের কণ্ঠে সহাস্য বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর ঝরে পড়ে। প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা বলেন, 'ক্লাসের দুর্বিনীতদের মনিটরের দায়িত্ব দিয়ে শোধরানোর সুযোগ দেওয়া হয়। ভেবে দেখুন, গতবার ছিল দুবাই, এবার বাকু। দুই দেশের অর্থনীতিই জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর ভেসে রয়েছে।'

এই প্রত্যয় স্বতঃস্ফূর্ত হলেও বাস্তবে কতটা ফলদায়ী হতে চলেছে, সেই সন্দেহ ও সংশয় বাকুর জলবায়ু সম্মেলনের পরতে পরতে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। গতকাল সোমবার সম্মেলন শুরুর প্রথম দিনেই তার চর্চা সর্বত্র। সম্মেলন চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। যুক্তরাষ্ট্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতাসীন হওয়া সেই সন্দেহের মূল হলেও বাকুতে একের পর এক বৈশ্বিক নেতার অনুপস্থিতির খবরও হতাশা ছড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আসছেন না। চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংও নন। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েনও জানিয়ে দিয়েছেন আসতে পারছেন না। গ্লোবাল সাউথের নেতৃত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বাকু থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন। শোনা যাচ্ছে, সে দেশের পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তাঁর ওপর গুরুদায়িত্ব পড়েছে মহারাষ্ট্র নির্বাচনে বিজেপির বৈতরণি পারের। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে বাকু আসছেন পররাষ্ট্র ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। ফলে রথী-মহারথীহীন বাকু বৈশ্বিক তাপমান প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের মতো ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখার অঙ্গীকারটুকু পর্যন্ত সগর্বে করতে পারবে কি না, সেই সন্দেহের ঢেউ তিরতির করে বইছে সম্মেলন শুরুর আগে থেকেই।

প্যারিস চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল, বৈশ্বিক তাপমান দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরে রাখা। সে জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বন ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫০ শতাংশ কমানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য লড়াই করতে উন্নত দেশগুলোর বছরে ১০ কোটি ডলার অর্থসাহায্য দেওয়ার বিষয়টিও নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্যারিস চুক্তি ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম দফার ক্ষমতায়ন প্রায় পিঠাপিঠি। তার প্রভাব কী হয়েছিল সবার জানা। সেই চক্র ফের ঘুরে আসতে চলেছে কি না, আবহজুড়ে চলছে তারই চর্চা। অথচ বিশ্বের ১৩০টি দেশের ১ হাজার ৯০০ নাগরিক সমাজ সংগঠনের ফোরাম 'ক্লাইমেট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক'-এর নির্বাহী পরিচালক তাসমিন ইসপ তাঁদের প্রত্যাশার কথা দৃপ্তভাবে জানিয়ে দিয়ে বলেছেন, পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে বছরে একনাগাড়ে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করতে হবে। নইলে গরিব দেশ তো মরেই রয়েছে, বড়লোক দেশগুলোরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি অনিবার্য। দেড় ডিগ্রি সেলসিয়াস পেরিয়ে তাপমান তিন ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। দেশে দেশে তার ঝলক দৃশ্যমান।

চাহিদা ও বাস্তবের ফারাক কতখানি, বাকু সম্মেলনেই বোঝা যাবে। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্যই তো ধনী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে গরিব ও মধ্যবিত্ত দেশের জন্য অর্থের বন্দোবস্ত করা। যাতে উষ্ণায়নের ছ্যাঁকা থেকে সবাই বাঁচতে পারে। তা হবে কি? প্রশ্নটা ঝুলে রয়েছে।

বাকুতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস

গতকাল সপর্ষদ বাকুতে পৌঁছেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাসস জানায়, সেখানে পৌঁছানোর পরপরই তিনি বাংলাদেশের কর্মকর্তা, এনজিও ও সুশীল সমাজের নেতাদের জলবায়ু সংকটের উদ্বেগ তুলে ধরতে অতিরিক্ত প্রচেষ্টা চালানোর আহ্বান জানান।

বাকুর একটি হোটেলে সমন্বয় সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমাদের প্রধান প্রচেষ্টা হবে আমাদের উদ্বেগ ও দাবিগুলো কপ ২৯-এর চূড়ান্ত ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত করা।' আজ মঙ্গলবার ড. ইউনূসের কপের মূল শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। সম্মেলনে অন্তত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর।

কক্সবাজার জনপ্রশাসন একাডেমি

৭০০ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নামে দেওয়া ৭০০ একর বনভূমির বন্দোবস্ত বাতিল করেছে সরকার।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বনভূমির এই বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে বলে গতকাল সোমবার মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দিতে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একাডেমি অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' স্থাপনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্দোবস্ত দেওয়া কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ঝিলংজা মৌজার বিএস ১ নম্বর খতিয়ানভুক্ত বিএস ২৫০০১ নম্বর দাগের 'পাহাড়' শ্রেণির ৪০০ একর ও বিএস ২৫০১০ নম্বর দাগের 'ছড়া' শ্রেণির ৩০০ একর, মোট ৭০০ একর জমি রক্ষিত বনের গেজেটভুক্ত হওয়ায় ওই বন্দোবস্ত বাতিল করা হয়েছে।

গত ২৯ আগস্ট এ বিষয়ে আধা সরকারি পত্র দেন পরিবেশ উপদেষ্টা। উপদেষ্টার পাঠানো আধা সরকারি পত্রে বলা হয়, বন্দোবস্ত করা এলাকা ১৯৩৫ সাল থেকে বন আইন ১৯২৭-এর ২৯ ধারার আওতায় রক্ষিত বন হিসেবে ঘোষিত। এই ২১৪৫.০২ একর ভূমির অংশে গর্জন, চাপালিশ, তেলসুরসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা এবং হাতি, বানর, বন্য শূকরসহ বিভিন্ন প্রাণীর আবাসস্থল রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ সালে এই বনভূমিতে বনায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

রেকর্ডে 'রক্ষিত বন' উল্লেখ না থাকায় বন বিভাগ এ বিষয়ে মামলা করে। পাশাপাশি, ভূমির বন্দোবস্ত বাতিল চেয়ে একটি রিট মামলাও হাইকোর্টে করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগ এই বন্দোবস্তের বিষয়ে স্থগিতাদেশ দেন, যা আপিল বিভাগে বহাল রয়েছে।

১৯৯৯ সালে ঝিলংজা ইউনিয়নকে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করে বনভূমির গাছ কাটাসহ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন নিষিদ্ধ করা হয়। ৭০০ একর রক্ষিত বনও এই সংকটাপন্ন এলাকার অন্তর্ভুক্ত। সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদ এবং জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদে বন সংরক্ষণের অঙ্গীকার রয়েছে। দেশের বনভূমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকায় এই বন্দোবস্ত জনস্বার্থবিরোধী।

ডেঙ্গুতে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে গতকাল সোমবার সকাল আটটা থেকে আগের ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ১৯৪ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, দুজন নারী। তাঁদের মধ্যে বরিশাল বিভাগ ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি) এলাকার হাসপাতালে দুজন করে চারজনের ও ময়মনসিংহ বিভাগে একজনের মৃত্যু হয়।

নতুন রোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৭৯ জন ভর্তি হন ডিএনসিসি এলাকার হাসপাতালগুলোতে। এ ছাড়া ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৪৮, মহানগরের বাইরে ঢাকা বিভাগের অন্য জেলাগুলোতে ২৬০, চট্টগ্রামে ১৪৫, খুলনায় ১৪০, বরিশালে ৯০, রাজশাহীতে ৬৮, ময়মনসিংহে ৪৫, রংপুরে ১৬ ও সিলেট বিভাগে ৩ জন রয়েছেন।

দেশে চলতি বছর এ পর্যন্ত ৩৬০ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। আর এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা ৭৩ হাজার ৫৮৭।

» এ বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ১২ হাজার শিশু পৃষ্ঠা ৭

জন্মদিন

সালিম আলীর সঙ্গে ১৯৮২ সালে তাঁর ৮৬তম জন্মদিনে ভারতের বোম্বের বোরিভালি জাতীয় উদ্যানে (বর্তমানে সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান) লেখক। ছবি : লেখকের সৌজন্যে

আমার শিক্ষক সালিম আলী

মো. আনোয়ারুল ইসলাম, *সাবেক অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

আজ আমার শিক্ষক ড. সালিম আলীর ১২৮তম জন্মদিন। ৩৮ বছর আগে, ১৯৮৬ সালের কোনো এক বিকেলে সালিম আলী আমার পিএইচডির মৌখিক পরীক্ষার জন্য আমাকে নিয়ে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভবনে যাচ্ছেন। একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছি? তিনি উত্তর দিলেন, 'আজ আনোয়ারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে নিয়ে যাচ্ছি।' তাঁর অসাধারণ রসবোধ দিয়ে আমার দুশ্চিন্তার পারদ কিছুটা নামানোর চেষ্টা করলেন, বুঝতে পারলাম। সেই দুর্লভ মুহূর্ত আমাকে আজও উজ্জীবিত করে।

আমার গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল হিমালয় ও দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কোডাইকানাল ও নীলগিরি পাহাড়ের 'লাফিং থ্রাস' নামের পাখির জীবনবৃত্তান্ত ও এদের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা। ১৯৮২ সালে প্রথম যেদিন দেখা হলো, তিনি বললেন, 'আমার বয়স এখন প্রায় ৮৬ বছর, নইলে কাজটা আমি নিজেই করতাম।' বুঝেই নিলাম, কী বার্তা তিনি দিলেন। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে গত মাসের ফিল্ড রিপোর্ট পৌঁছাতে বিলম্ব হলেই একটি পোস্টকার্ড এসে হাজির হতো, 'আনোয়ার, আশা করি ভালো আছ এবং তোমার কাজ ঠিকমতো চলছে।'

আমি যখন তাঁর অধীন পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণাকাজ শুরু করি, তিনি তখন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ও বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির সভাপতি। ভারতের মানুষের কাছে তিনি 'বার্ডম্যান' হিসেবেই বেশি পরিচিত। ভারতের বন, বন্য প্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ আজ যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার পেছনে যে মানুষটির অবদান অধিক স্বীকৃত, তিনি সালিম আলী। একজন মানুষ কীভাবে ওই বয়সেও এতটা নিখুঁত ও ত্রুটিহীনভাবে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করতেন, এটি প্রত্যক্ষ করতেও আতঙ্কিত হতাম। মেনে চলার দুঃসাহস করতেই হয়েছে আমাকে এবং আমার বিশ্বাস তাঁর মাপকাঠিতে পাসও করতে পেরেছিলাম।

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আলী রেজা খানের সুপারিশে সালিম আলী যখন আমাকে ছাত্র হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন, আমি তখন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউনেসকোর ফেলোশিপ নিয়ে সেখানকার জাতীয় প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘরে ইন্টার্ন হিসেবে কাজ করছি। দেশে ফিরে সরকারি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আমার পিতার উৎসাহে সালিম আলীর সান্নিধ্যে চলে গেলাম। আলী রেজা খান ছিলেন সালিম আলীর প্রথম বাংলাদেশি ছাত্র। আলী রেজা খানের জন্য সালিম আলীর কাছে সুপারিশ করেছিলেন আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক কাজী জাকের হোসেন, কী অসম্ভব সুন্দর এক পরম্পরা।

সালিম আলী পাখির ওপর উচ্চতর গবেষণার জন্য বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিতে ১৯৬৫ সালে নিজ উদ্যোগে তাঁর ও সিঙ্গাপুরের পাখি সংরক্ষণে উৎসাহী প্রয়াত বন্ধুর নামে 'সালিম আলী-লোক ওয়ান থো পাখি গবেষণা তহবিল' গঠন করেন। আমি এই তহবিল থেকেই গবেষণাকাজের জন্য অর্থ পেয়েছি।

কাক ও ভুবনচিলের প্রজনন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়ে ১৯২৬ সালে সালিম আলীর লেখালেখি শুরু হয়। তবে ১৯৪১ সালে প্রকাশিত *দ্য বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস* পুস্তকটি তাঁকে ভারতের প্রাকৃতিক ইতিহাসজগতের প্রাণপুরুষ করেছে। ১৯৬৮-৭৪ পর্যন্ত তাঁর ও বন্ধু ডিলন রিপলির লেখা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসে ছাপা ১০ খণ্ডের *হ্যান্ডবুক অব দ্য বার্ডস অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান* এই উপমহাদেশে পাখিবিষয়ক সবচেয়ে উঁচু মানের গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারতের সরকার ও জনগণ তথা ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক মহল তাঁকে বহুভাবে সম্মানিত করেছেন। কোনো কোনোটি গ্রহণ করতে যেতেও পারেননি কাজ ফেলে। ১৯৭৬ সালে 'জে পল গেটি অ্যাওয়ার্ড' তাঁর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সম্মানিত রাষ্ট্রদূত গ্রহণ করেছিলেন। কারণ, তিনি তখন হিমালয় পর্বতমালায় পাখি দেখতে ব্যস্ত। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির স্বর্ণপদকটিও নিতে আসতে পারেননি, যেটি পরে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার তাঁকে হস্তান্তর করেন। ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও আজও ড. সালিম আলীকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই দেখলাম, আত্মজীবনী লেখার কাজে হাত দিয়েছেন। এটি সম্ভবত তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতাম—কত দূর হলো, স্যার? বলতেন, 'দোয়া করো, ও আমাকে শেষ করবার আগে আমি যেন ওকে সমাপ্ত করতে পারি।' অবশেষে ১৯৮৫ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস এটি প্রকাশ করল এবং সালিম আলী ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে তাঁর মুক্তার মতো হাতের লেখা শুভকামনা নোটসহ উপহার হিসেবে *দ্য ফল অব আ স্প্যারো* বইটি আমাকে পাঠালেন।

আমি সালিম আলীর শেষ ছাত্র ছিলাম। তিনি দক্ষিণ ভারতের পাহাড়ে আমার কাজ দেখতে গেছেন। হিমালয় পর্বতে নিজে আমাকে নিয়ে গেছেন, এক বিছানায় দুজন রাত কাটিয়েছি, বনে-জঙ্গলে আমাকে সময় দিয়েছেন। বন বিভাগের সব পর্যায়ের বনকর্মীকে অনুরোধ করেছেন আমাকে সাহায্য করার জন্য।

আমি ১৯৮৬ সালে সালিম আলীর তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি শেষ করি। তিনি ১৯৮৭ সালের ২০ জুন ৯১ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। কিছুতেই আজও মেনে নিতে পারি না যে সালিম আলী নেই। হিমালয় পর্বতের চেয়েও উঁচু এ মানুষটি নিজে একজন প্রতিষ্ঠান হয়েছেন, সেই সঙ্গে ১৪১ বছরের বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটিকে প্রতিষ্ঠিত করে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। স্বপ্ন দেখতাম—সালিম আলী হব, হতে পারিনি, পারব না; কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা পুষে আগামী দিনগুলো কাটানোর আশা তো করতেই পারি।

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলা

আপিলের অনুমতি পেলেন খালেদা জিয়া, সাজার রায় স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খালেদা জিয়া

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় সাজার রায়ের বিরুদ্ধে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আপিল করার অনুমতি পেয়েছেন। একই সঙ্গে সাজার রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করেছেন আদালত।

ওই মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়া পৃথক লিভ টু আপিল করেছিলেন। আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল সোমবার লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন।

২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর হাইকোর্ট ওই মামলায় বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার আপিল খারিজ করেন এবং সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর কারাদণ্ডের রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১৪ মার্চ খালেদা জিয়া পৃথক দুটি লিভ টু আপিল করেন। লিভ টু আপিল দুটি চেম্বার আদালত হয়ে আপিল বিভাগে ১০ নভেম্বর শুনানির জন্য ওঠে।

আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী কায়সার কামাল। রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও দুদকের পক্ষে আইনজীবী আসিফ হাসান শুনানিতে অংশ নেন।

আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন, 'আপিল খারিজ এবং সাজা ১০ বছর বাড়িয়ে হাইকোর্টের দেওয়া রায়ের বিরুদ্ধে বিএনপি চেয়ারপারসনের করা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন আপিল বিভাগ। উভয় ক্ষেত্রে রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছে। আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া শেষে আপিলের ওপর শুনানি হবে।'

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিশেষ জজ আদালত খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের সাজা ও অর্থদণ্ড দিয়ে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর হাইকোর্টে আপিল করেন তিনি। খালেদা জিয়ার সাজা বৃদ্ধি চেয়ে হাইকোর্টে রিভিশন আবেদন করে দুদক। এর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রুল দেন। আপিল ও রুলের ওপর শুনানি শেষে ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর হাইকোর্ট একসঙ্গে রায় দেন। রায়ে খালেদা জিয়ার আপিল খারিজ হয়। দুদকের রিভিশন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে রুল যথাযথ ঘোষণা করে খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। এই রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন খালেদা জিয়া।

দ্বিতীয় ক্যাম্পাসসহ পাঁচ দফা দাবিতে সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সচিবালয়ের মূল ফটকের সামনে। ছবি : সাজিদ হোসেন

'বন্দুকযুদ্ধে' ১১ কুকি নিহত

ভারতের মণিপুর

কুকিরা প্রথমে থানা ও বাড়িঘরে আগুন দেয়। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে তাদের 'বন্দুকযুদ্ধ' হয়।

সংবাদদাতা, *কলকাতা*

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মণিপুরের জিরিবাম জেলায় গতকাল সোমবার নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১১ কুকি জঙ্গি নিহত হয়েছে। রাজ্যের পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনীর সূত্রকে উদ্ধৃত করে ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সন্ধ্যায় এ খবর দেওয়া হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর সূত্র উদ্ধৃত করে প্রচারমাধ্যম জানিয়েছে, দক্ষিণ আসামঘেঁষা জিরিবাম জেলার বোড়োবেকরা এলাকায় মণিপুর পুলিশের একটি থানায় হামলা চালায় কুকি জঙ্গিরা। এ থানায় অতীতেও বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে জঙ্গিরা।

আধা সামরিক বাহিনীর সূত্রের বরাত দিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, থানায় হামলা চালানোর পরই কুকি জঙ্গিরা কাছের জাকুরাদর কারং নামে একটি এলাকায় গিয়ে হামলা চালায়। সেখানে বাড়িঘরে আগুন লাগাতে শুরু করে। পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' জড়িয়ে পড়ে।

তবে জঙ্গিরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল—এমনটা বলা হলেও এখনো নিরাপত্তা বাহিনীর কেউ 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে জানা যায়নি। তবে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

পশ্চিম মণিপুরের জিরিবাম, মধ্য ও দক্ষিণ মণিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে গত বৃহস্পতিবার থেকে প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এর কারণ, জিরিবাম জেলায় এক স্কুলশিক্ষিকাকে বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। তিনি তিন সন্তানের মা ছিলেন।

জিরিবাম জেলার ওই নারী ছিলেন আদিবাসী হামর গোষ্ঠীর অধিবাসী। হামর, জোমি ও কুকি—এই তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে 'জো' বলে চিহ্নিত করা হয়।

মনে করা হচ্ছে, এ ঘটনার জেরে শনিবার মধ্য মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় আরেক নারীকে গুলি করে হত্যা করে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা। এই নারী ছিলেন মেইতেই সমাজের সদস্য। তিনিও তিন সন্তানের মা ছিলেন। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে ধারাবাহিক সংঘাতে মণিপুরে এ পর্যন্ত সরকারি হিসাবে আড়াই শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছেন।

গতকাল ওই ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের মধ্যস্থতায় মণিপুর বিধানসভার কুকি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার সব সম্ভাবনা ভেস্তে গেছে।

পাঁচ দফা দাবি

জগন্নাথের শিক্ষার্থীদের সচিবালয়ের সামনে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তরসহ পাঁচ দফা দাবিতে সচিবালয়ের সামনের সড়ক অবরোধ করেছিলেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার বেলা দুইটার দিকে তাঁরা সচিবালয়ের মূল ফটকের সামনে সড়কের এক পাশে অবস্থান নেন। দাবিগুলোর বিষয়ে আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আলোচনার আশ্বাসে বিকেল পাঁচটার দিকে সড়ক ছেড়ে দেওয়া হয়।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানান, পাঁচ দফা দাবিতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সচিবালয়ের কাছে শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান নেন। তাঁদের একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষাসচিবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তবে সচিব তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। এ পরিস্থিতিতে বেলা দুইটার দিকে সচিবালয়ের মূল ফটকের সামনের সড়কে অবস্থান নেন তাঁরা।

এদিকে মূল ফটকের সামনের সড়কে শিক্ষার্থীরা অবস্থান নেওয়ায় সচিবালয়ের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেলা সাড়ে তিনটার দিকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম। শিক্ষার্থীদের দাবি যৌক্তিক উল্লেখ করে বক্তব্য দেন তিনি। এ সময় দুঃখ প্রকাশ করে উপদেষ্টা বলেন, 'আমি দুঃখ প্রকাশ করছি যে আপনাদের এখানে আসতে হয়েছে এবং আপনাদের যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি।' পরে শিক্ষার্থীদের একটি প্রতিনিধিদল সচিবালয়ে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিকেল পাঁচটায় তাঁরা সচিবালয় থেকে বের হয়ে জানান, তাঁদের দাবিগুলো নিয়ে আজ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২টায় সচিবালয়ে আবারও বৈঠক হবে। ওই বৈঠকে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শিক্ষক প্রতিনিধি থাকবেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী কে এম রাকিব সাংবাদিকদের বলেন, পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের বিষয়ে মঙ্গলবারের বৈঠকে সিদ্ধান্ত আসবে। যদি দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির কাজ সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর না করা হয়, তাহলে রাজপথে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে স্বৈরাচার আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালককে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং সাত দিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর হাতে এই দায়িত্ব দিতে হবে; অবিলম্বে বাকি ১১ একর জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পুরোনো ক্যাম্পাস নিয়ে স্বৈরাচার সরকারের আমলের সব চুক্তি বাতিল করতে হবে; সম্প্রতি ইউজিসির ঘোষণা করা পাইলট প্রকল্পে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ৪

লালমনিরহাট

প্রতিনিধি, *পাটগ্রাম, লালমনিরহাট*

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে রেললাইনের ওপর বসে মজুরির টাকা ভাগ করার সময় ট্রেনের ধাক্কায় চারজন প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে উপজেলার আলাউদ্দিন নগর স্টেশনের নিকটবর্তী ইসলামনগর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার জোংড়া ইউনিয়নের ইসলামনগর গ্রামের বাসিন্দা আজিজার রহমান (৬৫), মকবুল হোসেন (৪৫), মোবারক হোসেন (৫৫) এবং একই ইউনিয়নের মমিনপুর গ্রামের আবদুল ওহাব (৪২)। তাঁরা সবাই কৃষিশ্রমিক।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পাটগ্রামের স্টেশনমাস্টার সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় ওই চার শ্রমিক গ্রামের রেললাইনের ওপর বসে মজুরির টাকা ভাগ করছিলেন। এ সময় পাটগ্রাম রেলস্টেশন থেকে ছেড়ে আসা সান্তাহারগামী আন্তনগর করতোয়া এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় তাঁরা ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

পাটগ্রামের স্টেশনমাস্টার নুর আলম ট্রেনের ধাক্কায় ওই চার ব্যক্তির নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ বিষয়ে লালমনিরহাট রেলওয়ে থানা-পুলিশকে জানানো হয়েছে। লালমনিরহাটের রেলওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোমিন বলেন, মৃত্যুর কারণ তদন্ত করে দেখা হবে।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১০ নভেম্বর, ২০২৪
২৫ কার্তিক, ১৪৩১
০৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬

- শহীদ নূর হোসেন দিবস কবে পালিত হয়?
  উত্তর: ১০ নভেম্বর।
- আধুনিক তুরস্কের জনক বলা হয় কাকে?
  উত্তর: মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক। (মৃত্যু: ১০ নভেম্বর, ১৯৩৮)
- সৌদি আরবে 'আরব-ইসলামী' শীর্ষ সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হবে?
  উত্তর: ১১ নভেম্বর।
- 'স্মার্ট ড্রাগন-২ ক্যারিয়ার রকেট' কোন দেশের তৈরি?
  উত্তর: চীন।
- সর্বপ্রথম কপ সম্মেলনটি কবে কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
  উত্তর: ১৯৯৫ সালে বার্লিনে (জার্মানি)।
- বিশ্বের ১ম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করে কোন দেশ?
  উত্তর: বাংলাদেশ, ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের সর্বোচ্চ পথশিশু রয়েছে কোন শহরে?
  উত্তর: ময়মনসিংহ।
- সীমান্ত অচলাবস্থা দূর করতে ভারত-চীন কবে চুক্তি স্বাক্ষর করে?
  উত্তর: ২১ অক্টোবর, ২০২৪

১১ নভেম্বর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৯০৭	কবি সুফি মোতাহার হোসেন জন্মগ্রহণ করেন।
১৯০৮	কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্র কুমার মিত্র জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৯৬	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত বাণিজ্য চালুর সিদ্ধান্ত।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৮৮৫	ইংরেজ সাহিত্যিক ডি.এইচ লরেন্স জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৫৩	পোলিও রোগের ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়।
১৯৭০	ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (OIC) প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯১৮	মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি।

বিখ্যাত প্রণালিসমূহ

প্রণালি	পৃথক করেছে	সংযুক্ত করেছে
পক	ভারত-শ্রীলংকা	ভারত মহাসাগর-আরব সাগর
মালাক্কা	সুমাত্রা-মালয়েশিয়া	বঙ্গোপসাগর-জাভাসাগর
বেরিং	এশিয়া-উত্তর আমেরিকা	চুকচি সাগর-বেরিং সাগর
বসফরাস	এশিয়া-ইউরোপ	মর্মর সাগর-কৃষ্ণ সাগর
বাব-এল-মান্দেব	এশিয়া-আফ্রিকা	এডেন সাগর-লোহিত সাগর
হরমুজ	আরব-ইরান	পারস্য উপসাগর-ওমান উপসাগর
কোরিয়া	কোরিয়া-জাপান	পূর্ব চীন সাগর-জাপান সাগর
ডেভিস	গ্রিনল্যান্ড-কানাডা	ব্যাফিন উপসাগর-ল্যাব্রাডর সাগর
দার্দানেলিস	এশিয়া-ইউরোপ	এজিয়ান সাগর-মর্মর সাগর